# ঈশানুসরণ

## দ্বিতীয় খণ্ড

[তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব]

স্বামী সচ্চিদানন্দ
কর্ত্তৃক অনূদিত

হবিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
মদনগোপালমন্দিরতলা
পোঃ হবিবপুর (নদীয়া)

# উৎসর্গ

শ্রীরামকৃষ্ণলোকগত শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রপুত্র মদীয়
গুরুদেব পরমারাধ্য শ্রীমৎস্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দজী
মহারাজকে স্মরণপূর্বক এই অনুবাদ-গ্রন্থ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা চরণে
উৎসর্গ করিলাম।

সচ্চিদানন্দ

## ।। সূচী ।।

# তৃতীয় পর্ব

## অন্তরের শান্তি

# চতুর্থ পর্ব

## মহাভিষেকের বিষয়সমূহ

# প্রাক্-কথন

মহাত্মা টমাস্ এ কেম্পিস্-রচিত "দি ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট" বা ঈশানুসরণ মোট চারিটি পর্বে সম্পূর্ণ। সেই মূল গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের বঙ্গানুবাদ ১৩৩৯ সালের বুদ্ধপুর্ণিমার পুণ্যদিবসে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম পর্বে 'ধর্ম্মজীবনে প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ' পঁচিশটি অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। "আমার যে অনুসরণ করে, তাহাকে অজ্ঞান-অন্ধকারে পথ চলিতে হয় না।" —ভগবান যীশুর এই বাণী উদ্ধৃত করিয়া কেম্পিস্ প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। এই সংসার-অরণ্যে অজ্ঞান-মোহান্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে যাহারা জ্ঞানের আলোতে পথ চলিয়া মানবজীবনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে চাহেন, যাহারা পরম শান্তি জীবনে উপলব্ধি করিয়া জীবন ধন্য করিতে চাহেন, তাহাদিগকে অবতার পুরুষ ও অবতার-কল্প সিদ্ধ মহাপুরুষদের শিক্ষা অনুসারে যে জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে— তাহাই কেম্পিস্ ভগবান যীশুর ঐ বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কেম্পিস্ ক্রমে ক্রমে অনিত্য বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য, অহংকার-পরিত্যাগ, সত্যস্বরূপকে জানিবার আকাঙ্ক্ষা, সাধকের কর্ত্তব্য, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, আসক্তি-ত্যাগ, লোকসঙ্গ, আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, শান্তি, প্রলোভন, বাধা-বিঘ্ন, হঠকারিতা, জনহিতকর নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান, আদর্শ সাধকের জীবনযাপন-প্রণালী, যথার্থ সাধুত্ব, নির্জ্জনতা, অন্যায় কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা, ঈশ্বরের বিচার প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া সাধকজীবনের সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্বে 'অন্তর্মুখী জীবন' সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ বারোটি অধ্যায়ে কেম্পিস্ কর্তৃক বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায়ে মহাত্মা কেম্পিস্ এক

জায়গায় বলিযাছেন— "বাহিরে না খুঁজিয়া অন্তরে তাঁহাকে অনুসন্ধান কবিতে চেষ্টা করিলেই সেখানে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। শুদ্ধচিত্ত সাধকের মনে যে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে, তাহাতেই ভগবানের বিকাশ। অশুদ্ধচিত্ত মানবের মনে উহা কখনও উপলব্ধি হয় না।" উক্ত অধ্যায়ের অপর স্থানে তিনি লিখিয়াছেন— "যিনি অপরের কথানুসাবে কোন বিষয় বিচার না করিয়া নিজে দেখিয়া শুনিয়া ভালমন্দ স্থির করেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী।" চতুর্থ অধ্যায়ে সরলতা ও পবিত্রতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি বলিয়াছেন— "সরলতা ও পবিত্রতারূপ ডানার সাহায্যে মানুষ ঐহিক বিষয় হইতে উর্দ্ধে উঠিতে পারে। সুতরাং, আমাদের সরল ও পবিত্র হওয়া উচিত। সরলতা ঈশ্বরে বিশ্বাস আনে, আর পবিত্রতার সাহায্যে তাঁহাকে উপলব্ধি কবা যায়, তাঁহার মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়।"

ঈশ্ববের সান্নিধ্য লাভের উপায় নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কেম্পিস্ দ্বিতীয় পর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ের একস্থানে লিখিয়াছেন— "অহংকারশূন্য জীবন যাপন করাই তোমার কর্ত্তব্য— ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিবে। যে যত অধিক অহংকার বর্জ্জন করিয়া জীবনযাপন করিতে পারে, সে তত অধিক ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

তারপর তিনি উক্ত অধ্যায়েরই অপর স্থানে মানবজীবনের সার্থকতা ও আধ্যাত্মিকতার মাননির্ণয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন— "বিবিধ সুখভোগের দ্বারা আমাদের যোগ্যতা এবং আধ্যাত্মিকতার মান নির্ণয় না হইয়া বরং বড় বড় দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদে সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকার শক্তির তারতম্যের দ্বারাই উহা হইয়া থাকে। মুক্তিলাভের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা ব্যতীত অপর কোন প্রশস্ত উপায় থাকিলে

প্রভু তাহা বলিতেন এবং উদাহরণ দেখাইয়া নিশ্চয়ই বুঝাইয়া দিতেন। তিনি তাঁহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ— সর্বকালের অনুগামীদের জন্যই দুঃখ সহ্য করিবার শিক্ষা দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন— "আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে অভিলাষী সকলকে অহংকার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দুঃখকে বরণ করিয়া আমারই অনুসরণ করিতে হইবে। সুতরাং, সকল বিষয় পড়িয়া এবং অনুসন্ধান করিয়া আমাদের ইহাই স্থির করা উচিত যে, "বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে ভগবান লাভ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া কেম্পিস্ দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার করিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের আলোচিত বিষয় পাঠ করিয়া পাঠক যে অপূর্ব প্রেরণালাভ করিবেন তাহার সামান্য মাত্র ইঙ্গিত এখানে প্রদান করা হইল।

ঈশানুসরণের এই খণ্ডে তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব সম্পূর্ণ স্থান পাইয়াছে। তৃতীয় পর্বে উনষাট্‌টি অধ্যায় এবং চতুর্থ পর্বে আঠারোটি। তৃতীয় পর্বের আলোচ্য বিষয়— "অন্তরের শান্তি।" "আমি আমার অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসারে চলিব"— ভক্তের এই কথার দ্বারা তৃতীয় পর্বের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন কেম্পিস্, এবং ঈশ্বরই একমাত্র আশা-ভরসা"— এই শিরোণামায় উনষষ্টিতম অধ্যায়ে উহা শেষ করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে সর্বকালের সর্বদেশের ঈশ্বরভক্তের অন্তরের কথার যথার্থ রূপ প্রকটিত হইয়াছে। ভক্তমনের এই কথা অঙ্কন করিয়া কেম্পিস্ উক্ত তৃতীয় পর্বের উপসংহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— "শান্তি ও আনন্দলাভের পথে যাহা কিছু আছে, তোমাকে বাদ দিয়া তাহার সবই নিরর্থক, এবং

বাস্তবিক পক্ষে আনন্দ দান করিতে উহারা অক্ষম হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা কিছু সৎ, তাহারই মূল তুমি। জীবনের পরাকাষ্ঠা তুমি, এবং সকল বিষয়েরই যাহা কিছু গূঢ়, তাহা তুমি। অতএব, সকল কিছুর উর্দ্ধে একমাত্র তোমাতে আস্থা স্থাপন করাই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রদ। এই কারণে আমি তোমারই শরণ নিলাম। হে আমার ঈশ্বর! করুণাময় অধীশ্বর! আমি তোমাতেই আমার আস্থা স্থাপন করিতেছি আমার হৃদয় যাহাতে তোমার পবিত্র আলয় হয়, তোমার শাশ্বত মহিমার পীঠস্থান যাহাতে হয়, তাহার জন্য তোমার স্বর্গীয় আশিস্ বর্ষণে উহাকে শুদ্ধ কর এবং এমন কর, যাহাতে এই হৃদয়মন্দিরে তোমার অপ্রীতিকর কিছু না থাকে। তোমার মহিমার গুণে পরম করুণায় তোমার কাছ হইতে দূরে মৃত্যুর দেশে নির্ব্বাসিত এই দীন সেবককে কৃপা করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ কর। এই পাপময় জীবনের বহু রকম বিপদের মধ্য হইতে তোমার এই অধম সেবককে রক্ষা করিয়া শান্তির পথে— শাশ্বত জ্যোতির দেশে তাহাকে পরিচালিত কর।"

চতুর্থ পর্বের সূচনা করিয়াছেন— "তোমরা যাহারা কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফলে ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করিব"— ভগবান যীশুর এই অভয়বাণী উল্লেখ করিয়া।

এখানে কেম্পিস্ দেখাইয়াছেন— ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে এত ভালবাসেন যে তিনি স্বেচ্ছায় ভক্তের সর্বপ্রকার বোঝা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ঈশ্বর চাহেন— ভক্ত

সম্পূর্ণরূপে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করুক। ভক্ত যখন সমগ্র পুরুষকারের ব্যবহাব করিয়াও তাঁহার অভিলষিত পরমানন্দ বা পরমশান্তি লাভ করিতে পারেন না, তখনই তিনি ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার কাছে জীবনেব সব কিছু সমর্পণ করিয়া ঝড়ের এঁটো পাতার মত জীবন যাপন করেন। এইরূপ তাঁহার জীবনে যখন ক্ষুদ্র অহং-এব কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখনই তাঁহাব শরীর-মন-বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বিরাট অহং-এর বা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হইতে থাকে। সেইজন্যই চতুর্থ পর্বের শেষ অধ্যায়ে মহাত্মা কেম্পিস্ ভক্তকুলকে সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন— "ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ কবিযা বিনম্রভাবে তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহা হইলেই তোমাব পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আলো তোমাকে প্রদান করা হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন— "ঈশ্বব তোমার সঙ্গে প্রতারণা কবিবেন না। বরং যিনি নিজের অহং-বুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করেন, তিনিই প্রতারিত হইয়া থাকেন। সরলমন ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বব সহায়। যাহারা শিশুর ন্যায় সরল, তাহাদিগকে তিনি ধারণাশক্তি প্রদান করেন এবং যাহারা পবিত্র, তাহাদের বিচারশক্তি তিনি খুলিয়া দেন।"

সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের লীলারহস্য বুঝা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। সেইজন্য কেম্পিস্ এই বলিয়া পুস্তকের উপসংহার করিয়াছেন— "অনির্ব্বচনীয় অনন্ত শক্তিমান্ ও সনাতন ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকে যে-কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা মহান্ এবং অনধিগম্য এবং তাঁহার অত্যাশ্চার্য কার্য্যের হেতু পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কার্য্য যদি সহজেই মানুষের বিচারশক্তির দ্বারা ধারণা করা যাইত, তবে তাঁহার কার্য্যকে অনির্ব্বচনীয় বা অত্যাশ্চর্য্য বলা হইত না।"

এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিয়া কেম্পিস্ এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বিনম্র জীবন যাপন করিলেই মানুষ যথার্থ শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইতে পারে। বস্তুতঃ, জগতের সকল সিদ্ধ সাধকেরই কণ্ঠে ঐ সনাতন সিদ্ধান্তের কথা ধ্বনিত হইয়াছে।

ঈশানুসরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব যে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মহাত্মা টমাস্ এ কেম্পিসের জীবন-কথা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইয়াছে। কেম্পিস্ সমগ্র জীবন ভরিয়া পরমসত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্য যে একনিষ্ঠ সাধনা কবিয়াছেন তাহারই ফলস্বরূপ জগদ্বাসী তাঁহার রচিত অপূর্ব গ্রন্থ 'দি ইমিটেশান অব ক্রাইষ্ট' পাইয়া ধন্য হইয়াছে। 'দি ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' পুস্তকখানা জগতে সকল দেশে ঈশ্বরের মুখের বাণীরূপে মর্য্যাদা লাভ কবিয়াছে।

ঈশানুসরণের টিপ্পনীতে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ্, তন্ত্র, গীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী, অষ্টাবক্রসংহিতা, নারদভক্তিসূত্র প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে। এই জন্য আমি উক্ত গ্রন্থ-সমূহের রচয়িতা, প্রকাশক এবং অনুবাদক— সকলকে আমার অন্তরেব কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। উক্ত টিপ্পনীতে মুসলমানদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'কোরাণ' হইতে উদ্ধৃতি যোগ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল এবং এই জন্য আমি মুসলমান-সম্প্রদায়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াও তাঁহাদের সাহায্য না পাওয়ায় আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে ঈশানুসরণের কোন সংস্করণে উহা যোগ করিবার সুযোগ আসিবে কি-না— ঈশ্বরই জানেন।

'দি ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ কবা উপলক্ষ্যে উক্ত গ্রন্থে নিবদ্ধ উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ বাবংবাব চিন্তা কবিবাব সুযোগ পাইযা আমি নিজে প্রভূত উপকৃত হইযাছি। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস— এই গ্রন্থ অপবাপব পাঠককেও ঈশ্ববতত্ত্ব অনুসন্ধানে, জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দব কবিযা গডিযা তুলিতে অত্যাশ্চর্য্য প্রেবণা দান কবিবে। বস্তুতঃ 'ঈশানুসবণ' বইখানা গীতা, উপনিষদ্, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্রেব মতই নিত্য স্বাধ্যাযেব অঙ্গৰূপে গ্রহণযোগ্য।

# তৃতীয় পর্ব

## অন্তরের শান্তি

---

## প্রথম অধ্যায়

### ঈশ্বর-বিশ্বাস

"আমি আমার অন্তর্যামী ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে চলিব।" —যে-সাধক তাঁহার অন্তরে অন্তরদেবতার এই নির্দেশ বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার মুখনিঃসৃত শান্তির কথা শ্রবণ করেন তিনিই সুখী। যিনি তাঁহার কর্ণে বিশ্বস্রষ্টার দিব্য নির্দেশ শুনিতে পান এবং যিনি ইহজগতের লোকের বহুরকম কথায় মনোযোগ দেন না, তিনিই সুখী। যিনি বাহিরের কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্তরদেবতার পরমসত্য লাভের অপেক্ষায় কান পাতিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ সুখী।

বাহিরের রূপ দর্শন না করিয়া যিনি অন্তররাজ্যের রূপ দর্শন করিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহার দৃষ্টিই সার্থক। অন্তররাজ্যের বিষয় জানিবার জন্য যিনি গভীরে ডুবিয়া যান এবং নিয়মিত সাধনার দ্বারা স্বর্গীয় রহস্য বুঝিবার জন্য-প্রত্যহ নিজেকে প্রস্তুত করেন, তিনিই সুখী।

সংসারের সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া যিনি আনন্দে ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সময় করিয়া লয়েন, তিনিই সুখী।

২। রে আমার মন, এই সকল বিষয় চিন্তা কর। অন্তরে প্রভু, যিনি তোমার ঈশ্বর, তিনি কি বলেন, তাহা যাহাতে শুনিতে পাও, তাহার জন্য তোমার ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগবাসনার দুয়ার বন্ধ কবিয়া দাও। তোমার জীবন-দেবতা বলিয়াছেন,— "আমি তোমার মুক্তি,[১] তোমার শান্তি [২] ও তোমার জীবন। আমার ধ্যান কর,[৩] তাহা হইলেই শান্তি পাইবে।" অনিত্য বিষয়সমূহ বন্ধনরজ্জু ছাড়া আর কিছু কি ? বিশ্বস্রষ্টার প্রীতিই যদি না পাও, তবে এই সকল বিষয়দ্বারা তোমার কী লাভ হইবে ?

অতএব, সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনা ত্যাগ কর। নিজেকে পবমেশ্বরের প্রিয় করিয়া তোল, তাঁহাব উপর নির্ভবশীল হও ; তবেই তুমি প্রকৃত আনন্দ লাভ করিবে।

## টিপ্পনী

১ অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥

—দেবীসূক্তম্—৩

[আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মজ্ঞানবতী। যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও জীবরূপে সর্বভূতে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।]

যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

—দেবীসূক্তম্—৫

[আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি; কাহাকেও ব্রহ্মা করি, কাহাকেও ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।]

২　যা দেবী সব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫।৪৭

[যে দেবী সর্বপ্রাণীতে শান্তিরূপে অবস্থিতা আছেন।]

৩　মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

—গীতা ১৮।৬৫

[আমাতে নিবিষ্টচিত্ত হও, আমার ভক্ত ও আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, এইজন্য আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এইরূপেই তুমি আমাকে লাভ করিবে।]

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সত্যস্বরূপের প্রেরণা

হে প্রভু! উপদেশ দাও; তোমার দাস মনোযোগ দিয়া শুনিবে। আমি তোমার কিঙ্কর, আমাকে তোমার তত্ত্ব ধারণা করিবার শক্তি দাও। তোমার মুখনিঃসৃত-বাণী শুনিবার জন্য আমার অন্তরে প্রেরণা দাও। তোমার কথা যেন শিশিরকণার মত আমার চিত্তে দানা বাঁধে।

অতীতকালে ইহুদীরা মুসাকে[১] বলিয়াছিল— 'তুমি আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা তোমার কথা শুনিব; প্রভু আমাদের সঙ্গে

কথা বলিলে পাছে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই, এজন্য তিনি যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন!"

প্রভু! আমি কিন্তু ঐরূপ চাই না— চাই না। আমি তোমাকে চাই। আমি বরং ধর্ম্মগুরু স্যামুয়েলের[২] মত বিনয়ের সঙ্গে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিব— "প্রভু! তুমি উপদেশ দাও, তোমার দাস মনদিয়া শুনিবে।"

মুসা বা অপর কোন ধর্ম্মগুরু যেন আমাকে উপদেশ না করেন। সকল ধর্ম্মগুরুর শক্তিদাতা ও প্রেরণাদানকারী তুমিই বরং আমাকে উপদেশ দাও। কারণ, তাঁহাদের সহায়তা ছাড়া তুমি একাই আমাকে উত্তমরূপে শিক্ষা প্রদান করিতে সক্ষম ; তাঁহারা কিন্তু তোমার সাহায্য ব্যতীত কিছুই পারিবেন না।

২। তাঁহারা শব্দ উচ্চারণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু উহাতে শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন না। তাঁহারা খুব সুন্দররূপে কথা বলিতে পারিলেও তোমার শক্তি ব্যতীত তাঁহাদের কথা অন্তরকে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে না। তাঁহারা শিক্ষা দেন বর্ণমালা, আর তুমি দান কর বোধশক্তি। যেখানে তাঁহারা গূঢ় বিষয়ের উদ্ভাবক, সেখানে তুমি অজ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশক। তাঁহারা তোমার বাণী প্রচার করেন, আর তুমি সেই বাণী পালন করিবার শক্তি দান করিয়া থাক। তাঁহারা পথচলার নির্দেশ দেন, তুমি দান কর পথচলার শক্তি। তাঁহাদের কৃতিত্ব কেবল বাহ্যিক। তোমার শিক্ষায় কিন্তু অন্তরে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়া ওঠে।

তাঁহারা বাহ্যত জল সেচন করেন বটে, কিন্তু উহা সফল কর তুমি। তাঁহারা উচ্চরবে বক্তৃতা করেন, আর তুমি দান কর সেই বক্তৃতার বিষয় ধারণা করিবার শক্তি।

৩। মুসার শিক্ষা লাভ করিবার ফলে আমি যদি কেবল বাহিরের বিষয়েই সতর্ক থাকি, এবং আমার অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত হইতে না হইতেই আমি যদি মৃত্যুর কবলে পতিত হই, সেই ভয়ে আমি চাই— মুসা যেন আমাকে শিক্ষা না দেন। কিন্তু, হে প্রভু! ঈশ্বর! শাশ্বত সত্যস্বরূপ! একমাত্র তুমিই আমাকে শিক্ষা দান কর।

যে-উপদেশ শুনিয়াছি, কিন্তু পালন করি নাই, যাহা আমি জানিয়াও গ্রহণ করি নাই, এবং যাহা বিশ্বাস করিয়াও তদনুযায়ী জীবন যাপন করি নাই, সেই সকলের জন্যই যেন আমার শাস্তি হয়।

সুতরাং, হে প্রভু! তুমি আমাকে উপদেশ দাও। আমি মনোযোগ দিয়া শুনিব। কারণ, তোমার বাণী অনন্ত শক্তিসম্পন্ন।

আমার যতই দোষ থাকুক না কেন আমার অন্তরে শান্তিদানের নিমিত্ত, এবং আমার সমগ্র জীবনকে সংশোধন করিবার জন্য তোমার অনন্ত মহিমার গুণে আমাকে শিক্ষা দান কর।[৩]

## টিপ্পনী

১। মুসা— ইহুদীজাতির বিধানকর্তা এবং নেতা। পিতার নাম আম্রান, মায়ের নাম জকিবিদ্। দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর— আরন এবং মিরিয়ান্। মিশরের রাজা ফারোসের কন্যা মুসাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারের মত শিক্ষাদীক্ষলাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি মিডিয়ানপ্রদেশে গিয়া ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি ইহুদীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ক্যানান্ (প্যালেস্টাইন) প্রদেশের প্রান্তদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পিস্‌গা পর্বতের নিকট তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরপুরুষগণের

দাবী— পুরাতন নিয়মের (Old Testament) প্রথম পাঁচটি পর্ব এবং উহাতে নিবদ্ধ সমাজবিধান সম্পর্কীয় অধ্যায়টির রচয়িতা তিনি।

২। স্যামুয়েল ইহুদীদের ধর্মগুরু। তাঁহার জন্মস্থানের নাম রামাহ্। মাতা হ্যান্নাহ্ তাঁহাকে ঈশ্বরের সেবার জন্য সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। বালক স্যামুয়েল প্রধান পুরোহিত ও শাসনকর্তা ইলায়ের পরিচারক ছিলেন।

৩। প্রাগ্‌দেহস্থো যদাসং তবচরণযুগং নাশ্রিতো
নার্চিতোঽহং
তেনাহং দুঃখবর্গৈর্জঠরজননজৈর্বাধ্যমানো গরিষ্ঠৈঃ।
স্মৃত্বা জন্মান্তরং মে পুনরিহ ভবিতা ক্বাশ্রয়ো নেতি জানে
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে। ১ ॥

—শঙ্করাচার্যকৃতম্ অপরাধভঞ্জনস্তোত্রম্।

[পূর্বজন্মে আমি যখন শরীর গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন তোমার পদযুগল আশ্রয় করি নাই, বা তাঁহার পূজা করি নাই; সুতরাং (এই জন্মে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে) পূর্বজন্মের স্মৃতিদ্বারা এবং মাতৃগর্ভে প্রবেশ হেতু প্রবল দুঃখসমূহের দ্বারা পীড়িত হইতেছি। এই জন্মে আমার আবার কোথায় আশ্রয় হইবে, তাহা জানি না। হে বিকাশিতদশনে, হে অভীষ্টরূপধারিণি, হে করালিনি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।]

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## ঈশ্বরের বাণী

বৎস! জগতেব সকল দার্শনিক এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের বুদ্ধির অগম্য[১] আমার অমিয়বাণী শ্রবণ কর। আমার বাণীর মধ্যেই শক্তি এবং জীবন। ঐ বাণীর শক্তি মানুষ তাহার বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে পারিবে না। কোন বিষয় বৃথা প্রমাণিত করিবার জন্যই কেবল আমার বাণীব ব্যবহার না করিয়া উহা নীরবে শুনিয়া বিনীতভাবে এবং খুব অনুরাগের সহিত পালন করা উচিত।

আমি বলিলাম— হে প্রভু! এই জগতের দুঃখ-কষ্টে অবিচলিত ও শান্ত থাকিয়া জীবন যাপন করিবার শিক্ষা তুমি যাহাকে দাও, তাহার জীবনই ধন্য।

২। প্রভু বলিলেন— আমি সৃষ্টির আদিকাল হইতেই ধর্মগুরুদিগকে শিক্ষাদান করিয়া আসিয়াছি। উহার বিরাম নাই। এখনও করি অপবকে শিক্ষা দিবার জন্য। কিন্তু, অনেকেই জড় প্রকৃতির; তাহারা আমার বাণীতে কর্ণপাত করে না।

সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের কথা শ্রবণ করা অপেক্ষা বিষয়ের কথাই অধিকতর আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকে। তাহারা ভগবানের মঙ্গল-ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজেদের বিষয়বাসনারই দ্রুত অনুসরণ করে।

এই জগৎটাই হইতেছে অনিত্য তুচ্ছ বিষয়ভোগের আগার। চাওয়ামাত্রই উহা পাওয়া যায়। কিন্তু আমার কাছে মহান্ নিত্যবস্তু মিলিলেও উহা লাভের জন্য মানুষের উদ্যম বা বোধশক্তির অভাব দেখা যায়।

বিষয়লাভের জন্য এবং রাজাকে সেবা করিবার জন্য মানুষ যতটা যত্ন করিয়া থাকে, ততটা যত্ন সর্বতোভাবে আমার সেবার জন্য, এবং আমার অনুগামী হইয়া জীবন-যাপন করিবার জন্য করে— এমন কে আছে? সমুদ্র বলিল— "হে সীডনবন্দরবসিগণ! তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।" কারণ যদি জানিতে চাও, তবে শোন।[২]

সামান্য লাভের জন্য মানুষ দীর্ঘপথ ভ্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু অমরত্বলাভের জন্য অনেকেই মাটি হইতে এক পা-ও তুলিবে কিনা সন্দেহ।

জগতে সামান্যতম পুরস্কারলাভের জন্য প্রচেষ্টা দেখা যায়, একটি মাত্র মুদ্রার জন্য অনেক সময় কত লজ্জাকর কলহ হয়, তুচ্ছ ক্ষুদ্র বিষয়বাসনা পূরণের জন্য মানুষ অহর্নিশি কঠোর পরিশ্রম করিতে ভয় পায় না।

৩। কিন্তু হায়! পরমশান্তি লাভের জন্য, অমূল্য পুরস্কারের জন্য, অক্ষয় গৌরব ও সম্মান লাভের জন্য সামান্য একটু পরিশ্রম করিতেই মানুষ বিরক্তি বোধ করে।

তোমরা যে-অমরত্ব লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছ, তাহারা তাহা না করিয়া যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, সেই দিকেই তাহাদের অধিকতর উদ্যম। সুতরাং, তাহাদের ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া তোমাদের আলস্য এবং অভিযোগ করিবার প্রবৃত্তির জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

নিত্যবস্তুর সাধনায় তোমরা যে সুখ পাও, অনিত্য বিষয়লাভের চেষ্টায় তাহারা তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ পায়।

সত্য-সত্যই তাহারা সময় সময় তাহাদের আশা-ভঙ্গে নিরাশ হইয়া থাকে। আমার কাছে কিন্তু কেহ প্রতারিত হয় না। আমার উপর বিশ্বাসী[৩] কেহ আমার কাছে নিরাশ হয় না।

যে-কেহ শেষ পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আমাকে ভক্তি করিবে, তাহাকেই আমি যাহা দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা দিব; যে কথা দিয়াছি, তাহা রক্ষা করিব।

সাধুলোকদিগকে আমি পুরস্কৃত করি, আমার ভক্তদিগকে আমি রক্ষা করি।[৪]

৪। অন্তরে আমার কথা গাঁথিয়া রাখ, গভীরভাবে সেইসব কথা চিন্তা কর, তাহা হইলে প্রলোভনের সময় উহা তোমার উপকারে আসিবে।

আমার কোন কথা চিন্তা করিয়া এখন বুঝিতে না পারলিও ঈশ্বরানুভূতির পর বুঝিতে পারিবে।

প্রলোভন এবং শাস্তি— এই দুই রূপে আমি আমার ভক্তের কাছে যাই।

এবং প্রত্যহ আমি তাহাদিগকে দুইটি বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকি,— উহার একটির দ্বারা তাহাদের ভুল সংশোধন করি, অপরটির দ্বারা তাহাদের সদ্‌গুণরাশির উৎকর্ষসাধনে উৎসাহ দান করি।

যে-ব্যক্তি আমার উপদেশ শুনিয়াও অবহেলা করে, শেষ বিচারের দিনে সে উহার ফলাফল ভোগ করিবে।

## ৫। ভক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা

হে প্রভু! ভাল বলিতে আমার যাহা কিছু আছে, সে-সবই তুমি। আমি এমন কে-যে, তোমার সঙ্গে কথা বলিবার স্পর্ধা করিতে পারি! আমি তোমার অকিঞ্চন হীনতম সেবক, ঘৃণ্য কীট বিশেষ। আমার অসারতা ও নীচতার কথা আমি যতটা বলিতে বা প্রকাশ করিতে পারি তাহা অপেক্ষা উহা অনেক বেশী।

তথাপি হে প্রভু! তুমি আমাকে মনে রাখিয়াছ। কারণ, আমি অকিঞ্চন, আমি রিক্ত এবং কিছু কবিতে আমি অক্ষম।

তুমিই একমাত্র সৎ[৫], ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র। তুমি সর্বশক্তিমান[৬]। তোমার দ্বারা সবকিছু সুসম্পন্ন হয়; এবং অসম্পূর্ণকে সম্পূর্ণ করিবাব অধিকারী তুমি। কিন্তু যাহারা পাপী, তাহাদিগকে তুমি রিক্ত[৭] অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া থাক।

তুমি কত লোককে কৃপা করিয়াছ; সুতরাং আমার অন্তরকে কৃপায়[৮] পূর্ণ করিয় দাও। তোমাব সৃষ্ট আমার এই জীবন রিক্ত থাকুক এবং ব্যর্থ হউক,— ইহা তো তুমি চাও না।

৬। যদি না তুমি আমাকে তোমার কৃপার বলে বলীয়ান করিয়া তোল, তবে আমি কী কবিয়া এই দুঃখময় জীবনের ভার বহন করিব ?

আমার প্রতি বিমুখ হইও না; শীঘ্র আমাকে দর্শন দাও। আমাব জীবন যাহাতে শুষ্ক নীরস ভূমির মত হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য আমাকে কৃপা কর।

হে নাথ! তোমার ইচ্ছার উপব আত্মসমর্পণ করিয়া যাহাতে সদ্‌ভাবে বিনম্র জীবন যাপন করিতে পারি, আমাকে সেইরূপ শিক্ষা দাও। কারণ, বোধস্বরূপ তুমি যে আমাকে শুধু ভালরূপে জান— তাহা নয়, আমার বিষয় তুমি এই জগৎসৃষ্টির পূর্বে, আবার জগতে আমার জন্মের পূর্বেও জানিতে।

## টিপ্পনী

১। (ক) যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচান॥

— তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/৪/১

[বাক্য ও মন না পাইয়া অর্থাৎ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া যাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন, তিনি কোথা হইতেও ভয় পান না, অর্থাৎ তাঁহার জন্মমরণ ভয় নিবৃত্ত হয়।]

(খ) ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।
ন বিদ্মো না বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥

— কেনোপনিষদ্ ১/৩

[সেখানে চক্ষু যায় না, বাক্য গমন কবে না, মনও গমন করে না। আমবা তাঁহাকে জানি না এবং আচার্যগণ এই ব্রহ্মতত্ত্ব শিষ্যগণকে যেরূপে উপদেশ দেন তাহাও বুঝি না।]

(গ) ন নরেণাববেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো, বহুধা চিন্ত্যমানঃ।

— কঠোপনিষদ ১/২/৮

[(সাধারণজ্ঞানসম্পন্ন) মানুষরূপী আচার্যকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও এই আত্মা সম্যগ্‌রূপে জ্ঞানগোচর হন না।]

(ঘ) "পাণ্ডিত্যদ্বারা তাঁকে পাওয়া যায় না। আর তাঁর বিষয় কে বিচার করে বুঝবে— তাঁর পাদপদ্মে যাতে ভক্তি হয়, তাই সকলের করা উচিত।" ***তোমার ফিলজফিতে (Philosophy) কেবল হিসাবকিতাব করে। কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না।"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪/২/১ (১৩৭০, পৃঃনং ১১-১২)

২। সীডন— ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে টায়ার ও বেইরূট নগরের মাঝামাঝি স্থানে সৈদা নামে যে আধুনিক সমুদ্র বন্দর, তাহারই প্রাচীন নাম সীডন। ফিনিসিয়ানদের একটি প্রসিদ্ধ নগর এই সীডন। প্রাচীনকালে ফিনিসিয়ানগণ এখান থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র উপনিবেশ

স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগর কাচ, সূক্ষ্ম বস্ত্র, বেগুনি রং ও গন্ধদ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ফিনিসিয়ানদের হাত হইতে এই সীডন নগর পরপর আসেরিয়া, ব্যাবিলনিয়ান ও পারসীকদের অধীনে যায়, এবং অবশেষে আলেকজান্দার বিনা বাধায় এই বন্দরটি অধিকার করেন। সিরিয়া, মিশর ও রোমবাসিগণ পরে উহা ভোগ দখল করেন। য়ুরোপে ধর্মযুদ্ধের কালে কখনও সারাসিন, কখনও ইংরাজদের অধীনে এই নগরের বিচিত্র ইতিহাস রচিত হইয়াছে।

অতি প্রাচীনকালের সমৃদ্ধশালী এই নগরের গৌরব ধুলায় লুণ্ঠিত কে করিয়াছে? মর্ত্যমানবের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিজয়ীদের মনে প্রেরণা দান করিয়াছেন। ইহলোকের সকল সুখ, সকল সমৃদ্ধি, সকল গৌরব অনিত্য— উহা বুঝাইবার জন্যই ঈশ্বরের এই লীলা— ইহাই তাৎপর্য্য।

৩। (ক) "বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। * * *কথায় বলে হনুমানের 'রাম' নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল!"

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা'হলে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/১/৫

(খ) 'শ্রদ্ধা'শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
'উত্তম অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার॥

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে 'কনিষ্ঠ জন।'
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

— শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২/৩৭-৪১

(গ) শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

— গীতা ৪/৩৯

[গুরুর উপদেশে শ্রদ্ধাবান্ ও বিশ্বাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং তাহারদ্বারা শীঘ্রই মুক্তিরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন।]

(ঘ) শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥

— বিবেকচূড়ামণি :-২৫

[শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অবিচলিত প্রত্যয়ের নাম শ্রদ্ধা; এই শ্রদ্ধাদ্বারাই বস্তু (নিত্যবস্তু ব্রহ্ম) উপলব্ধি হইয়া থাকে।]

৪। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

— গীতা ৪/৮

[সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।]

৫। ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ।

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৬

[হে মাতঃ, আপনি একাকিনীই এই জগতের অন্তরে-বাহিরে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।]

৬। সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৭

[যেহেতু আপনি সর্ব্বভূতস্বরূপা, এবং স্বর্গ ও মুক্তি প্রদায়িনী।]

৭। যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪/৫

[যিনি স্বয়ং পুণ্যবান্‌দিগের গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপা, আবার পাপিগণের গৃহে অলক্ষ্মীরূপা, যিনি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে সদ্‌বুদ্ধিরূপা।]

৮। (ক) দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি॥

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪/১৪

[দেবি! আপনি প্রসন্না হউন। আপনি পরমকৃপাময়ী, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আপনি ক্রোধান্বিতা হইয়া সদ্য অসুরকুল বিনাশ করিলেন।]

(খ) ত্বমেকো জগদ্‌ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ
প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥

— শঙ্করাচার্য্যকৃতং বেদসারশিবস্তোত্রম্‌-৪

[একমাত্র তুমিই জগদ্‌ব্যাপী এবং বিশ্বরূপ। হে পূর্ণস্বরূপ! হে প্রভু! তুমি প্রসন্ন হও।]

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## সত্য ও বিনয়

বৎস! আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া সর্ব্বদা সরলমনে আমার উপাসনা কর।[১] আমর উপর যাহার বিশ্বস আছে, সে সকল অনর্থের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।[২] যাহারা অন্যায় কর্মে প্ররোচনা দেয়, এবং যাহারা নিন্দা করে, তাহাদের সকলের কবল হইতে সত্যস্বরূপ ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন।

ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিলেই তুমি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত[৩] হইবে, এবং মানুষের বৃথা কথাকে উপেক্ষা[৪] করিতে পারিবে।

হে প্রভু! ইহা সত্য। তুমি যেমন বলিতেছ, আমি সেইরূপই প্রার্থনা করি। ঐরূপ অবস্থাই আমার হউক। আমার জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্যন্ত যেন সত্যস্বরূপ তোমার কাছে আমি শিক্ষালাভ করি, এবং তুমি যেন শেষপর্যন্ত আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া নিরাপদে রাখিও। তোমার এই শিক্ষা যেন আমাকে সকল প্রকার অন্যায় আসক্তি ও অতিরিক্ত কামনার হস্ত হইতে রক্ষা করে; তাহা হইলেই আমি মুক্ত অন্তঃকরণে তোমার ধ্যান করিতে পারিব।

২। প্রভু বলিলেন— আমার চক্ষে যাহা সত্য ও আনন্দজনক, আমি তোমাকে তাহার সবই শিক্ষা দিব। খুব বিতৃষ্ণা ও দুঃখের সঙ্গে তোমার পাপের কথা চিন্তা কর। কোন প্রকার ভালকাজের জন্যও নিজেকে কখনও কিছু মনে করিও না।[৫]

সত্য কথা বলিতে কি, তুমি একজন পাপী। বহু রকম কামনার দাস তুমি, এবং সেই কামনাতেই আবদ্ধ হইয়া আছ। তোমার নিজের কিছুই নাই। হতাশা, পরাভব, বিশৃঙ্খলা, মুষড়িয়া পড়া প্রভৃতির ভাব তোমার জীবনে তাড়াতাড়ি আসিয়া থাকে। গৌরব করিবার

মত তোমার তো কিছুই নাই, বরং নিজেকে তুচ্ছ মনে করিবার মত অনেক কিছু আছে। কারণ, তোমার নিজের সম্বন্ধে তুমি যেরূপ ধারণা পোষণ কর, তাহা অপেক্ষাও তুমি অধিক দুর্বল।

৩। সুতরাং, তুমি যাহাই কর না কেন, উহা যেন তোমার কাছে খুব বড় বলিয়া মনে না হয়। নিত্যবস্তু ছাড়া অন্য কিছুই যেন তোমার কাছে মহান্, মূল্যবান, আশ্চর্যজনক, বরণীয়, অত্যুচ্চ, প্রশংসনীয় বা আকাঙ্ক্ষার বস্তু না হয়। একমাত্র শাশ্বতবস্তুই যেন তোমার কাছে আনন্দদায়ক হয়। তোমার নিজের অযোগ্যতাই তোমার কাছে সর্বদা অপ্রীতিকর হউক। পাপ এবং অন্যায় কর্মকে যেমন ভয় করিবে, তেমন ভয় অন্য কিছুকে করিবে না। নিজের কৃত অন্যায়ের জন্য নিজেকে দোষী মনে করা ছাড়া অপরের উপর দোষারোপ করিও না, এবং একমাত্র উহাদের সংস্রব হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছু হইতে পলায়নের চেষ্টা করিও না। ঐহিক যে-কোন বিষয়ের ক্ষতি অপেক্ষা পাপ এবং অন্যায় কর্মই যেন তোমার কাছে অধিকতর অপ্রীতিকর হয়। অনেককেই দেখি— সরলভাবে জীবনযাপন না করিয়া, এবং আত্মচিন্তা ও মুক্তি উপেক্ষাপূর্বক কৌতূহল ও অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া আমার গুঢ়তত্ত্ব জানিবার জন্য— ঈশ্বরের মহান্ বিষয়সমূহ বুঝিবার জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে।[৬] আমি বাধাপ্রদান করিলে পর ইহারা প্রায়ই অহঙ্কার ও কৌতূহলের ফলে বড় বড় প্রলোভন ও পাপকর্মে লিপ্ত হইয়া যায়।

৪। সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বিচার এবং তাঁহার রুদ্রতাকে ভয় করিবে। কোনক্রমেই তাঁহার কার্যের বিষয় আলোচনা না করিয়া নিজের দুর্বলতার বিষয়সমূহ— কত বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে তাঁহার অপ্রীতিকর কাজ করিয়াছ, তোমার কত কর্তব্যকে তুমি অবহেলা করিয়াছ— সেই সব বিষয় যত্নপূর্বক অনুসন্ধান কর।[৭]

কেহ কেহ শাস্ত্রগ্রন্থপূজায়, কেহ বা পটপূজায়, আবার কেহ কেহ বাহ্যিক চিহ্ন ও মূর্তিপূজায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।[৮] অনেকে অনেক সময় মুখে আমার নাম জপ করে, কিন্তু অন্তরে তাহাদের কিছুই নাই বলিলে চলে। আবার এমন অনেক আছেন— যাঁহাদের ধীশক্তির বিকাশ হইয়াছে এবং চিত্ত আসক্তিশূন্য হইয়াছে। এই সব লোক সর্বদা নিত্যবস্তুকেই কামনা করেন, ঐহিক বিষয় কিছু জানিতে চান না। জীবনধারণের জন্য যাহা প্রয়োজনীয় তাহাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে করিয়া থাকেন। ইঁহারা অন্তর্যামীর সব নির্দেশ বুঝিতে পারেন। কারণ, তিনি তাঁহাদিগকে অনিত্য বিষয়সমূহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বর্গীয় বিষয়কে ভালবাসিতে এবং অহর্নিশি কেবল নিত্যবস্তুকেই কামনা করিতে শিক্ষা দান করেন।

## টিপ্পনী

১ (ক) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

— গীতা ১৮/৬৬

[তুমি সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।]

(খ) "বিশ্বাস করো— নির্ভর কর— তাহলে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন!"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩/১২/২ (১৩৭০) পৃঃ নং ১২৪।

২ (ক) "ঠাকুর আমাকে এইটি বলেছিলেন— 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না।"

— শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড (১৩৭২), পৃঃ নং ৮৩

(খ) যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসংগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

— গীতা ১২/৬-৭

[যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে আমি অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।]

৩ (ক) যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি।
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

— দেবীসূক্তম্-৫

[ব্রহ্মস্বরূপিণী আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। কাহাকে ব্রহ্মা করি, কাহাকে ঋষি করি, কাহাকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।]

(খ) সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥

— গীতা ১৮/৫৬

[সর্বদা সর্বপ্রকার কর্মসমূহ করিয়াও আমার শরণাগত মানব আমার প্রসাদে শাশ্বত ও অব্যয় পদ লাভ করেন।]

(গ) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া না বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

— কঠোপনিষদ্ ১/২/২৩

[এই আত্মাকে বহু বেদপাঠ বা ধারণাশক্তিসহায়ে, কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও জানা যায় না। যাঁহাকে ইঁনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারই নিকট ইঁনি (আত্মা) স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।]

৪ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

—গীতা ১৮/৫৪

[ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি অতীত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা ও অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং সর্বজীবে সমদর্শী হইয়া মদ্‌বিষয়ক পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।]

৫ "আমি সকলের রেণুর রেণু।"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫ম ভাগ, পরিশিষ্ট খ, ১ম পরিচ্ছেদ।

৬ "তাঁকে কে জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। আমি কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁর ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন! আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। বিড়াল-ছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে— কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য্য, সে জানে না! জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি?"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২/৯/২ (১১শ সং-এর ৬ষ্ঠ মুদ্রণ)
পৃঃ নং ৭৬

৭ "আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই। তুমি বোঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বোঝাবেন। যিনি এই জগৎ ক'রেছেন, চন্দ্র, সূর্য্য, মানুষ, জীবজন্তু ক'রেছেন; জীবজন্তুদের খাবার উপায়,

পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ্ করেছেন, তিনিই্ বুঝাবেন।

***তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হ্য়, ভক্তি হ্য়, তার চেষ্টা কর।"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/১/৪

৮ (ক) যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।।

—গীতা ৭/২১

[যে যে ভক্ত যে যে দেবমূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা কবেন, সেই সেই দেবমূর্তিতে আমি সেই সেই ভক্তকে অচলা ভক্তি প্রদান করি।]

—(খ) "নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন ক'রেছেন। যাঁরা জগৎ তিনিই এসব ক'রেছেন— অধিকারীভেদে। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

"এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন ক'রেছেন— যার যা পেটে সয়! কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল, মাছের চড়্চড়ি, মাছভাজা, এই্ সব ক'রেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়— বুঝলে ?"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/১/৪

# পঞ্চম অধ্যায়

## ঈশ্বর-প্রেম

আমার প্রভু যীশু, সেই যীশুরও প্রভু তুমি হে স্বর্গীয় পরমপিতা, তোমাকে ধন্যবাদ। কারণ, তুমি আমার মত অকিঞ্চনকে কৃপা করিয়া মনে রাখিয়াছ। করুণা ও সকল সুখের অধীশ্বর হে পরমেশ্বর! তোমাকে ধন্যবাদ। কারণ, আমি কোন প্রকার শান্তিলাভের অযোগ্য হইলেও তুমি মাঝে মাঝে আমাকে শান্তি প্রদান করিয়া থাক। আমি চিরকাল—চিরকাল তোমাকে, তোমার পুত্র যীশুকে ও শান্তিদাতা পবিত্র আত্মাকে— ধন্যবাদ প্রদান করিব, তোমাদের যশোগান করিব। অহো, হে পরম প্রেমময় প্রভু! হৃদয়কন্দরে তোমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরটি আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। তুমি আমার স্বর্গ, তুমি আমার অন্তরের পরমানন্দ। দুঃখের দিনে আমার আশা ও আশ্রয়ের স্থানও[১] তুমি।

২। কিন্তু, যেহেতু এখনও তোমার প্রতি আমার ভালবাসা গভীর হয় নাই এবং আমি আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতালাভ করিতে পারি নাই, সেইহেতু তোমার কাছে আমি শক্তি ও সান্ত্বনা প্রার্থনা করি। সুতরাং, মাঝে মাঝে তুমি আমাকে দর্শন দিয়া তোমার দিব্যনির্দেশ প্রদান করিও। আমি যাহাতে একান্ত শুদ্ধচিত্তে তোমাকে ভালবাসিবার যোগ্য হইতে পারি, সাহসের সঙ্গে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারি এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত সাধনায় অগ্রসর হইতে পারি, তাহার জন্য তুমি আমার অন্তরের সকল কুপ্রবৃত্তি ও অপরিমিত আসক্তি নষ্ট করিয়া দাও।

৩। প্রেম মহান্ বস্তু।[২] শুধু তাহাই নয়— উহা মহান্ এবং মঙ্গলময়। এই প্রেম যে কোন রকম দুঃখের ভারকে লাঘব করে,

এবং কঠিনকে সরল করে। কারণ, উহার শক্তিতে ভারকে ভার বলিয়া বোধ হয় না, প্রেম তিক্তকে মধুর ও প্রীতিকর করিয়া তোলে।[৩]

প্রভু যীশুর মহান্ প্রেম মানুষকে মহৎকর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দেয়, এবং স্বর্গীয় বস্তু লাভ করিবার জন্য সর্বদা উদ্বুদ্ধ করে।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির প্রেরণায় মানুষ উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে; কোন প্রকার নীচ ও হীন বিষয়ই তাহাকে পশ্চাতে টানিয়া রাখিতে পারে না। আত্মবিশ্লেষণ যাহাতে বাধা না পায়, অনিত্য বিষয়-সম্পদে যাহাতে আসক্ত হইয়া না পড়েন, অথবা কোনরূপ বিপদের দ্বারা যাহাতে অভিভূত হইয়া না পড়েন, তাহার জন্য ঈশ্বরপ্রেমিক সকল সাংসারিক বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া দূরে থাকিতে ভালবাসেন।[৪] ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারা অপেক্ষা মধুরতর আর কিছুই নাই। স্বর্গে মর্তে আর কিছুই উহার ন্যায় শক্তিপ্রদ, মহান্, উদার, সুখকর, পূর্ণ বা উৎকৃষ্ট নাই। কারণ, প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরেই প্রেমের স্থিতি।[৫]

৪। ঈশ্বরকে যিনি ভালবাসেন, তিনি সংসার হইতে দূরে পলাইয়া গিয়া ঈশ্বরচিন্তায় আনন্দ অনুভব করেন। তিনি মুক্ত— কিছুতেই তিনি সংসারে আবদ্ধ থাকিতে পারেন না।[৬] ঈশ্বরপ্রেমিক সকলের জন্য তাঁহার সর্বস্ব দান করিয়া দেন, এবং সকলের মধ্যেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে লাভ করেন। কারণ, যিনি পূর্ণস্বরূপ, যিনি সকল সদ্বস্তুরই আকর, এবং যিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর, সেই ঈশ্বরের উপরই তিনি একমাত্র নির্ভর করেন।[৭] ঈশ্বরের নিকট হইতে কোন কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তিনি দাতা ঈশ্বরের নিকট নিজেকেই সমর্পণ করিয়া দেন।[৮]

প্রেমের কোন হিসাব-নিকাশ হয় না। উহা সকল রকম হিসাবের ঊর্দ্ধে। ঈশ্বরপ্রেমিকের কাছে কিছুই ভারবোধ হয় না। তাঁহার কাছে কিছুই কষ্টকর নয়। তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত করিতে চেষ্টা করেন।

তাঁহার কাছে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। কারণ, তিনি জানেন— সবই সত্য এবং সবই সম্ভব। সুতরাং, ভালবাসার বলে মানুষ সব কিছু করিতে পারে; উহার দ্বারা মানুষ সকল কর্মই সুসম্পন্ন করিবার শক্তি লাভ করে এবং উহাদের সুসমাপ্তির জন্য নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু যে ভালবাসিতে জানে না তাহার জীবনে হতাশা আসিয়া তাহাকে অবসন্ন করিয়া তোলে।

৫। ঈশ্বরকে যিনি ভালবাসেন, তিনি সর্বদা সতর্ক। নিদ্রা ও আলস্য তাঁহাকে অবশ করিতে পারে না। ঐরূপ ব্যক্তি পরিশ্রান্ত হইলেও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না; কর্মের আতিশয্যেও ক্লিষ্ট হন না। ভয়ের কারণও তাঁহাকে হতবুদ্ধি করিতে পারে না। উপরন্তু, তিনি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা ও মশালের ন্যায় উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইয়া নিরাপদে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করেন।

যিনি ভালবাসিতে জানেন, তিনিই একমাত্র 'ভালবাসা' কথার অর্থ বোঝেন। কারণ, প্রেমিক ব্যক্তি যখন 'হে ঈশ্বর! প্রেমস্বরূপ! তুমিই আমার সব, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই'— এই বলিয়া প্রার্থনা করেন, তখনই ঈশ্বর সেই ভক্তের গভীর অনুরাগ-প্রসূত প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

৬। ভালবাসা যে কত মধুর তাহা অন্তরে আস্বাদন করিয়া আমি যাহাতে তোমার ভালবাসায় স্নাত হইতে পারি, তাহার জন্য তুমি আমাকে অধিকারী করিয়া তোল। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি যেন গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় তোমার প্রতি প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি। আমাকে প্রেমেরই গান গাহিতে দাও; হে আমার প্রিয়তম, তোমারই অনুসরণ করিতে আমাকে শিখাও; প্রেমের আনন্দে আমি যেন তোমার গুণকীর্তন করিতে করিতে আমার ক্ষুদ্র অহং-সত্তা ভুলিয়া যাইতে পারি। আমি যেন আমার ক্ষুদ্র অহং অপেক্ষা

তোমাকেই অধিক ভালবাসি, বা তোমার জন্য ছাড়া নিজেকে যেন না ভালবাসি, এবং যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদিগকে যেন তোমার জন্যই ভালবাসিতে পারি। কারণ, তুমিই ভালবাসার উৎস, এবং ভালবাসারই জয় হয়।

৭। ভালবাসা মানুষকে কর্মঠ, নিষ্ঠাবান, স্নেহময়, প্রেমময় ও অমায়িক করে। ইহা ছাড়া, ভালবাসাব শক্তিতে মানুষ সাহসী, ধৈর্যশীল, সদসদ্ বিচারবান্, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়। স্বার্থসিদ্ধিব জন্য কোন চেষ্টাই তাহাব থাকে না।[৯] কারণ, যখনই কোন ব্যাপাবে মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থ কামনা করে, তখনই সে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া পড়ে।

প্রেমে মানুষ সতর্ক হন, বিনয়ী হন, এবং ন্যায়পরায়ণ হন। তাঁহাতে কখনও কোমলতা বা লঘুতা স্থান পায় না। ইহা ছাড়া, অনিত্য বিষয়েও তিনি মনোযোগ দেন না। প্রেম মানুষকে ধীর, অবিচল, শান্ত ও ইন্দ্রিয়সংযমী করে।[১০] ঈশ্বরকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহারা গুরুজনদের অধীনে অনুগত জীবনযাপন করেন ; নিজেদের প্রতি দীন ও তুচ্ছভাব পোষণ করেন এবং ঈশ্বরের কাছ হইতে কোনরূপ সুখ না পাইলেও তাঁহারা সর্বদাই তাঁহার উপর নির্ভরশীল হইয়া ভক্তিমান্ ও কৃতজ্ঞ[১১] থাকেন। কারণ, দুঃখ ব্যতীত কেহই প্রেমের আস্বাদ পায় না।

৮। যে ব্যক্তি সব কিছু সহ্য করিতে এবং তাহার প্রিয়তম ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাপন করিতে প্রস্তুত নয়, সে ভক্ত বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নয়। যিনি ঈশ্বরভক্ত, তাহার পক্ষে তাহার প্রিয়তমের প্রীতির জন্য কঠিন এবং অপ্রীতিকর সব কিছুই সাগ্রহে বরণ করা উচিত এবং কোন বিরুদ্ধ অবস্থাতেই ঈশ্বর হইতে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।[১২]

## টিপ্পনী

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥

—শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪।১৭

[দেবি, দুঃসময়ে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি সকলের ভয় নাশ করিয়া থাক। সুসময়ে বিবেকিগণ তোমাকে চিন্তা করিলে তুমি তাঁহাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান কর। হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, হে ভয়নাশিনি, সকলের কল্যাণবিধানার্থ সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্তা তুমি ভিন্ন আর কে আছে?]

২　ওঁ অমৃতস্বরূপা চ।

—নারদভক্তিসূত্রম্ ১।৩

[এবং ভক্তি অমৃতস্বরূপা।]

শ্রীভগবানের প্রতি এই ভক্তি কেবল পরমা নিরতিশয় প্রেমরূপা নহে, উহা অমৃতস্বরূপাও বটে।

৩　(ক)　ওঁ যল্লবধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো
ভবতি তৃপ্তো ভবতি॥

—নারদভক্তিসূত্রম্ ১।৪

[যে-ভক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণভয় অতিক্রম করে এবং পরমতৃপ্তি লাভ করে।]

(খ)　ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌ ১১।১৪।১৪

[আমার যে-ভক্ত আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে, সে আমাকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, অষ্টযোগসিদ্ধি বা মোক্ষ কিছুরই কামনা করে না।]

৪ "জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সংসাররূপ জলে মনরূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মনরূপ দুধকে দই পেতে নির্জ্জনে মন্থন ক'রে—মাখন তুলে—সংসাররূপ জলে রাখতে হয়।

* * * সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জ্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বত্থগাছ যখন চারা থাকে, তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হ'লে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গুঁড়ি মোটা হ'লে বেড়া খুলে দেওয়া যায়। এমনকি হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু হয় না।

তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১ (৯ম সং-এর) পৃঃ নং ৬০

৫ (ক) সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্‌ ৪।১

[এই পরাভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ।]

(খ) নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥

—গীতা ১১।৫৩-৫৪

[তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞের দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়। হে অর্জুন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই আমাকে জানিতে, আমার স্বরূপ প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হন।]

(গ)　যৎ কর্ম্মভির্যৎতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২০।৩২-৩৩

[কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগাভ্যাস, দান এবং অন্যবিধ শ্রেয়ঃ সাধনসমূহের দ্বারা যে কিছু ফল পাওয়া যায়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগের সহায়ে সে-সকল অনায়াসে লাভ করেন। যদি চান তো স্বর্গ, মুক্তি বা আমার ধামও প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভক্ত এই সকলের অভিলাষী নন।]

৬　"যারা 'সংসারে ধর্ম' 'সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছুটাছুটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৪।৬

৭　(ক) "ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা হ'লে তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ'লে তবেই চারিদিকে হলদে দেখা যায়।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।২।২

(খ) সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥

—গীতা ৬।২৯

[এই প্রকার যোগাবস্থাতে আরূঢ় পুরুষ সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী হইয়া শুদ্ধ পরমাত্মাকে সর্বভূতে এবং ভূতসকলকে স্বীয় আত্মাতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন।]

৮। (খ) সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্ ২।১

[ত্যাগরূপা বলিয়া সেই ভক্তি কোন বাসনা পূরণের উপযোগী নহে।]

ভক্তিতে কোন বাসনা পূরণের সম্ভাবনা নাই; কেন না, ভক্তির উদয়ে সকল বাসনা আপনি দূরে চলিয়া যায়।

৯ অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকন্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥

—গীতা ১২।১৩-১৫

[যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবাপন্ন, কৃপাযুক্ত, মমতাহীন, অহংকারশূন্য, সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতচিত্ত এবং স্থিরনিশ্চয় যে আমাকে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে এবং আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়।

যাহার নিকট হইতে লোকে উদ্বেগ পায় না এবং যে অন্যের নিকট হইতেও উদ্বেগ পায় না, যে আনন্দ, ঈর্ষ্যা, ভয় ও উদ্বেগ-শূন্য— সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়।]

১০　“তাঁকে লাভ কবলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা'হলে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য, আর মন দৌড়ায় না।

“বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা'হলে আব অন্ধকারে যায় না।　*　*　*

“তাঁকে চিন্তা যত ক'রবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি ক'মবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়-বাসনা কম প'ড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজব ক'মবে ; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে, নিজের স্ত্রীকে ধর্ম্মের সহায় বন্ধু বোধ হবে, পশুভাব চ'লে যাবে, দেবভাব আসবে, সংসারে একেবারে অনাসক্ত হ'য়ে যাবে। তখন সংসারে যদিও থাকো জীবন্মুক্ত হ'য়ে বেড়াবে।”

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১৩।৬

১১　তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥
ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥

—শিক্ষাষ্টকম্ ৩-৫

[তৃণ হইতেও অবনত এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা শ্রীহরির মহিমা কীর্ত্তন করা উচিত।

হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা সর্ব্বজ্ঞত্ব কামনা করি না। হে ভগবন্! তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।

হে নন্দসুত! দুষ্পার ভবসিন্ধুতে পতিত দাস আমাকে কৃপাপূর্বক তোমার চরণকমলের ধূলিব সমান মনে কর।]

১২ আত্মেন্দ্রিয়- প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য হয় প্রেম ত প্রবল॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১।৪।১৪১-১৪২

[নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যে-ইচ্ছা, তাহার নাম কাম, এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির যে-ইচ্ছা, তাহার নাম প্রেম। কামের উদ্দেশ্য কেবল নিজের সুখ-সম্ভোগ, আর প্রেমের প্রবল চেষ্টা কৃষ্ণসুখ সাধন।]

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## যথার্থ ভক্ত

বৎস, তুমি এখনও যথার্থ বীর এবং বিবেচক ভক্ত হইতে পার নাই।

কেন, প্রভু?

কারণ, সামান্য বাধা আসিলেই তুমি উদ্দেশ্য ত্যাগ কর এবং খুব ব্যাকুলভাবে সুখের সন্ধান কবিতে থাক। যে-ভক্ত বীর, সে প্রলোভনের মধ্যেও অবিচলিত[১] থাকে এবং রিপুর ছলনায় ভোলে না। সুসময়ে সে আমাকে যেমন ভালবাসে, অসময় আসিলেও তেমনি সে আমাকে ভালবাসে[২]।

২। যিনি যথার্থ ভক্ত[৩] তিনি ভক্তির পাত্রের ভালবাসাকে যতটা মর্যাদা দান করেন, ততটা তাঁহার প্রদত্ত উপহারকে দান করেন না। তিনি উপহার অপেক্ষা তাঁহার শুভ ইচ্ছাকেই বেশী মূল্য দিয়া থাকেন। উন্নতমনা ভক্ত বর লাভের কামনা না করিয়া একান্তভাবে আমার উপরই নির্ভর করিয়া থাকেন।[৪]

আমার বা আমার ভক্তদের প্রতি তোমার যেরূপ অনুরাগ থাকা উচিত, কখনও কখনও উহার ব্যতিক্রম হইলেই সব কিছু নষ্ট হইয়া যায় না। তুমি যে মাঝে মাঝে বেশ অনুরাগ অনুভব কর তাহা সদ্য কৃপার ফল এবং উহা তোমার দিব্যভাবে স্থিতিলাভের প্রথম সোপানবিশেষ। সুতরাং, উহার উপর তোমার অত্যধিক মূল্য দেওয়া উচিত নয়। কারণ, উহা আসে আবার চলিয়া যায়। ধর্মজীবনের বিশেষ লক্ষণ— মনের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে চেষ্টা করা এবং তাচ্ছিল্যভরে দানবের ইঙ্গিতকে প্রত্যাখ্যান করা। এইরূপ সংগ্রামের ফল উত্তম।

৩। সুতরাং, কখনও তোমার মনে অদ্ভুত কোনও খেয়াল উঠিলে উহাতে বিব্রত বোধ করিও না যেন। ঈশ্বরলাভর জন্য অকপট ইচ্ছা পোষণ করিয়া সাহসের সহিত উদ্দেশ্যকে ধরিয়া থাক। কখনও কখনও যে তুমি অকস্মাৎ উচ্চভাবে গদগদ হইয়া যাও এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্তরের স্বাভাবিক তমোতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়— তাহাব কোনটিই মিথ্যা নয়। মনের এই সকল ভাবকে প্রশ্রয় না দিয়া বরং অনিচ্ছার সঙ্গে সহ্য করিবে এবং যতদিন উহারা তোমার কাছে অপ্রীতিকর থাকে এবং তুমিও উহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পার, ততদিন তোমার পক্ষে কল্যাণজনকই, —ক্ষতিকর নয়।

৪। ইহা মনে রাখিবে যে, আদিম কুসংস্কার তোমার শুভ সংকল্প, ঈশ্বরলাভের সাধনা, ঈশ্বরভক্তগণকে ভক্তি প্রদর্শন, আমার তপস্যার কথা ভক্তিপূর্বক স্মরণ-মনন, অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমার দুষ্কর্মের কথা স্মরণ, আত্ম-বিশ্লেষণ প্রভৃতি এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করিবাব দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তোমাকে সর্ব প্রকারে বিবত করিতে চেষ্টা কবিবে। তোমাকে প্রার্থনা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে তোমার বিরক্তি এবং ভয় উৎপাদনের জন্য সেই আদিম কুসংস্কার তোমার মনে অনেক রকম কুপ্রস্তাব উত্থাপন করিয়া থাকে। দীনতার সঙ্গে নিজকৃত অন্যায় স্বীকার করাটা তাহার নিকট অপ্রীতিকর। সুতরাং, সেইজন্য যদি সম্ভব হয়, তবে সে তোমাকে শুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে বাধা দিবে। তোমাকে আবদ্ধ করিবার জন্য মাঝে মাঝে সে প্রতারণারূপ জাল পাতিলেও উহা বিশ্বাস বা গ্রাহ্য করিও না। বরং, যখন সে অপবিত্র কুপ্রস্তাব উত্থাপন করিবে, তখন এই বলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে,— 'অশুদ্ধভাব দূর হ! রে হতভাগা, লজ্জিত হ! অত্যন্ত জঘন্য তুই আমার কানের কাছে এই সব প্রস্তাব করছিস্! দুষ্ট কুপরামর্শদাতা, তুই আমার কাছ হইতে দূর হইয়া যা! আমার কাছে তোর কোন স্থান নাই। একমাত্র প্রভু যীশুই বীর যোদ্ধার মত আমার পার্শ্বে দাঁড়াইবেন;

তুই তখন হতভম্ব হইয়া যাইবি! আমি বরং মৃত্যুকে বরণ করিয়া যে কোন যন্ত্রণা সহ্য করিব; কিন্তু তথাপি তোর কথায় কর্ণপাত করিব না! চুপ কর, আমাকে যদি তুই অনেক যন্ত্রণাও দিস্ তথাপি তোর কথা শুনিব না। প্রভু আমার আঁধারে আলো ও উদ্ধারকর্তা; আমি কাহাকে আবার ভয় করিব? যদি সমগ্র রিপুদলও একসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তথাপি আমি ভীত হইব না। প্রভু আমার সহায় ও উদ্ধারকর্তা।"

৫। খাঁটি সৈন্যেব মত যুদ্ধ কর। যদি কখনও দুর্বলতাব দরুণ পড়িয়া যাও, তবে আমার কৃপার উপর খুব আস্থা বাখিয়া আবার পূর্বাপেক্ষা অধিক সাহসের সহিত অগ্রসর হও, দেহসুখ-লিপ্সা ও অহঙ্কার যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, সেইদিকে বিশেষ নজর রাখিবে। কারণ, উহাদিগকে প্রশ্রয় দিবার ফলেই অনেকের জীবনে ভ্রান্তি আসিয়া তাহাদিগকে প্রায়ই এমন বিপদে ফেলে যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়ার আর তাহাদের উপায় থাকে না। মূর্খের মত নিজেদের ক্ষুদ্র অহং-এব উপব নির্ভর কবিবার ফলে অহঙ্কারীদের অধঃপতনের দৃষ্টান্ত যেন তোমাকে সতর্ক এবং চিরকালের মত বিনীত করিয়া তোলে।

## টিপ্পনী

১ বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥

— হিতোপদেশঃ (মিত্রলাভঃ ৬৭)

[বিপৎকালে ধৈর্য-অবলম্বন, সম্পৎসময়ে ক্ষমাপ্রদর্শন, সভাস্থলে বাক্‌পটুতা, রণস্থলে বিক্রমপ্রকাশ, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা, শাস্ত্রালোচনায় অনুরাগ— এইগুলি মহাত্মাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।]

২ সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশচয়ঃ।
মষ্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

—গীতা ১২/১৪

[সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ববিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমাব প্রিয়।]

৩ (ক) ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

— শ্রীমদ্‌ভাগমতম্ ১১/২০/৩৪

[যে সকল সাধু ও ধীর ব্যক্তিগণ আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি আমি যদি তাঁহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাই, তাহাও তাঁহাবা চান না।]

(খ) যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি,
ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥

— নাবদভক্তিসূত্রম্ ১/৫

[যে-ভক্তি লাভ করিয়া ভক্ত আব কিছু আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিছুর জন্য শোক করেন ন, কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কোন কিছু পাইয়া আহ্লাদিত হন না বা কোন বস্তু পাইবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন না।]

(গ) "ভক্ত ঈশ্বরের সাকাররূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রতে চায়; —ব্রহ্মজ্ঞান চায় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/১১/৪

(ঘ) ধন পাইলে যৈছে সুখভোগফল পায়।
সুখভোগ হইতে দুঃখ আপনি পলায়॥

তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেমে উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥
'দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়' প্রেমের ফল নয়।
'ভোগ প্রেমসুখ' মুখ্য প্রয়োজন হয়॥

— শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২/২০/১২৩-২৫

৪ (ক)　প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭/৯/৫২

প্রহ্লাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে বর দিতে চাহিয়া বলিলেন—

হে ভদ্র প্রহ্লাদ, তোমার মঙ্গল হউক। হে অসুরোত্তম, আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি, তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর, আমি মনুষ্যদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি।

শ্রীভগবানের এই কথার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
ভৃত্যলক্ষণজিজ্ঞাসুর্ভক্তং কামেষ্বচোদয়ৎ।
ভবান্ সংসারবীজেষু হৃদয়গ্রন্থিষু প্রভো॥
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটেত করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
আশাসানো ন বৈ ভৃত্যঃ স্বামিন্যাশিষ আত্মনঃ।
ন স্বামী ভৃত্যতঃ স্বাম্যমিচ্ছন্ যো রাতি চাশিষঃ॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বং চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥

যদি রাসীশ মে কামান্ বরাং স্তং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্ত বৃণে বরম্॥
ইন্দ্রিয়ানি মনঃ প্রাণ আত্মা ধর্ম্মো ধৃতির্মতিঃ।
হ্রীঃ শ্রীস্তেজঃ স্মৃতিঃ সত্যং যস্য নশ্যন্তি জন্মনা॥
বিমুঞ্চতি যদা কামান্ মানবো মনসি স্থিতান্।
তর্হ্যেব পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবত্তায় কল্পতে॥

— শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭/১০/২-৯

আমি স্বভাবতই কামেতে আসক্ত, আমাকে আর বর দিয়া প্রলোভিত করিও না। আমি সেই কামাসক্তি হইতে ভীত হইয়াই উহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছি। হে প্রভু! আমার মধ্যে তোমার ভৃত্যের লক্ষণ আছে কিনা পরীক্ষার জন্যই বোধ হয় তুমি সংসারের বীজস্বরূপ ও হৃদয়ের বন্ধনস্বরূপ কামনায় প্রবৃত্ত করাইতেছ। নতুবা, হে বিশ্বগুরো, তুমি করুণাময়, তুমি প্রবৃত্তি লওয়াইবে কেন? হে ভগবান! যে ব্যক্তি তোমার নিকট কোন বর প্রার্থনা করে, সে কখনও তোমার ভৃত্য নহে, সে নিশ্চয়ই বণিক্। যে ভৃত্য কামনাপূরণের জন্য প্রভুর সেবা করে, সে ভৃত্য নহে, আর যে প্রভু প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা করিয়া ভৃত্যকে তাহার কাম্য বস্তু দান করেন, সে-প্রভুও প্রভু নহেন। আমি তোমার নিষ্কাম ভক্ত; তুমিও অভিসন্ধিশূন্য প্রভু। পৃথিবীর রাজা ও সেবকের ন্যায় আমাদের কোন কামনার প্রয়োজন নাই। হে বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠবরদাতা! আমাকে যদি তোমার একান্তই বর প্রদান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তবে তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, কোন প্রকারের কামনা যেন আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইতে না পারে। বাসনার উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয় মন, প্রাণ, আত্মা ধর্ম, ধৈর্য, বুদ্ধি, হ্রী, শ্রী, তেজ, স্মৃতি, সত্য প্রভৃতি সবই

**একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! মানবগণ যখন অন্তরের কামনা ত্যাগ করে, তখনই তোমার ঐশ্বর্যলাভের অধিকারী হয়।]**

(খ) অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ববিভাগ ১/৯

[অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। সেইরূপ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতির দ্বারা আবৃত নহে।]

৫ যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।।
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।।

— গীতা ১২/১৭-১৯

[যিনি হৃষ্টও হন না, দ্বেষও করেন না, যিনি শোকও করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আমার যিনি ভক্ত, তিনিই আমার প্রিয়!

যাঁহার শত্রুমিত্রে সমজ্ঞান, মান-অপমানে তুল্যজ্ঞান, শীত-গ্রীষ্মে, সুখ-দুঃখে একরূপ বোধ এবং যিনি আসক্তিহীন, যাঁহার নিন্দা ও স্তুতিতে সমজ্ঞান, যিনি মৌনী, যিনি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, যাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, যিনি স্থিরচিত্ত ও ভক্তিমান— এরূপ লোক আমার প্রিয়।]

**৬ মেরুঃ পর্ব্বতরাজ স্থানাৎ চলেতু সর্ব্বং জগন্নো ভবেৎ।
সর্ব্বে তারকসঙ্ঘ ভূমৌ প্রপতেৎ সজ্জ্যোতিষেন্দ্র নভাৎ।।**

সর্ব্বে সত্ত্বা করেয় একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো।
নত্বেব দ্রুমরাজমূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥

* * * *

সর্ব্বেয়ং ত্রিসহস্রমেদিনী যদি মারৈঃ প্রপূর্ণা ভবেৎ
সর্ব্বেষাং যথা মেরুপর্ব্বতবরঃ পাণীষু খড়েগা ভবেৎ।
তে মহ্মং ন সমর্থ লোম চলিতুং প্রাগেব মাং ঘাতিতুং
কুর্য্যাচ্চাপি হি বিগ্রহে স্ম বর্মিতেন দৃঢ়ম্॥

— ললিতবিস্তর ২১শ অঃ

[পর্ব্বতরাজ মেরু বরং স্থানভ্রষ্ট হইবে, সমগ্র জগৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে, আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে, এই বিশ্বে যত জীব আছে, সকলে একমত হইবে, মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে, তথাপি এই বৃক্ষমূলে আমি বসিয়াছি, এস্থল হইতে আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না। এই তিনসহস্র পৃথিবী যদি সমস্তই মার-কর্ত্তৃক পূর্ণ হয়, এবং প্রত্যেক মার যদি মেরু পর্ব্বতের ন্যায় বিশাল খড়গ হস্তে লইয়া উপস্থিত হয়, এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে, তথাপি, আমি এই যে দৃঢ়রূপে বর্ম্মিত হইয়া রহিয়াছি, এইরূপ বর্ম্মিত আমাকে আঘাত করা দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্রও টলাইতে ;পারিবে না।]

---

# সপ্তম অধ্যায়

## ঈশ্বর-কৃপা

বৎস, ভক্তিলাভ করিয়া উহা গোপন করা, অহংকাবে নিজেকে খুব বড় মনে না করিয়া ঐ বিষয়ে খবু বলাবলি না করা বা উহাতে খুব নজর প্রভৃতি না দিয়া বরং ভগবানের করুণা অপাত্রে বর্ষিত হইয়াছে মনে করিয়া শঙ্কিত থাকাই তোমার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও নিরাপদ।

এই প্রেম-প্রীতির খুব বেশী মূল্য দেওয়া উচিত নয়। কারণ, উহা যে-কোন মুহূর্ত্তেই বিরাগে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বর-কৃপা লাভের পর উহা হইতে বঞ্চিত হওয়া কত দুঃখকর— তাহা চিন্তা করিবে।

ঈশ্বরের কৃপায় তুমি যদি শান্তিলাভ কর, তবে উহার দ্বারাই তোমার যে পারমার্থিক উন্নতি হইবে, তাহা নয়। বরং ঐ শান্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর অহঙ্কার ত্যাগপূর্বক বিনয় ও ধৈর্য্যের সঙ্গে ঐ অবস্থায় অবিচলিত থাকিয়া যদি অক্লান্তভাবে প্রার্থনা করতঃ তোমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য যথাযথ করিয়া যাও, তবেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি হইবে। তুমি বরং তোমার শক্তি ও জ্ঞান অনুসারে তোমার পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহা আনন্দের সহিত সম্পন্ন কর, মন রুক্ষ বা উদ্বিগ্ন হইলেই আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা একেবারে ছাড়িয়া দিও না।

২। কারণ, এমন অনেককে দেখা যায়— যাহারা নিজেদের সাফল্য না আসিলে অচিরেই অধীর বা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। মানুষ কখনই তাহার কর্ম্মের ফল তাহার ইচ্ছামত লাভ করে না,

ঈশ্বরই একমাত্র তাহার কর্ম্মের ফলদাতা।[১] তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন, তখনই শান্তি দিবেন; কতটা পরিমাণ দিবেন, কাহাকে দিবেন, তাহা তাঁহারই বিষয়। কারণ, কর্ম্মফলদান বিষয়ে তিনি যাহা খুশি কবিবেন : তিনি অনপেক্ষ।

কোন কোন অবিবেচক লোক তাহাদের দুর্ব্বলতার বিষয় না ভাবিয়া, এবং নিজেদের বিচারবুদ্ধির অনুসরণ না করিয়া কেবল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তিময় জীবন লাভর অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাবশতঃ সাধ্যের অতিরিক্ত সাধনা করিয়া নিজেদের জীবনকে নষ্ট করিয়াছে। ঈশ্বরেব ইচ্ছার অনুসরণ না করিয়া অত্যধিক সাহস করে বলিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি তাঁহার কৃপালাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

যাহারা আকাশ-কুসুম রচনা করিতে চেষ্টা করে, তাহারা পরিণামে হীন ও দরিদ্র জীবনযাপন করিয়া যাহাতে আর নিজেদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া আমারই পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে শিক্ষা করে, তাহর জন্য তাহাদিগকে অসহায় ও ঘৃণ্য পরিত্যক্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করা হয়।

যাহারা সবেমাত্র ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এবং ঈশ্বর-সাধনা সম্বন্ধে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শমত নিজেদের জীবনকে পরিচালিত না করে, তবে তাহাদের সহজে প্রতারিত ও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৩। অভিজ্ঞ লেকের উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা যদি নিজেদের বুদ্ধিমতই জীবনযাপন করে, বা নিজেদের খেয়ালকে ত্যাগ করিতে না চায়, তবে তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। অপরের শাসন বিনীতভাবে মানিয়া চলিবার মত আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী খুব কম দেখা যায়।

বহু বিদ্যায় জ্ঞানার্জ্জন করিয়া মিথ্যা আত্মপ্রসাদ থাকা অপেক্ষা বিনয়ের[২] সহিত অল্প সদ্‌বুদ্ধি ও ক্ষীণ বোধশক্তি থাকা অধিকতর ভাল। কোন বিষয় অধিক লাভ করিয়া অহঙ্কারী হওয়া অপেক্ষা তাহা অল্প লাভ করা বরং তোমার পক্ষে কল্যাণজনক।

যে তাহার পূর্ব্ব অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করে না, এবং ঈশ্বরের কৃপা হারাইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত না থাকিয়া পারমার্থিক আনন্দে সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়ে, সে হীনবুদ্ধির কাজ করে। আবার যে-জন বিপদ বা মানসিক দুঃখবশতঃ সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়ে এবং আমার উপর আস্থা রাখিয়া আমাকে স্মরণ করে না, তাহার আচরণও নির্ভীক জ্ঞানীর মত নয়।

৪। যে লোক শান্তির সময় অত্যধিক নিরাপদ থাকতে ইচ্ছা করে, সেই লোককে বিপৎকালে প্রায়ই খুব বেশী হতাশ ও ভীত হইতে দেখা যায়।

তুমি যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্তরে সর্ব্বদা দীনভাব পোষণ করিয়া ঠিকভাবে চল এবং তোমার মনকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে রাখিতে পার, তাহা হইলে খুব সহজে তুমি কোন বিপদে পড়িবে না, এবং কোন প্রকার অন্যায়ও তোমার দ্বারা হইবে না। তোমার অন্তরে যখন ঈশ্বর-কৃপারূপ আলো জ্বলিয়া উঠিবে, তখনই তোমার চিন্তা করা উচিত— ঐ আলো নিভিয়া গেলে কী হইবে?

এইরূপ যখনই ঘটিবে, তখনই মনে করিবে— তোমার উপর কৃপা আবার হইতে পারে। তোমাকে সাবধান এবং আমার মহিমা প্রকাশের জন্যই আমি সাময়িকভাবে তোমাকে কৃপা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকি।

৫। নিজের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করা অপেক্ষা মাঝে মাঝে এইরূপ পরীক্ষায় পতিত হওয়া মঙ্গলজনক। কারণ ঈশ্বরানুভূতির সংখ্যা, মনের শান্তি, কোন শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি বা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই মানুষের মানুষ্যত্বের মান নির্দ্ধারিত হয় না। যদি কাহারও জীবনে যথার্থ বিনয় ও ঈশ্বরপরায়ণতা দেখা যায়, যদি তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধ অন্তঃকরণে ঈশ্বরেরই প্রীতি আকাঙ্ক্ষা করেন, যদি তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু চিন্তা না করেন, এবং নিজেকে অকপটে তুচ্ছ জ্ঞান করেন, অপরের কাছে সম্মান অপেক্ষা অসম্মান ও ঘৃণালাভ করিলে বরং তিনি যদি আনন্দ অনুভব করেন, তবেই তাঁহার মনুষ্যত্ব লাভ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয়।

## টিপ্পনী

১ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

— গীতা ২/৪৭

[কর্ম্মেই তোমার অধিকার। কদাচ কর্ম্মফলে যেন তোমার বাসনা না হয়, কর্ম্মফলের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না এবং কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।]

# অষ্টম অধ্যায়

## আত্মশ্লাঘা

ধূলা এবং ছাই সদৃশ আমি আমার প্রভুর সঙ্গে কথা বলিব! দেখ প্রভু! আমি যদি নিজেকে উহা অপেক্ষা বেশী ভাল মনে করি, তাহা হইলে আমি তোমার বিরাগভাজন হই। ইহা ছাড়া, আমার দুর্ব্বলতাই যে ঐ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু, আমি যদি নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করি, এবং আমার অহঙ্কারকে একেবারে মুছিয়া ফেলি, সর্বপ্রকার আত্মশ্লাঘায় ভয় পাই, এবং নিজেকে ধূলির সমান তুচ্ছ মনে করি, তাহা হইলেই তোমার কৃপালাভ করতঃ আমার অন্তরকে তোমার জ্ঞানালোকে আলোকিত করিবার পক্ষে সহজ হইবে। ইহা ছাড়া, নিজেকে ঐরূপ তুচ্ছ মনে করিলে আমার ক্ষুদ্রতম আত্মশ্লাঘাও অহঙ্কারবর্জ্জনরূপগহ্বরে লীন হইয়া চিরকালের মত বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমি কে[১] আমি কি ছিলাম এবং কোথা হইতেই বা আসিলাম, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। কারণ, অমি কিছুই জানি না, আমি অতি অকিঞ্চিৎকর। হে নাথ! তোমার সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমাকে আমার ক্ষুদ্র অহং-এর দাসত্ব করিতে হইলে আমি দুর্বল হইয়া পড়ি। তখন আমার কোন সত্তা থাকে না, কিন্তু ক্ষণেকের জন্যও তোমার আশ্রয় লাভ করিলে শক্তিলাভ করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাই। এবং ইহাই বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে-আমি অহঙ্কাররূপ ভারে সর্বদা অধোদিকে নামিতে থাকি, সেই-আমিই তোমার করুণাস্পর্শের গুণে এত তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করি।

২। তোমার ভালবাসাই আমাকে এত বিভিন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে, এবং সত্য কথা বলিতে কি, অসংখ্য অনর্থের

হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাকে মুক্ত করিতেছে। সত্যই, আমি আমার ক্ষুদ্র অহং-কে অন্যায়ভাবে ভালবাসিয়া আমার সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু একমাত্র তোমাকেই কামনা করিয়া, এবং তোমাকে একমাত্র ভালবাসিয়া আমি নিজেকে এবং তোমাকে— উভয়ই পাইয়াছি; এবং ভালবাসার দ্বারা আমার অহঙ্কারকে একেবারই চূর্ণ করিয়াছি। কারণ, হে প্রিয়তম প্রভু! আমার কোনরকম যোগ্যতার অপেক্ষা না রাখিয়া, তুমি আমাকে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষারও অতীত ভালবাসিয়া থাক।

৩। হে নাথ! তোমার জয়[২] হউক। আমি কোন প্রকার কৃপালাভের অনধিকারী হইলেও তোমার মহত্ত্ব এবং সদাশয়তার গুণে আমার এবং আমার মত আরও যাহারা তোমার নিকট হইতে দূরে[৩] সরিয়া থাকে, তাহাদেরও কল্যাণ করিতে তুমি কখনও বিরত হও না। আমরা যাহাতে কৃতজ্ঞ, বিনয়ী ও তোমার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে পারি তাহার জন্য তোমার দিকে আমাদের মোড়[৫] ঘুরাইয়া দাও। কারণ, আমাদের সাহস, আমাদের মুক্তি, আমাদের শক্তি[৬] প্রভৃতি সবই তুমি।

## টিপ্পনী

১ কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ,
কা মে জননী কো মে তাতঃ
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং,
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥

— শঙ্করাচার্য্যকৃতং চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্ ১২

[তুমি কে, আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, কে আমার জননী, কে আমার পিতা?— এইরূপ বিচারদ্বারা স্বপ্নসদৃশ বিকারস্বরূপ জগৎটাকে ত্যাগ করিয়া সমস্তই অসার বলিয়া ধারণা কর।]

২ জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং
জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তু জয়তু পৃথ্বিভারনাশো মুকুন্দঃ॥

— মুকুন্দমালাস্তোত্রম্-৩

[এই দেবকীনন্দনের জয় হউক, বৃষ্ণিবংশপ্রদীপ শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং কোমলশরীরধারীর জয় হউক, ভূভারহারী মুকুন্দের জয় হউক।]

৩ পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি॥

— শঙ্করাচার্য্যকৃতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্-৩

[হে জননি, পৃথিবীতে তোমার বহু সরলচিত্ত সন্তান আছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে আমি তোমার অতিশয় অস্থিরচিত্ত পুত্র ; আমার পক্ষে তোমাকে ঐরূপে ত্যাগ করা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু তোমার পক্ষে তাহা হইতে পারে না। কারণ, কুপুত্র হয়ত জন্মিতে পারে, কিন্তু কুমাতা কখনও হয় না।]

৪ অপরাধসহস্রসঙ্কুলে, পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে, কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

— মুকুন্দমালাস্তোত্রম্-১৩

[হে হরি! সহস্র অপরাধে পূর্ণ ভয়ানক সংসারসাগরে পতিত গতিহীন শরণাগতকে কেবল কৃপা করিয়া আপনার করিয়া লও।]

৫ সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৮

[হে দেবি! আপনি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, এবং স্বর্গ ও মুক্তিপ্রদায়িনী নারায়ণী। আপনাকে প্রণাম করি।]

৬ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ৫/৩২-৩৪

[যে দেবী সকল প্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার। তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।]

---

# নবম অধ্যায়

## ঈশ্বরে সর্ব্ববিষয় সমর্পণ

বৎস, যদি সত্য-সত্যই তোমার জীবনকে ধন্য করিতে চাও, তবে আমাকেই[১] তোমার পরম এবং চরম উদ্দেশ্য করা উচিত। তাহা করিলে তোমার অত্যধিক স্বার্থপরতা ও আসক্তি[২] দূর হইয়া যাইবে। যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, তুমি যদি তাহাতে নিজের প্রতিষ্ঠা কামনা কর, তবে শীঘ্রই তুমি দুর্ব্বল[৩] হইবে এবং তোমার ভক্তিরও হানি হইবে। আমিই একমাত্র সর্ব্ব বিষয়ের দাতা[৪]। সুতরাং আমি চাই— তুমি সর্ব্ব বিষয় আমাকেই সমর্পণ[৫] কর। ঈশ্বরই যে সকল বিষয়ের মূল, তাহা মনে রাখিবে। সুতরাং, সকলের মূল আমাকেই[৬] পুনরায় সব সমর্পণ করিতে হইবে।

২। নদী-নালার উৎস যেমন প্রস্রবণ, তেমনই ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র সকলের উৎসও আমি[৭]। সুতরাং, যাহারা স্বেচ্ছায় অসঙ্কোচে আমার সেবা করিবে, তাহারা উহার বিনিময়ে মুক্তিলাভ[৮]

করিবে। কিন্তু, যাহারা আমাকে ছাড়িয়া অন্য বস্তু লাভের দ্বারা গৌরব লাভ করিতে চায়, তাহারা যথার্থ আনন্দ পাইবে না, বা তাহাদের হৃদয়েরও প্রসার হইবে না, অধিকন্তু অনেক বিষয়ে আসক্ত হইয়া তাহারা সঙ্কীর্ণমনা হইয়া পড়িবে। সুতরাং, যে কোন বিষয়ের জন্য নিজেকে বা অপর কোন মানুষকে গৌরব প্রদান না করিয়া যে-ঈশ্বরকে বাদ দিলে মানুষ নিঃস্ব হইয়া পড়ে, সেই ঈশ্বরকে সব কিছু সমর্পণ করিবে। আমিই[৯] সব দান করিয়াছি, এবং তুমি পুনরায় সেই সব আমাকে অর্পণ কর— ইহাই আমি ইচ্ছা করি; এবং এই কারণে অত্যন্ত কঠোরভাবেই আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা আশা করি।

৩। এই তত্ত্ব জানা থাকিলে বৃথা অহঙ্কার নষ্ট হইয়া যায়। ঈশ্বরের কৃপা ও যথার্থ ভক্তি লাভ হইলে কোন প্রকার ঈর্ষ্যা বা সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ে স্থান পাইবে না, এবং স্বার্থ নিয়াও ব্যস্ত থাকিবে না।[১০] কারণ, ভক্তির কাছে, আর সব কিছু পরাস্ত হইয়া যায়[১১]; ভক্তি লাভ হইলে মনের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

তুমি যদি ঠিক ঠিক বিচার কর, তবে তুমি একমাত্র আমার ধ্যানেই আনন্দ অনুভব করিবে, এবং আমাকেই কেবল কামনা করিবে। কারণ, ঈশ্বর ছাড়া[১২] আর কিছুই সৎ নয়। সব কিছু ত্যাগ করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের গুণগান[১৩] করা উচিত, এবং সর্ব ব্যাপারে তিনিই একমাত্র ধন্যবাদের পাত্র।

## টিপ্পনী

১ (ক) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

— গীতা ৯/৩৪

[তুমি মদ্গতচিত্ত, মদ্ভক্ত ও আমার পূজক হও, আমাকেই প্রণাম কর। এই প্রকারে আমার শরণাপন্ন হইয়া আমাতে মন নিবেশিত করিলে আমাকেই লাভ করিবে।]

(খ) তদ্ধ তদ্বনং নাম, তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্। স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্ব্বাণি ভূতানি সংবাঞ্ছন্তি॥

— কেনোপনিষদ্ ৪/৬

[সেই ব্রহ্ম প্রাণিবর্গের সম্ভজনীয় বলিয়াই প্রখ্যাত ও প্রাণিগণকর্তৃক সম্ভজনীয়ারূপেই উপাস্য। যে কেহ এই ব্রহ্মকে এইরূপে উপাসনা করেন, তাঁহাকে ভূতমাত্রই প্রার্থনা করিয়া থাকে।]

২ (i) যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥

— গীতা ৯/২৭-২৮

[হে কৌন্তেয়! তুমি যে কার্যের অনুষ্ঠান কর, তুমি যাহা খাও, যাহা হোম কর, তুমি যাহা দান কর, এবং তুমি যে তপস্যা কর, তাহা সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।]

[এইরূপ করিলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভফলরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, এবং সন্ন্যাসযোগসম্পন্ন ও বিমুক্ত হইয়া আমাকে লাভ করিবে।]

(ii) চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

— গীতা ১৮/৫৭-৫৮

[অতএব বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্বদা আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।

আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে আমার অনুগ্রহে দুস্তর সাংসারিক ক্লেশ অতিক্রম করিবে, কিন্তু যদি অহঙ্কারবশে আমার কথা না শুন, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।]

৩ ব্রহ্মের শক্তিতেই যে সকলে শক্তিমান্ তাহা বুঝাইবার জন্য কেনোপনিষদের ঋষি একটি উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য বর্জ্জন করিবার জন্য মূল অংশটি না দিয়া উহার সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইল :—

দেবাসুর-সংগ্রামে ব্রহ্মের ইচ্ছাতে এবং শক্তিতে দেবতারা জয়লাভ করিলেন। দেবতারা কিন্তু মনে করিলেন— তাঁহারা নিজেদের শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্ম দেবতাদের এই মিথ্যা অহং-ভাব দূর করিবার জন্য যক্ষের বেশে দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সম্মুখে উপস্থিত যক্ষরূপী ব্রহ্মকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য দেবতারা পরামর্শ করিয়া প্রথমে অগ্নিকে যক্ষের নিকট পাঠাইলেন। অগ্নি যক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কে, এবং আপনার ক্ষমতা কি ?" উত্তরে অগ্নি বলিলেন— "আমি অগ্নি বলিয়া প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে আমি দগ্ধ করিতে পারি— ইহাই আমার ক্ষমতা।" "অত ক্ষমতা আপনার! আচ্ছা, এই তৃণটি দগ্ধ করুন"— বলিয়া যক্ষ অগ্নির সম্মুখে তৃণটি রাখিলেন। তৃণটিকে দগ্ধ করিবার জন্য অগ্নি পরমোৎসাহে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু উহাকে দগ্ধ করিতে পারিলেন না। লজ্জায় অধোবদনে দেবতাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া অগ্নি বলিলেন— "যক্ষরূপে উপস্থিত ঐ পূজনীয় কে— তাহা জানিতে পারিলাম না।" দেবতারা এইবার বায়ুকে পাঠাইলেন যক্ষের পরিচয়

জানিবার জন্য। বায়ু যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কে? কি আপনার শক্তি?' "আমি বায়ু, মাতরিশ্বা বলিয়াও আমি প্রসিদ্ধ; পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে আমি উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারি— ইহাই আমার ক্ষমতা"— বায়ু সদম্ভে উত্তর করিলেন। বায়ুর শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য যক্ষ বায়ুর সম্মুখে তৃণটি রাখিয়া বলিলেন— "ইহাকে উড়াইয়া লইয়া যান।" তৃণটি উড়াইয়া লইয়া যাইবার জন্য বায়ু শত চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি বিরসবদনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যক্ষের পরিচয় আনিতেই হইবে। সুতরাং, এইবার দেবরাজ ইন্দ্র গেলেন। ইন্দ্র যাইতেই যক্ষ তাঁহার সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইলেন। ইন্দ্র তখন ধ্যানস্থ হইয়া যক্ষের স্বরূপ জানিতে চেষ্টা করিলেন। ইন্দ্র ধ্যানের দ্বারা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা সুশোভনা হৈমবতী উমাকে তাঁহার সম্মুখে দর্শন করিয়া তাঁহাকেই (উমাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন— "যক্ষরূপে উপস্থিত পূজনীয়স্বরূপ কে?" উমা ইন্দ্রকে বলিলেন— "ইঁনিই ব্রহ্ম। ইঁহারই শক্তিতে তোমরা দেবাসুর সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছ— তোমাদের নিজেদের কোন শক্তি বা কৃতিত্ব নাই।"

দেবতারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

৪ অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥

— দেবীসূক্তম্-৩

[আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মজ্ঞানবতী। অতএব, যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্ব্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্ব্বদেশে সুরনরাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।]

৫ গীতা—৯/২৭ (২নং টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)

৬ যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি না চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

— গীতা ১২/৬-৮

[যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে উপাসনা করে—

হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অমি অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমাতেই অবস্থান করিবে— ইহাতে কোন সংশয় নাই-।]

৭ (ক) অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

— গীতা ৭/৬

[আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ এবং প্রলয়ের কর্ত্তা।]

বীজং মং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।

—গীতা ৭/১০

[হে পার্থ! আমাকেই সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিও।]

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

— গীতা ১০/৮

[আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ, এবং আমা হইতেই সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে— জ্ঞানিগণ ইহা জানিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন।]

(খ) দেব্যুবাচ।[৪]

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মুরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥

— শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০/৫-৬

[দেবী বলিলেন— একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি ভিন্ন আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট! ব্রহ্মাণীপ্রমুখ এই সকল আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দেখ্, ইহারা আমাতেই লীন হইতেছে।

অনন্তর ব্রহ্মাণীপ্রমুখ অষ্টমাতৃকা আদ্যাদেবীর শরীরে বিলীনা হইলেন। তখন অম্বিকা একাকিনীই রহিলেন।]

৮ (ক) মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

—গীতা ১০।৯-১০

[তাঁহারা আমাতে মন ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরস্পরকে আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া এবং সর্বদা আমার কথা কীর্তন করিয়া তুষ্টি ও শান্তি প্রাপ্ত হন।

সর্বদা আমাতে অনুরক্তচিত্ত এবং প্রীতিপূর্বক আমার অর্চনাকারী ব্যক্তিরা যে-বুদ্ধির দ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারে, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি।]

(খ) যো বা এতামেবং বেদ, অপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি, প্রতিতিষ্ঠতি॥

—কেনোপনিষদ্ ৪।৯

[যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যাকে যে কেহ এই প্রকারে অবগত হন, তিনি পাপ অর্থাৎ সংসারবীজ নাশ করিয়া অনন্ত এবং সর্বমহত্তম স্বর্গলোক অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন, প্রতিষ্ঠিত হন।]

(গ) একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

—কঠোপনিষদ্ ২।২।১২-১৩

[সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপে সকলের নিয়ন্তা হইয়া যে অদ্বিতীয় আত্মা একরূপকে বহুধা বিভক্ত করেন, তাঁহাকে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ আচার্যের উপদেশ অনুযায়ী নিজ বুদ্ধিতে অভিব্যক্তরূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে।

সকল অনিত্যবস্তুর যিনি শাশ্বত কারণশক্তি, সচেতনদিগেরও যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্মফল বিধান করেন, তাঁহাকে যে-সকল ধীমান্ গুরুবাক্যানুসারে নিজের বুদ্ধিতে

অভিব্যক্ত রূপে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অন্য কাহারও নহে।]

(ঘ) য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ
সর্বাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ ॥
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।১

[যিনি অদ্বিতীয় মায়াবী স্বশক্তিসমূহের দ্বারা শাসন করেন, যিনি এক হইয়াও সমুদয় লোককে তাহাদের ঐশ্বর্য্য লাভকালে ও উৎপত্তিকালে স্বশক্তি প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহার এই তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অমর হন।]

(ঙ) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

[কার্য ও কারণরূপী সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে উক্ত সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।]

(চ) এষ হি দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরেঽক্ষর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে॥

পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং শুভ্রমক্ষরম্; বেদয়তে যস্তু সোম্য স সর্বজ্ঞঃ সর্বো ভবতি।.... ॥

—প্রশ্নোপনিষৎ ৪।৯-১০

[এই সর্বাধার আত্মাই (জীবদেহে) দ্রষ্টা, স্পর্শনকর্তা, শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদন-কর্ত্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্ত্তা ও বিজ্ঞাতৃস্বভাব পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করেন।

যে কেহ কিন্তু উক্ত তমোহীন, উপাধিরহিত, গুণবর্জিত ও বিশুদ্ধ অক্ষরকে জানেন, তিনি সর্বোত্তম অক্ষরকেই লাভ করেন। হে সোম্য, যিনি ইঁহাকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বস্বরূপ হন।]

(ছ) তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে
সাহ্যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১২।৩৭

[সেই দেবীই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ও তাঁহার দ্বারাই এই জগৎ মায়ামুগ্ধ হয়। তাঁহাকে নিষ্কামভাবে আরাধনা করিলে তিনি অযাচিতভাবে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন এবং সকামভাবে আরাধনার দ্বারা পরিতুষ্টা করিলে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন।]

৯ পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

—গীতা ৯।১৭-১৮

[আমিই এ জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ; আমিই জ্ঞেয় বস্তু; পবিত্র ওঁকার, ঋক্, সাম ও যজুর্মন্ত্রও আমি। আমিই জগতের গতি, পালনকর্তা, প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা, ভোগস্থান, আশ্রয়, হিতসাধক, স্রষ্টা, সংহর্ত্তা আধার, লয়স্থান, কারণ ও স্বয়ং অবিনাশী।]

১০ যৎ প্রাপ্য ন কিঁঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি,
ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥

—নারদভক্তিসূত্রম্ ১।৫

[যে ভক্তিলাভ হইলে পর ভক্ত আব কিছু বস্তু পাইবার বাঞ্ছা কবেন না, কোন বস্তুব নাশে শোক করেন না, কাহাকেও দ্বেষ করেন না, কোন কিছু পাইয়া আহ্লাদিত হন না, বা কোন বস্তু পাইবার জন্য উৎসাহ্ প্রকাশ করেন না।]

১১ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্ ২।১

[সেই ভক্তির দ্বারা কোন কামনা পূরণ হয় না, কারণ ভক্তির উদয়ে সকল কামনা আপনি দূরে চলিয়া যায়।]

১২ "ঈশ্বর সৎ, আর সমস্ত অসৎ।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২১।৪ (১৩৭০) পৃঃ নং ১৯৬

১৩ সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্ ১০।৬

[সকল সময়ে সকল প্রকারে চিন্তারহিত হইয়া একমাত্র ভগবানের ভজনা করা কর্তব্য।]

---

# দশম অধ্যায়

## বিষয়ত্যাগ ও ঈশ্বর-আরাধনা

নাথ ! আমি আবার কথা বলিব— নীরব থাকিব না। যিনি আমার ঈশ্বর, আমার প্রভু, আমার অধীশ্বর এবং যিনি ঊর্দ্ধলোকে বিরাজ করেন, তাঁহার কানে কানে বলিব,— "হে প্রভু! তোমার অজস্র

করুণা তাঁহাদের উপরই বর্ষিত হয়, যাঁহারা শঙ্কিতমনে তোমার শরণ গ্রহণ করেন।" কিন্তু যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন, যাঁহারা সমগ্র মন দিয়া তোমার সেবা করেন, তাঁহাদের নিকট তুমি কিরূপ?

তোমার ধ্যানের মাধুর্য্য সত্য-সত্যই অনির্বচনীয়। যাঁহাবা তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদিগকেই তুমি উহা প্রদান করিয়া থাক। এই বিষয়েই বিশেষ করিয়া তোমার কৃপার মাধুর্য্য আমাকে প্রদর্শন করাইয়াছ। তুমি আমাকে সৃষ্টি কবিয়াছ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি বিপথে গেলেও তোমাব সেবা করিবার জন্য আমাকে তুমি ফিরাইয়া আনিয়াছ, এবং তোমাকেই ভালবাসিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছ।

২। ওগো অফুরন্ত প্রেমের উৎস! তোমার সম্বন্ধে আমি কী বলিব? হীন হইতে হইতে অধঃপাতে যাইবার পরও তুমি কৃপা করিয়া আমাকে স্মরণে রাখিয়াছ, তোমাকে আমি কেমন করিয়া ভুলিতে পারি! তুমি তোমার সেবকের প্রতি আশাতীত দয়া প্রকাশ করিযাছ; কৃপা ও ভালবাসা লাভের অযোগ্য তাহাকে তুমি কৃপা করিয়াছ ও ভালবাসিয়াছ। তোমার এই কৃপার বিনিময়ে আমি তোমাকে কি দিব? কারণ, সংসার ও বিষয়-আশয় ত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ধর্মজীবন বরণ করিবার অধিকার সকলেই পায় না। যাঁহাকে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সকলে সেবা করিতে বাধ্য, তাঁহাকে সেবা করা আমার কাছে কি বড় কথা? তোমাকে সেবা করা আমার কাছে অধিক কিছু বলিয়া বোধ হওয়া উচিত তো নয়ই, বরং আমার মত যে একজন নগণ্য নিঃস্ব অপদার্থকে কৃপাপূর্বক গ্রহণ করিয়া তোমার প্রিয় সেবকদের মধ্যে গণ্য করিয়াছ, সেইটাই আমার কাছে বড় বলিয়া মনে হইতেছে।

৩। দেখ, আমার যাহা আছে, এবং যাহার দ্বারা আমি তোমার সেবা করি, সেই সবই তোমার[১]। তথাপি কোথায় আমি তোমাকে সেবা করিব, না তুমিই বরং উল্টা আমার সেবা করিয়া থাক। দেখ,

মানুষের সেবার জন্য তুমি যে স্বর্গ-মর্ত্ত্য সৃষ্টি করিয়াছ, সেই সব তোমার আদেশ পালন করিবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে; এবং প্রত্যহই তোমার আদেশমত কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহা তো তুচ্ছ। মানুষের সেবার জন্য তুমি দেবদূতদিগকে পর্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছ। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে তুমি নিজে কৃপা করিয়া মানুষের সেবা করিয়া থাক, এবং মানুষের কাছে তুমি নিজেকেই অর্পণ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।

৪। এই সকল সহস্র উপকারের পরিবর্তে তোমাকে আমি কি দিব? আমার জীবন ভরিয়া যদি আমি তোমার সেবা করিতে পারিতাম! অন্ততঃ একদিনের জন্যও যদি আমি তোমার ঠিক ঠিক সেবার মত সেবা করিতে পারিতাম! সত্য-সত্যই তুমি সকল প্রকার সেবা ও ভক্তিলাভের পাত্র এবং অনন্তকাল ধরিয়া স্তবের যোগ্য[২]। যথার্থই তুমি আমার প্রভু, আর আমি তোমার সেবক। আমার সমগ্র শক্তি দিয়া তোমাকে সেবা করা আমার কর্তব্য এবং তোমার গুণকীর্তনে আমার কখনই ক্লান্তিবোধ করা উচিত নয়[৩]। এবং ইহাই আমি করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা। আমার জীবনে যাহা কিছুর অভাব[৪] আছে, তাহা তুমি কৃপা করিয়া পূরণ করিয়া দাও— ইহাই আমার তোমার কাছে প্রার্থনা।

৫। তোমাকে সেবা করা ও তোমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করা বিশেষ সম্মান ও গৌরবের বিষয়। কারণ, যাঁহারা স্বেচ্ছায় তোমার পবিত্র সেবায় নিজদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা খুব ঈশ্বরকৃপা লাভ করিবেন। যাঁহারা তোমার ভালবাসা লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের কাছ থেকে মধুর সান্ত্বনা লাভ করিবেন। যাঁহারা তোমার নামের জন্য দুর্গম[৫] পথে চলিয়াছেন, এবং ঐহিক সব সুখকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনের বিষয়াসক্তি দূর হইয়া যাইবে[৬]।

৬। আহা, মধুর ও আনন্দদায়ক ঈশ্বর-আরাধনা! উহার দ্বারা মানুষ সত্য-সত্যই শুদ্ধ ও মুক্ত হয়[৭]। অহো, শুদ্ধ ও আনন্দদায়ক ঈশ্বর-উপাসনা! যে সকল দেবদূত ঈশ্বরের নিকট প্রিয়, দানবের নিকট ভীতিপ্রদ, এবং নিষ্ঠাবান্ ভক্তজনের নিকট পূজনীয়, মানুষ সেই সকল দেবদূতগণের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারে এই ঈশ্বর-উপাসনার ফলে। অহো, আনন্দপ্রদভগবদ্ভজন! উহা চিরকাল আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কারণ, ভজনের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া শাশ্বত আনন্দ লাভের অধিকারী হই[৮]।

## টিপ্পনী

১ যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্ বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১।৮২-৮৩

[হে বিশ্বরূপিণি! যে-কোনও স্থানে যাহা কিছু চেতন বা জড়বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে হইবে, সেই সকলের যে শক্তি তাহা আপনিই। সুতরাং, কিরূপে আপনার স্তব করিব?]

—আপনি ভিন্ন যখন আর কিছুই নাই, তখন আপনার স্তব কিরূপে সম্ভব? —ইহাই তাৎপর্য্য।

২ অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

—শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্-৩২

[নীলপর্বত যদি কালি হয়, সাগর যদি মসিপাত্র হয়, পারিজাতবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ শাখা যদি কলম হয়, পৃথিবী যদি পত্র হয়,

আর এই সব বস্তু লইয়া সরস্বতী যদি চিরকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি হে ঈশ্বর, তোমার গুণসমূহের ইয়ত্তা হইতে পারে না।]

৩ (ক) সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে
প্রতীক্ষমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম॥

—নারদভক্তিসূত্রম্, দশম অনুবাক্ -৭৭

[সুখ, দুঃখ, ইচ্ছালাভাদিবর্জিত কালের অপক্ষা করতঃ ক্ষণার্দ্ধকালও নিরর্থক যাপন করা উচিত নহে।]

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈ-
র্ভগবানেব ভজনীয়ঃ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্, দশম অনুবাক্- ৭৯

[সকল সময়ে সকল প্রকারে চিন্তারহিত হইয়া একমাত্র ভগবানেরই ভজন করা কর্তব্য।]

(খ) ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দা-
ল্লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২।৫৩

[উত্তম ভক্তের চিত্ত সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের পাদপদ্মচিন্তায় মগ্ন থাকে। জগতের সকল ভোগ, সকল সুখ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এই কারণে ত্রৈলোক্যরাজ্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আসিলেও তিনি অর্দ্ধমিমিষের জন্য শ্রীহরির চরণচিন্তা হইতে বিরত হন না।]

(গ) "সর্ব্বদাই তাঁর নামগুণগান কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পুরাতন ঘটি রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে কি হবে?

আর বিবেক, বৈবাগ্য, সংসার অনিত্য, এই বোধ।"

—শ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৫।১ (১৩৭১) পৃঃ নং ৩৫

"যাবা ভগবান বই জানে না, তারা নিঃশ্বাসেব সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'রাম' 'ওঁ রাম' জপ করে। জ্ঞানপথের লোকেবাও 'সোঽহং' জপ কবে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে। সর্বদাই স্মবণ-মনন থাকা উচিত।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১৫।৩ (১৩৭০) পৃঃ মং ১১৪

৪ মৎসমঃ পাতকী নাস্তি, পাপঘ্নী ত্বৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি, যথাযোগ্যং তথা কুরু॥

—শঙ্কবাচার্য্যকৃতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্-১২

[আমাব তুল্য পাপাচাবী নাই, তোমাব তুল্যা পাপনাশিনীও নাই, হে মহাদেবি! এইরূপ জানিয়া যাহা উচিত তাহাই কব।]

৫ ক্ষুবস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪

[মেধাবী লোকেরা বলেন— ক্ষুরের তীক্ষ্ম অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, উক্ত পথও সেইরূপ দুর্গম।]

৬ মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

—গীতা ৭।১৪

[যাঁহারা আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন]

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—গীতা ১২।৬-৭

[যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে আমি অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।]

৭ (ক) তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরততরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রদ্যোন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ দঃ বিঃ ২।১।৫১

[হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।]

(খ) যদাভাসোঽপ্যুদ্যান্ কবলিত-ভবধ্বান্তবিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তিপ্রণয়িনীম্॥
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নামতরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥

—রূপগোস্বামিকৃতং শ্রীকৃষ্ণনামষ্টকম্

[হে ভগবন্নামসূর্য্য, তোমার ঈষৎ প্রকাশ ও সংসারান্ধকারে নিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, এবং তত্ত্বান্ধব্যক্তির কৃষ্ণভক্তিবিষয়ক চক্ষু প্রদান করিয়া থাকে। ইহজগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা আপনার মহিমা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করিতে সমর্থ?]

৮ (ক) "হরিদাস কহে,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়ত্রাস।
উদয় হইলে ধর্ম্ম-কর্ম মঙ্গল প্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়।
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৩।১৭৩-৭৫

(খ) চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥

—শিক্ষাষ্টকম্-১

[যাহা চিত্তদর্পণকে নির্মল করে, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে ও মুক্তিরূপ শ্বেতপদ্মের উপর জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, যাহা পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসাগরের স্ফীতিসম্পাদক, প্রতিপদে পূর্ণামৃত-আস্বাদক এবং সকল আত্মার অবগাহনস্নানসম্পাদক, সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষ জয়যুক্ত হয়।]

(গ) একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ৮।৩।২০

[ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যে অকিঞ্চন ভক্ত একান্তভাবে তাঁহার ভজন করেন, সেই ভক্ত আনন্দসাগরে মগ্ন হন।]

---

# একাদশ অধ্যায়

## বিষয়-বাসনা

বৎস, যে-সকল বিষয় তুমি এখন পর্যন্ত উত্তমরূপে শিক্ষা কর নাই, সেই সকল বিষয় তোমার শিক্ষা করা উচিত।

নাথ, কি সেই সকল বিষয় ?

উহা হইতেছে— আমার অভিরুচির উপর তোমার সকল ইচ্ছা ন্যস্ত করা। তোমার অহং-এর অনুবর্তী না হইয়া আমারই ইচ্ছার অনুসরণ করা। নানাবিধ আশা-আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া তুমি প্রায়ই ভীষণবেগে চালিত হইয়া থাক। আমার প্রীতির জন্যই কর্ম কর, না নিজের সুবিধামত কর্ম কর, তাহা ভাবিয়া দেখিবে। আমার প্রীতিসাধনই যদি তোমার কর্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি যাহাই ব্যবস্থা করি না কেন, তাহাতেই তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে; কিন্তু দেখ, যদি তোমার মধ্যে কোন প্রকার স্বার্থচিন্তা লুক্কায়িত থাকে, তবে উহা তোমাকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া গিয়া তোমার পতন ঘটাইবে।

২। সুতরাং, পরে তোমাকে যাহাতে কোন অনুশোচনা করিতে না হয়, বা যাহাকে প্রথমে উত্তম মনে করিয়া আনন্দে সাগ্রহে কামনা করিয়াছিলে তাহাই যাহাতে পশ্চাতে তোমার অপ্রীতির কারণ না হয়, এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহাতে তুমি কোন বাসনার কবলে গিয়া না পড়, সেই বিষয়ে সাবধান থাকিমে। কারণ, যে কোন বাসনা সৎ বলিয়া মনে হইলেও উহা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুগামী হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। আবার অপর পক্ষে আপন ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয়ও সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত বেশি আসক্তির ফলে তোমার মন যাহাতে চঞ্চল না হইয়া পড়ে, আত্মসংযম হারাইয়া তুমি যাহাতে অপরের

নিকট নিন্দাভাজন না হও, অথবা অপবেব কাছে বাধা পাইয়া তুমি হঠাৎ যাহাতে লজ্জিত ও বিফল হইয়া না পড়, তাহাব জন্য মাঝে মাঝে সদ্‌বাসনা ও শুভপ্রচেষ্টাগুলিবও বাশ টানিযা ধবা বাঞ্ছনীয।

৩। যাহা হউক, তোমাব দেহেব কি হইবে-না হইবে তাহা গ্রাহ্য না কবিয়া ইন্দ্রিযলালসাকে প্রতিবোধ কবিবাব জন্য মাঝে মাঝে বল প্রয়োগ কবিবে, এবং বীবেব মত বাধা দিবে, আব উহাকে বশীভূত কবিবাব জন্য বল প্রয়োগেব কষ্টকেও ববণ কবিবে। যতদিন না তোমাব মন সর্ব্ব অবস্থাব সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়, এবং অল্পেতেই সুখী হইতে শিক্ষা কবে, যতদিন না উহা সাদাসিধে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে, বা কোনপ্রকাব অসুবিধাতে পডিলে বিবক্তিবশতঃ গজগজ কবিবাব অভ্যাস যতদিন না উহা ত্যাগ কবে, ততদিন উহাকে দমন কবিয়া কঠোব শাসনেব মধ্যে থাকিতে বাধ্য কবা উচিত।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়

## ধৈর্য্য ও আসঙ্গলিপ্সা

প্রভু! ঈশ্বব! সবলভাবে আমি যাহা বুঝি তাহাতে মনে হয়, আমাব পক্ষে ধৈর্য্য খুব প্রয়োজন। কাবণ, জীবনে আমাদেব ইচ্ছাব বিকদ্ধে অনেক কিছুই ঘটে। আমাব নিজেব শান্তিলাভেব জন্য আমি যে উপায়ই উদ্ভাবন কবি না-কেন, সংগ্রাম ও দুঃখহীন জীবন আমি পাইব না[১]।

বৎস, ঠিক তাহাই। প্রলোভনশূন্য অথবা সংগ্রামহীন শান্তিময় জীবন কামনা না কবিয়া দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদেব ভিতব দিয়া

উত্তীর্ণ হইয়া শান্তি লাভেব চেষ্টা কব— ইহাই আমি তোমাব কাছে আশা কবি।

২। তুমি যদি বল যে, তুমি বেশি দুঃখ-কষ্ট সহ্য কবিতে পাব না, তবে পবকালে নবকাগ্নি সহ্য কবিবে কিৰূপে ? দুইটি কষ্টেব মধ্যে যেইটি অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকব, সেইটিই ববণীয়।

সুতবাং, তুমি যাহাতে ভাবী অনন্ত যাতনা এড়াইয়া যাইতে পাব, তাহাব জন্য ঈশ্বব-প্রীতিব নিমিত্ত বর্তমান কষ্টই ধৈর্য্য ধবিযা সহ্য কবিবাব জন্য তোমাব চেষ্টা কবা উচিত।

এই জগতেব লোক কিছুই সহ্য কবে না, বা সামান্যই কবে—এইৰূপ তুমি চিন্তা কব কি ? যাহাবা সর্বাপেক্ষা বেশি ইন্দ্রিয়সুখকব বিষয়সমূহ ভোগ কবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিলে বিপবীত কথাই শুনিতে পাইবে। কিন্তু, ইহাতে তুমি বলিবে— তাহাদেব অনেক সুখভোগেব বিষয় আছে, এবং তাহাবা নিজেদেব ইচ্ছামত চলে, সুতবাং নিজেদেব দুঃখটা তাহাদেব কাছে খুব বড় বলিয়া বোধ হয় না। না-হয়-হইল, তাহাবা যাহা খুশি পায়। কিন্তু উহা কতকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া তুমি মনে কব ?

৩। দেখ, ইহলোকেব সম্পদ্শালী ব্যক্তিবা ধূমেব ন্যায় বিলীন হইয়া যাইবে, এবং তাহাদেব অতীত সম্পদ্সুখেব স্মৃতিমাত্রও থাকিবে না। শুধু তাহাই নয় ; তাহাবা যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহাবা মনঃপীড়া, উদ্বেগ ও ভয়শূন্য হইয়া সম্পদ্ ভোগ কবিতে পাবে না। যে-বিষয় হইতে তাহাবা সুখ পাইবে বলিয়া কল্পনা কবে, ঠিক সেই বিষয় হইতেই অনেক সময় তাহাবা দুঃখ পাইয়া থাকে[২]। এবং আবও ; তাহারা সত্যবস্তু[৩] ছাড়িয়া অন্য যে কোন বস্তুকে অপরিমিতভাবে কামনা করিবে, এবং অনিত্য সুখেব সন্ধানে ছুটিয়া বেড়াইবে, সেই সবই তাহারা অপমান ও কষ্টশূন্য হইয়া ভোগ কবিত পাবিবে না।

৪। দেখ, ঐ সকল অনিত্য সুখ কত মিথ্যা, কত চঞ্চল, কত বিশ্রী! কিন্তু মানুষগুলি এত মত্ত এবং হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যে, উহা বুঝিতে পারে না। অধিকন্তু, বোবা পশুর মত এই অনিত্য জীবনের সুখভোগের জন্য জীবাত্মার অধঃপতনকেই বরণ করিয়া লয়। সুতরাং, বৎস! আসঙ্গলিপ্সাব[৪] অনুবর্ত্তী না হইয়া বরং তোমার কামকে দমন কর। ঈশ্বর-চিন্তাতেই আনন্দ অনুভব করিতে চেষ্টা কর; দেখিবে, তিনিই তোমার অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিয়া দিবেন।

৫। দেখ, তুমি যদি যথার্থ আনন্দ ও খুববেশি শান্তি পাইতে চাও, তবে অনিত্য[৫] বিষয়সমূহকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হীন সুখভোগের প্রতি আসক্তি[৬] ত্যাগ কর। ঐরূপ করিলেই তুমি আমার কৃপা লাভ করিবে এবং খুব শান্তি পাইবে। এবং যত অধিক তুমি ঐহিক সুখের প্রতি অনাসক্ত হইবে, তত অধিক তুমি আমার চিন্তাতে[৭] মধুর শান্তি লাভ করিবে। কিন্তু, প্রথম প্রথম তুমি কোন প্রকার দুঃখভোগ না করিয়া, বা কঠোর সংগ্রাম ব্যতীত তুমি এই শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। তোমার পুরাতন বদ্ধমূল কুসংস্কার তোমাকে বাধা দিবে বটে, কিন্তু অধিকতর শুভ সংস্কার অর্জনের প্রচেষ্টার দ্বারা তুমি সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল কুসংস্কারসমূহকে দমন করিতে পারিবে। তোমার দেহ তোমার বিরুদ্ধে গজগজ করিবে বটে, কিন্তু মানসিক উদ্যমের দ্বারা উহাকে সংযত করিবে।

সেই পুরাতন নাগিনী তোমাকে দংশন করিয়া কষ্ট দিবে বটে, কিন্তু প্রার্থনার দ্বারা তুমি উহাকে বিনাশ করিবে। অধিকন্তু, যে-কোন সৎকর্মে[৮] নিযুক্ত থাকিয়া তাহার প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে।

## টিপ্পনী

১ (ক) "সংসারে কি সুখ আছে? এই আছে, এই নাই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জেরে ফেলে।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১ম খণ্ড (৭ম সং) পৃঃ নং-৩০০

(খ) "সংসারে কিছুই নাই। .... কেবল ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, তারপর রোগ, শোক, দারিদ্র্য।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১১।১

(গ) সব্বে সংখারা দুক্‌খা তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি।
অথ নিব্বিন্দতী দুক্‌খে এস মগ্‌গো বিসুদ্ধিযা॥

—ধম্মপদ, মগ্‌গ বগ্‌গো-৬

[সকল সংহত বস্তুই দুঃখপূর্ণ— ইহা যিনি প্রজ্ঞাব দ্বাবা দর্শন করেন, তিনি আর দুঃখে অভিভূত হন না। ইহাই বিশুদ্ধ মার্গ।)

২ জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা।
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ক চ কর্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌-৭।৯।৪০

[হে অচ্যুত! জিহ্বা তৃপ্ত না হইয়া এক দিকে অর্থাৎ যেদিকে মধুরাদি রস সেই দিকে আমাকে আকর্ষণ করিতেছে; —এইরূপ শিশ্ন অন্য দিকে, ত্বক আর একদিকে আকর্ষণ করিতেছে। উদর ক্ষুধায় সন্তপ্ত হইয়া যে কোন আহারের প্রতি, এবং শ্রবণ, ঘ্রাণ ও চঞ্চল চক্ষু নিজ নিজ বিষয়ের প্রতি, কর্মেন্দ্রিয় সকল বিভিন্ন কর্মের প্রতি আকর্ষণ করিতেছে। সপত্নীগণ যেমন গৃহপতিকে নিজ নিজ প্রতি আকর্ষণ করে, সেইরূপ এই ইন্দ্রিয়সকল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া আমাকে বিব্রত করিতেছে।]

৩ "ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না ক'রে যদি সংসার করতে যাও, তা'হলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য্য হ'য়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১।৫

৪　(ক)　মা পমাদং অনুযুঞ্জেথ মা কামরতিসন্থবং।
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং।

—ধম্মপদ, অপ্পমাদ বগ্‌গো-৭

[প্রমাদের অনুবর্ত্তী হইও না, কামসুখের বশবর্তী হইও না। অপ্রমত্ত ধ্যায়ী বিপুল সুখ অনুভব করেন।]

(খ)　কামতো জায়তী সোকো কামতো জায়তী ভয়ং।
কামতো বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥

— ধম্মপদ, পিয়বগ্‌গো-৭

[কাম হইতে ভয় ও শোকের উৎপত্তি হয়। যিনি কামমুক্ত, তাঁহার শোকও নাই, ভয়ও নাই।]

৫　মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্‌ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্‌ ভজ॥

— অষ্টাবক্রসংহিতা ১/২

[বৎস! যদি মুক্ত কামনা কর, তবে বিষয়কে বিষবৎ ত্যাগ করিয়া ক্ষমা, সরলতা, দয়া, সন্তোষ ও সত্য লাভের সাধনা কর।]

৬　তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্লাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥

— অষ্টাবক্রসংহিতা ৮/২

[মন যখন বাসনাশূন্য হয়, যখন তাহার দুঃখ করিবার কিছু থাকে না, যখন সে কিছু গ্রহণ বা বর্জ্জন করে না, বা কোন ঈপ্সিত বস্তুলাভে সুখী বা উহার অপ্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হয় না, তখনই সে মুক্ত।]

৭ (ক)　"বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।]"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/৭/৩

(খ) মত্তাসুখপরিচ্চাগা পস্‌সে চে বিপুলং সুখং।
চজে মত্তাসুখং ধীরো সংপস্‌সং বিপুলং সুখং॥

— ধম্মপদ, পকিণ্ণক বগ্‌গো ১

[অল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগের ফলে যদি বিপুল সুখ লাভ হয়, তাহা হইলে সেই অধিকতর সুখের জন্য জ্ঞানবান্ অল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ করিবেন।]

৮ "ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।"

— শ্রীশ্রীমায়ের কথা ১ম খণ্ড (৯ম সং) পৃঃ নং ৩২৩

---

# ত্রয়োদশ অধ্যায়

## আনুগত্য

বৎস, যে-জন অনুগত[১] জীবন যাপন করিতে চায় না, সেই জন ঈশ্বরের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়; এবং যে-লোক ব্যক্তিগত স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, সেই লোক সাধারণ সুবিধাও পায় না। যদি দেখা যায়, কেহ হৃষ্টচিত্তে ও অসঙ্কোচে তাহার গুরুজনের অধীনতা স্বীকার করিতে পারে না, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার শরীর এখনও সম্পূর্ণরূপে তাহার বশে আসে নাই, বরং মাঝে মাঝে উহা তাহাকে কষ্ট দেয় ও তাহার বিরক্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং, যদি তোমার দেহকে নিজের বশে রাখিতে চাও, তবে শীঘ্র গুরুজনদের অনুগত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে শিক্ষা কর।

অন্তরের রিপুকে প্রশ্রয় না দিলে বাহিরের রিপুকে অধিকতর শীঘ্র জয় করিতে পারা যায়। তুমি যদি মহাশক্তির ইচ্ছার অনুগামী হইয়া না চল, তবে তোমার কাছে তোমার অপেক্ষা বড় শত্রু বা অধিকতর দুঃখজনক অপর কেহ নাই।[২] সুতরাং, যদি তুমি তোমার দেহকে বশে রাখতে চাও, তবে তোমার অহংকে তুচ্ছ জ্ঞান করা নিতান্ত প্রয়োজন।

২। যেহেতু তুমি এখনও তোমর অহং-কে অত্যন্ত বেশী প্রশ্রয় দাও, সেইহেতুই তুমি অপরের ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে ভয় পাও।

আমি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সকলের অধীশ্বর হইয়াও যদি তোমার জন্য মানুষের কাছে বিনীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করি, তবে পথের ধূলির তুল্য তুমি যদি ঈশ্বরপ্রীতির জন্য মানুষের অধীন হইয়া জীবন যাপন কর, তবে তাহা কি খুব বড় কথা? আমার নম্রতা দর্শন করিয়া তুমি যাহাতে তোমার অহংকারকে নষ্ট করিতে পার, তাহার জন্য আমি সকলের কাছে বশ্যতা ও হীনতা স্বীকার করিয়াছি।[৩] ধূলির ন্যায় তুচ্ছ তুমি অনুগত জীবন যাপন করিতে শিক্ষা কর। মাটি ও কাদার তুল্য তুচ্ছ তুমি নিজেকে বিনম্র করিতে এবং সকল লোকের পায়ের তলায় পড়িয়া নমস্কার করিতে শিক্ষা কর। নিজের ইচ্ছাকে চূর্ণ করিয়া দিয়া সকল লোকের ইচ্ছার নিকট নতিস্বীকার করিতে অভ্যাস কর।

৩। তোমার অহং-এর বিরুদ্ধে রুদ্ররূপ ধর, কোনক্রমেই অহংকারকে প্রশ্রয় দিবে না; বরং নিজেকে এমন দীন ও ছোট মনে কর, যেন অপর সকলে তোমাকে রাস্তার কর্দ্দমের মত মনে করিয়া তোমার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে— তোমাকে পদদলিত করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরের অপ্রীতিকর কর্ম্ম করিয়া তুমি কতবার নরক-যন্ত্রণাভোগের ভাগী হইতেছ। সুতরাং, এহেন তোমাকে যদি

কেহ তিরস্কার করে, জঘন্য পাপী তুমি তাহার বিরুদ্ধে কী বলিতে পার? কিন্তু তোমার জীবন আমার কাছে খুব মূল্যবান এবং তুমি যাহাতে আমার ভালবাসা বুঝিতে পারিয়া আমার দানের জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাক তাহার জন্য আমি তোমাকে ক্ষমার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া, তুমি যাহাতে ক্রমে ক্রমে যথার্থ অনুগত ও বিনম্র জীবন যাপন করিতে এবং নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পার, সেইজন্যও আমি তোমাকে ক্ষমা কবিয়াছি।

## টিপ্পনী

১ (ক) প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে।

—শ্রীমৎসদানন্দযোগীন্দ্রবিরচিতবেদান্তসারধৃতমুদেশসাহস্রী-বাক্যম্-১০

[যে ব্যক্তির চিত্ত শান্ত হইয়াছে, বহিরিন্দ্রসকল বশীভূত হইয়াছে, কামক্রোধাদি মনের দোষসকল দূরীভূত হইয়াছে, যে ব্যক্তি উল্লিখিত শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যে আপনাতে সদ্‌গুণচতুষ্টয় উৎপাদন করিয়াছে, এমন ব্যক্তি যদি অনুগত হয়, তবে গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা অবশ্য প্রদান করিবেন।]

(খ) তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

—গীতা ৪।৩৪

[তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। তুমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া, সেবা করিয়া সেই জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে।]

(গ) "অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই। ...নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে। তবে চাষ হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৩

২। দিসো দিসং যং তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং।
মিচ্ছা পণিহিতং চিত্তং পাপিয়ো নং ততো করে॥

—ধম্মপদ, চিত্তবগ্গো-১০

[বিদ্বেষ্টা বিদ্বিষ্টের অথবা শত্রু শত্রুর যে অনিষ্ট সাধন করে, কুচালিত চিত্ত তদপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী হয়।]

৩ (ক) যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥

—গীতা ৩।২১

[শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, সাধারণ লোকও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যান্য লোক তাহারই অনুবর্ত্তন করে।]

(খ) আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ১৯।

---

# চতুর্দশ অধ্যায়

## ঈশ্বরের বিচার ও আমাদের কর্ত্তব্য

প্রভু! তোমার বিচারপদ্ধতি আমার কাছে বজ্রের ন্যায় ভীষণ মনে হইতেছে; ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আমার হাড়গুলি সব নড়িতেছে, এবং আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আমি তো বিস্মিত হইয়া গিয়াছি! মনে হইতেছে— তোমার বিচারে স্বর্গও পবিত্র নয়। তোমার চক্ষে যদি দেবদুতগণের মধ্যেই দোষ ধরা পড়ে, এবং যদি তুমি তাঁহাদিগকেও ক্ষমা না কর, তবে আমার কী গতি হইবে? তারকাসম উজ্জ্বল দেবদূতেরা যদি স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে তুচ্ছ ধূলিকণার তুল্য আমি কী আশা করিতে পারি? যাহাদের কার্যাবলী প্রশংসনীয় মনে হইয়াছিল তাহারা অত্যন্ত নীচ দশায় পতিত হইয়াছে, এবং যাহারা দেবদূতগণের মত জীবন যাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে শূকবের ভক্ষ্য অসার বস্তুতে আনন্দ করিতে দেখিয়াছি।

২। সুতরাং, হে প্রভু! তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলে কোন পবিত্রতাই আসিতে পারে না। তুমি না চালাইয়া লইয়া গেলে কোন জ্ঞানদ্বারাই কোন কাজ হয় না। তুমি রক্ষা না করিলে কোন সাহসেই কিছু হয় না। দেহের পবিত্রতা তুমি যদি রক্ষা না কর, তবে কিছুতেই উহা রক্ষিত হয় না। তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টি যদি আমাদের উপর না থাকে, তবে আমাদের সাবধানতার কোনই মূল্য নাই। কারণ, আমরা নিজেদের ইচ্ছামত চলিলে ক্রমশঃ অবনত হইতে হইতে বিনষ্ট হইয়া যাই। কিন্তু, তোমার কৃপা লাভ করিলেই আমরা আমাদের পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার অগ্রসর হইতে থাকি। আমরা সত্য-সত্যই দুর্ব্বল। কিন্তু, তোমার কৃপা হইলে শক্তিমান্ হইয়া

উঠি। আমবা উদ্যমহীন— নিরুৎসাহ, কিন্তু তোমাব শক্তি আসিলে উদ্দীপ্ত হইযা উঠি।

৩। আহা! আমাব নিজেকে কত দীন ও তুচ্ছ ভাবা উচিত! যদি আমাব কোন গুণ থাকেও, তবুও উহা কিছু নয বলিযা আমাব চিন্তা কবা উচিত।

হে নাথ! তোমাব যে অনধিগম্য বিচাবেব কাছে আমি নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া বুঝিতেছি এবং যথার্থই আমি যেখানে নগণ্য, সেখানে কত বেশী দীনতাব সঙ্গে আমাব অহং-কে বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত!

অহো, অপাব মহিমাময়! অহো! অলঙ্ঘনীয সাগবতুল্য! তোমাব কাছে আমি নিজেকে একান্ত অকিঞ্চন বলিয়া বুঝিতে পাবিয়াছি। সুতবাং, কোথায আমাব গৌবব কবিবাব মত গুপ্ত স্থান? ইহা ছাড়া, আমাব আধ্যাত্মিকতাব নিশ্চয়তাই বা কোথায? তোমাব ন্যাযবিচাবেব গভীব সাগবে আমাব সকল বকম মিথ্যা গৌবববোধ বিলীন হইযা যায।

৪। তোমাব দৃষ্টিতে গোটা দেহটাই বা কি? শিল্পীকে বাদ দিয়া মাটিব মূর্ত্তিটি গৌবববোধ কবিবে কি?

যিনি সত্য-সত্যই ঈশ্ববেব নিকট দীনতা স্বীকাব কবিয়াছেন, তিনি লোকেব অসাব কথায় কেমন কবিয়া অহংকাবে ফুলিয়া উঠিতে পাবেন? সত্যস্বরূপেব কাছে যিনি নিজেকে সমর্পণ কবিযা দিয়াছেন, সমগ্র জগতেব কথাতেও তাঁহাব অহংকাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে না। অথবা, যিনি দৃঢ়ভাবেই ঈশ্ববে তাঁহাব সমগ্র আশা-আকাঙ্খা ন্যস্ত কবিয়াছেন, তিনি অপবেব প্রশংসাবাক্যে বিচলিত হইবেন না। যাহাবা প্রশংসা কবে, তাহাবা কিছু না। কাবণ, তাহাবা তাহাদেব মুখেব কথা লয়েব সঙ্গে-সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইবে। সত্যস্বরূপ ঈশ্বব কিন্তু নিত্য।

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## প্রার্থনা করিবার রীতি

বৎস! প্রত্যেক ব্যাপারে তুমি এইভাবে প্রার্থনা করিবে—

"প্রভু! ইহা যদি তোমার প্রীতিজনক হয়, তবে তাহাই হউক। নাথ! ইহাতে যদি তোমার গৌরব বৃদ্ধি পায়, তবে তোমার নামে তাহাই হউক। ঈশ্বর! ইহা যদি আমার পক্ষে ন্যায্য এবং কল্যাণকর মনে কর, তবে আমি যাহাতে উহা তোমার সম্মানার্থে করিতে পারি, আমাকে সেই বর দাও। কিন্তু, যদি তুমি মনে কর— আমার পক্ষে উহা অনিষ্টকর এবং আমার পারমার্থিক উৎকর্ষ-সাধনে উহা কোন কাজেই আসিবে না, তাহা হইলে আমার এইরূপ বাসনা দূর করিয়া দাও।"

কারণ, সৎ এবং কল্যাণজনক মনে হইলেও প্রতিটি বাসনাই শুদ্ধাত্মার প্রেরণা নয়। তুমি শুদ্ধ বা মন্দবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া ইহা বা উহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, অথবা তোমার নিজের অহংবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতেছ,— তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, অনেকেই প্রথমে শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইতেছে মনে করিয়া পরিণামে প্রতারিত হইয়াছে।

২। সুতরাং, তোমার মনে যে কোন আকাঙ্ক্ষারই উদয় হউক না কেন, অন্তরের দীনতার সহিত তাহা ঈশ্বরে সমর্পণ করতঃ বিশেষভাবে তোমার অহং-কে আমাতে সমর্পণ করিয়া সমগ্র বিষয়টি আমারই উপর ছাড়িয়া দিয়া এইভাবে প্রার্থণা করিবে—

"নাথ! আমার পক্ষে কি সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণজনক তাহা তুমি জান। সুতরাং, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমাকে তুমি কি দিবে,

কতটা দিবে এবং কখন দিবে, তাহা তোমার ইচ্ছা অনুসারেই দাও। তুমি যেরূপ ভাল মনে করিবে, যাহাতে তুমি সর্বাপেক্ষা প্রীতিলাভ করিবে, যাহাতে তোমার গৌরব সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশ পাইবে, তুমি আমার সঙ্গে সেইরূপ ভাবেই ব্যবহার কর। তোমার যেখানে খুশী, আমাকে সেখানেই রাখ, এবং তোমার ইচ্ছা অনুসারেই সর্ব্ব বিষয়ে আমার সঙ্গে ব্যবহার কর। আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছি। আমাকে সম্মুখে— পশ্চাতে, যেমন ভাবে ইচ্ছা— ঘুরাও।[১] দেখ, আমি তোমার দাস এবং সর্ব্ব অবস্থার জন্যই প্রস্তুত। আমি নিজের অহং-বুদ্ধিতে চলিতে চাহি না, পরন্তু তোমার ইচ্ছা অনুসাবেই চলিতে চাই। আহা, আমি যদি তাহা নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে করিতে পারিতাম।"[২]

## ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক

### এই বলিয়া প্রার্থনা

৩। পরম কৃপাময় যীশু! আমাকে এমন কৃপা কর যেন আমি উহার ফল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারি। তোমার কাছে যাহা গ্রহণীয়, এবং যাহা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহাই যাহাতে আমি সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করি ও ইচ্ছা করি— তুমি আমাকে সেইরূপ বরই প্রদান কর। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হউক। আমার ইচ্ছা যেন তোমার ইচ্ছায় অনুসরণ করে এবং উহার সহিত সম্পূর্ণভাবে ঐক্য রাখিয়া চলে। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এক হইয়া যাক এবং তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছাড়া কোন বিষয়েই যেন আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা না থাকে।

৪। আমি যাহাতে অনিত্য সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইতে পারি, তোমার প্রীতির জন্য যাহাতে ঘৃণিত এবং এই জগতে অজ্ঞাত থাকিতে পারি— আমাকে তেমন বর প্রদান কর। সর্ব্বোপরি আমাকে

এমন বর দাও যেন, তোমার উপর নির্ভর করিবাব জন্য এবং অন্তরের শান্তি লাভের জন্য যাহা তোমার কাছে প্রার্থনা করা যাইতে পারে, তাহার জন্য আমি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি। অন্তঃকবণের সত্যিকারেব যে শান্তি, তাহা তুমি। তুমিই উহার একমাত্র আশ্রয়। তোমাকে বাদ দিলে সব কিছুই নীরস ও অস্থির হইয়া যায়। এমন যে শান্তি সেই শান্তির কোলেই অর্থাৎ সনাতন .অদ্বিতীয় সংস্বরূপ তোমাব কোলেই আমি মহানিদ্রায় শান্তি লাভ করিব।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## টিপ্পনী

১ বপুবাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথাতথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো-
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

—যামুনাচার্য্যবিরচিতম্ স্তোত্রবত্নম্-৫২

[দেহাদিবেষয়ে আমার যে কোন আখ্যাই হউক না কেন, অথবা গুণবিচারে আমার যে কোন পরিচয়ই হউক না কেন, হে ভগবান! আমি অদ্যাই আমার এই অহং-বুদ্ধি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।]

২ (ক) প্রভু ম্যয় গোলাম, ম্যয় গোলাম, ম্যয়
গোলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান, তু দেওয়ান মেরা॥
দো রুটি এক লঙ্গোটি, তেরে পাস ম্যয় পায়া।
ভগতি ভাব আউর দে নাম তেরা গাঁবা॥
তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা মীরাঁ।
অব্‌কি বার দে দীদার মেহর কর ফকীরাঁ॥

তু দেওয়ান মেহেরবান নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীর শরণে আয়া চরণ লাগে তারেয়া॥

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (২য় ভাগ, ১১শ সং-এর ৬ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৃঃ নং ২৮৩)-ধৃত কবীরের দোহা

(খ) "তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১

---

# ষোড়শ অধ্যায়

## শান্তির আলয়

আমার শান্তির জন্য আমি যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা করিতে বা ভাবিতে পারি, তাহা লাভের জন্য আমি ইহজগতে অনুসন্ধান না করিয়া স্বর্গলোকেই অনুসন্ধান করিয়া থাকি।

কারণ, আমি যদি ঐহিক সকল রকম সুখও লাভ করি এবং সকল আনন্দই উপভোগ করিতে সমর্থ হই, তথাপি ইহা নিশ্চয়ই যে, ঐ সবই অনিত্য। সুতরাং, যিনি দীনজনের চিত্তে শান্তি দান করেন এবং যিনি বিনম্র জনকে উৎসাহ প্রদান করেন, সেই ঈশ্বর ব্যতীত, রে মন, তুমি অন্য কোথাও পরম শান্তি এবং বিমল আনন্দ পাইবে না। ওরে মন, আর কিছুকাল অপেক্ষা কর,— দৈব কৃপার জন্য অপেক্ষা কর, তাহা হইলে তুমি স্বর্গলোকে সদ্‌বস্তু সকল প্রচুর

পবিমাণে লাভ কবিতে পাবিবে। যদি তুমি অনিত্য বিষযসমূহ অপবিমিতভাবে কামনা কব, তবে কিন্তু তুমি যাহা স্বর্গীয এবং যাহা নিত্য সেই সকল বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবে। অনিত্য বস্তু সকল ব্যবহাব কব, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কবিবে একমাত্র নিত্য বস্তুকে।[১] কাবণ, অনিত্য বস্তু ভোগ কবিবাব জন্য তোমাব জন্ম হয নাই বলিযা তুমি ঐ সকল বস্তুতে শান্তি পাইবে না।

২। ঐহিক সকল বস্তু লাভ কবিলেও তুমি উহাব দ্বাবা সুখী হইতে পাবিবে না, শান্তিও পাইবে না। সব কিছুবই স্রষ্টা একমাত্র সেই ঈশ্ববেই তোমাব শান্তি ও আনন্দ আছে। ইহা ছাড়া, বিষযাসক্ত মূর্খ জীবেবা যাহাব সুখ্যাতি কবে, তাহাতে শান্তি ও আনন্দ না পাইয়া, যাহা যীশুব নিষ্ঠাবান্ সেবকেবা কামনা কবেন, এবং যাহাব আস্বাদ শুদ্ধচিত্ত ধার্ম্মিক কখনও কখনও পাইযা থাকেন, এবং যাহাব বিষয়ে স্বর্গলোকে আলোচনা হয, সেইসকল বিষয়েতেই তুমি শান্তি এবং আনন্দ পাইবে।

মানুষেব কাছে যে সুখ পাওযা যায, তাহা সবই অনিত্য। অন্তবে সত্যস্বৰূপেব কাছ হইতে যে-সুখ লাভ হয়, তাহাই শুদ্ধ ও নিত্য।[২]

যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি সর্ব্বত্রই এই শান্তিদাতা যীশুব ধ্যান কবেন, এবং তাঁহাব নিকট প্রার্থনা কবেন—

"হে প্রভু! যীশু! সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র তুমি আমাব সঙ্গে থাকিও। মানুষেব কাছে কোনৰূপ শান্তিব অপেক্ষা না কবিয়া হৃষ্টচিত্তে জীবনযাপন কবাব মধ্যেই যেন আমি শান্তি লাভ কবি। তোমাব কাছে সান্ত্বনা না পাইলেও তোমাব ইচ্ছা ও বিচাবেব উপব নির্ভব কবিয়া জীবনযাপন কবিতেই আমি যেন আনন্দ পাই। কাবণ, আমাব প্রতি তোমাব বোষ সব সময় থাকিবে না, বা তুমি আমাকে অনন্ত কাল ধবিয়াই ভয় দেখাইবে না।"

## টিপ্পনী

১ "সংসার করবে, অথচ মাথার কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।

"...তোমরা সংসারের কাজ করবে কিন্তু কালরূপ (মৃত্যুরূপ) ঢেঁকী হাতে পড়বে, এটি হুঁশ রেখো।

"ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিড়ে কাঁড়ে। একজন পা-দিয়ে ঢেঁকী টেপে, আর একজন নেড়েচেড়ে দেয়। সে হুঁশ রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হতের উপর না পড়ে। এদিকে ছেলেকে মাই দেয়, আর এক হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে, 'তোমার কাছে এত বাকী পাওনা আছে, দিয়ে যেও।'

"ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই; তবে দুদিক রাখা হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৫।১

২। "বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ ক'রছে— কিন্তু অন্তরে কি আছে তা কে জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন,— জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।২।১

# সপ্তদশ অধ্যায়

## আত্মসমর্পণ

বৎস, তোমার ভাবনা আমার[১] উপর ছাড়িয়া দাও; তোমার কি প্রয়োজন, তাহা আমি জানি। তোমার চিন্তা মানুষের মত, সেই কারণেই মানবপ্রকৃতির ভাবাবেগদ্বারাই তুমি অনেক বিষয় বিচার করিয়া থাক।

২। নাথ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। আমার নিজের জন্য আমার যতটা ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তোমার ভাবনা আমার জন্য। যে-ব্যক্তি তাহার সব ভাবনা-চিন্তা তোমার উপর ছাড়িয়া দেয় না, সেই ব্যক্তি খুব অস্থিরভাবেই জীবন যাপন করে। প্রভু! তুমি যেমন খুসি আমার সঙ্গে ব্যবহার কর। কিন্তু তোমার প্রতি আমার নিষ্ঠা যেন ঠিক ও অবিচল থাকে। কারণ, তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহারই কর না কেন, উহাতে শুভ ছাড়া অশুভ কিছুই হইতে পারে না।

আমি অজ্ঞান-অন্ধকারে থাকি— ইহা যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাই হউক। আর যদি তুমি চাও যে, আমি জ্ঞানালোকে থাকি, তবে তাহাতেও তোমার ইচ্ছারই জয় হউক। যদি তুমি কৃপা করিয়া আমাকে শান্তিতে রাখিতে চাও, সেখানেও তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; এবং যদি আমাকে কষ্টে রাখা তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও তোমার ইচ্ছা বরাবর জয়যুক্ত হউক।

৩। বৎস! আমার সঙ্গে বিহার করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তোমার এইরূপ অবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দুঃখ এবং আনন্দ— উভয়ই সহ্য করিবার জন্য তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিঃস্ব দারিদ্র্য এবং পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য— উভয় অবস্থাতেই তোমার প্রফুল্ল থাকা উচিত।

৪। প্রভু! তোমার জন্য তোমার আদেশমত আমি যে কোন-অবস্থাই হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিব। তোমার কাছ হইতেই আমি অবিচলিতভাবে ভাল-মন্দ, তিক্ত-মধুর, আনন্দ-নিরানন্দ— সব গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত আছি, এবং আমার যাহাই ঘটুক না কেন, সর্ব্ব অবস্থায় আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব। আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর। তাহা হইলে আমি মৃত্যু বা নরক— কিছুকেই ভয় করিব না।[২] সুতরাং, তুমি যদি আমাকে তোমার কাছ হইতে চিরকালের মত ত্যাগ না কর বা ভক্তিময় জীবন যাপন হইতে একেবারে বঞ্চিত না কর, তবে আমার যেরূপ কষ্টই আসুক না কেন, তাহা আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

## টিপ্পনী

১ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

—গীতা ১৮।৬৬

[তুমি সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।]

২ (ক) ভক্তবৎসলমর্চিতং নিধিমক্ষয়ং হরিদম্বরং
সর্বভূতপতিং পরাৎপরমপ্রমেয়মনুত্তমম্।
সোমবারিদভূহুতাশনসোমপানিলখাকৃতিং
চন্দ্রশেখরমাশ্রয়ে মম কিং করিষ্যতি বৈ যমঃ।

—মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতং চন্দ্রশেখরাষ্টকম্ ৮

[যিনি ভক্তবৎসল, যিনি সর্ব্বজনপূজিত, যিনি অক্ষয় ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, যিনি দিগম্বর, সর্ব্বভূতপতি, পরাৎপর, অপ্রমেয় ও

অনুত্তম, যিনি, চন্দ্র, মেঘ, পৃথিবী, অগ্নি, যজমান, বায়ু ও আকাশরূপী ; আমি সেই চন্দ্রশেখরকে আশ্রয় করিলাম ; যম আমার কি করিবে ?]

(খ) অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে বোপণ করেছি।
এ দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

—রামপ্রসাদ সেন

---

# অষ্টাদশ অধ্যায়

## দুঃখসহিষ্ণুতা

বৎস, তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি স্বর্গলোক হইতে অবরতণ[১] করিয়া তোমাদের দুঃখের বোঝা আমার স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছি। আমার কোন প্রয়োজন নাই, তথাপি তোমরা যাহাতে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা কর এবং বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া অনিত্য দুঃখ-কষ্টকে সহ্য করিতে পার, তাহার জন্য করুণায় অবতরণ করিয়াছি। দেখ, আমার আবির্ভাবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রুশকাঠে দেহত্যাগ পর্যন্ত দুঃখভোগ হইতে আমি নিস্তার

পাই নাই। ঐহিক বিষযেব দিক্ হইতেও আমি বডই দবিদ্র ছিলাম। প্রাযই আমাকে আমাব নিজেব বিকদ্ধে অনেক অভিযোগ শুনিতে হইযাছে। ইহা ছাডা, হৃষ্টচিত্তে আমি অপমান ও নিন্দাবাদ সহ্য কবিযাছি। উপকাবেব পবিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অলৌকিক বিষয প্রদর্শনেব বিনিময়ে ঈশ্বরে অবিশ্বাস এবং পাবমার্থিক শিক্ষাদানেব বিনিময়ে ভর্ৎসনা লাভ কবিযাছি।

২। নাথ! তোমাব পবমপিতাব আদেশ পালন কবিবাব জন্য যেমন তুমি তোমাব জীবনকালে ধৈর্য্যেব সঙ্গে দুঃখ-কষ্ট সহ্য কবিযাছিলে, ঠিক তেমনভাবে আমাব ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য জীবেব পক্ষেও আমাব আত্মাব কল্যাণেব জন্য এই অনিত্য জীবনবে দুঃখ-কষ্ট তোমাব ইচ্ছাব উপব আত্মসমর্পণ কবিয়া ধৈর্য্যেব সহিত আমাব সহ্য কবা কর্ত্তব্য। এই বর্ত্তমান জীবনটা আমাদেব কাছে পীডাদাযক হইলেও এখন তোমাব কৃপায় খুবই লাভজনক হইযাছে, এবং তোমাব আদর্শ ও তোমাব সাধুভক্তজনেব পদাঙ্ক দুর্ব্বলচিত্ত সাধকদেব কাছে তাহাদেব জীবনকে অধিকতব উজ্জ্বল ও সহনীয় কবিয়াছে।

প্রাচীনকালে পুবাতন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসাবে স্বর্গেব দুযাব বন্ধ থাকিত। তখনকাব অপেক্ষা এখন ববং অনেক বেশী আশা ভবসা আছে। তখন স্বর্গে গমনেব পথ[২]ও অধিকতব ঘোবাল মনে হইত। সেইজন্যই খুব কম লোক স্বর্গবাজ্যে গমনেব জন্য চেষ্টা কবিত। অধিকন্তু, সেই প্রাচীন কালেও যাঁহাবা ন্যায়পবায়ণ ছিলেন, এবং যাঁহাবা মুক্তিলাভেব অধিকাবী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন, তাঁহাবাও ক্রুশবিদ্ধ তোমাব যন্ত্রণা সহ্য কবিয়া তোমাব মহান্ মৃত্যুব প্রতি সম্মান প্রদর্শন না কবা পর্যন্ত স্বর্গলোকে প্রবেশ কবিতে পাবিতেন না।

৩। অহো, তুমি কৃপা কবিয়া আমাকে এবং সকল নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক লোককে তোমাব নিত্যধামে যাইবেব জন্য যে-উৎকৃষ্ট ও

যথার্থ পথ প্রদর্শন কবিয়াছ, তাহাব জন্য তোমাকে কত ধন্যবাদ প্রদান কবা আমাব কর্ত্তব্য! কাবণ, তোমাব জীবনই আমাদেব পথস্বরূপ। তোমাব ধৈর্য্যকে আদর্শ কবিযা উহাবই সাহায্যে আমাদেব মাথাব মণি তোমাব দিকে আমবা অগ্রসব হইব। তুমি যদি আমাদেব আগে আগে গিযা আদর্শ না দেখাইতে, তবে কে আব উহা অনুসবণ কবতে যত্ন কবিত? আহা! তোমাব মহান্ জীবন আদর্শ অনুসাবে জীবন যাপন না কবিবাব ফলে কত লোক পশ্চাতে ও বহু দূবে পড়িযা থাকিবে! দেখ, আমবা তোমাব এত সকল অলৌকিক শক্তি ও ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষাব কথা শুনিযাও এখনও উদ্যমহীন হইযা বহিয়াছি! তোমাকে অনুসবণ কবিবাব জন্য এত বড উজ্জ্বল[৩] আদর্শ যদি আমাদেব না থাকিত তবে আমাদেব কী দশা হইত!

## টিপ্পনী

১ যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভাবত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পবিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—গীতা ৪।৭-৮

[হে ভাবত! যখন যখন ধর্মেব হানি এবং অধর্মেব অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি মূর্ত্তি ধাবণ কবিয়া ধবাধামে অবতীর্ণ হই। সাধুদিগেব বক্ষণার্থ, দুষ্কৃতকাবীদেব বিনাশেব জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনেব জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।]

২ (ক) ক্ষুবস্য ধাবা নিশিতা দুবত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—কঠোপনিষদ্ ১।৩।১৪

[মেধাবিগণ বলেন— ক্ষুরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, উক্ত পথও (আত্মজ্ঞানলাভের পথ) সেইরূপ দুর্গম।]

(খ) Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

—St. Matthew vii-14

[কারণ, অমৃতত্বলাভের পথ সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম। অল্প লোকই সেই পথে যাইতে পারে।]

৩ I am come a light into the wold, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

—St. John xii-46

[আমি জগতে জ্ঞানালোকরূপে অবতীর্ণ। যে-কেহ আমাতে বিশ্বাস রাখিয়া চলিবে, তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়া যাইবে।]

---

# ঊনবিংশ অধ্যায়

## ধৈর্য্য

বৎস! তুমি একি বলিতেছ! আমার জীবনের ক্রুশবিদ্ধ যাতনা এবং অপরাপর সাধু মহাত্মাদের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া অভিযোগ করিবার অভ্যাস ত্যাগ কর। এখন পর্যন্ত তুমি তোমার দেহকেই বশীভূত করিতে পার নাই। যাঁহারা এত কষ্ট ভোগ

করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবনে এত বড় প্রলোভনের পরীক্ষা আসিয়াছে, এবং যাঁহারা এত কঠোরভাবে যাতনা ভোগ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা এতভাবে পরীক্ষা ও সাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের তুলনায় তোমার দুঃখ-কষ্ট ও যাতনা কিছুই নয় বলিলে চলে। সুতরাং, যাহাতে তুমি তোমার অতি সামান্য দুঃখ-কষ্ট সহজভাবে সহ্য করিতে পার, তাহার জন্য অপরের গভীর দুঃখের কথা তোমার স্মরণ করা উচিত। কিন্তু যদি তোমার দুঃখ-কষ্ট তোমার কাছে খুব সামান্য বলিয়া মনে না হয়, তবে তোমার অধৈর্য্যই যাহাতে পুনরায় উহার কারণ না হইয়া ওঠে সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। যাহা হউক, দুঃখ-কষ্ট সামান্য বা বেশি—যাহাই হউক না কেন, ঐ সকলকে ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতে চেষ্টা করিবে।[১]

২। দুঃখ-কষ্ট, যাতনা প্রভৃতি ভোগ করিবার জন্য তুমি যত অধিক নিজেকে প্রস্তুত রাখিবে, তত অধিক জ্ঞানের পরিচয় দিবে, এবং তত বেশি শুভ ফল লাভ করিবে। ইহা ছাড়া, তুমি মন ও অভ্যাস—উভয়ের দ্বারা যাতনা ভোগ করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত থাকিলে উহা সহ্য করা তোমার পক্ষে অধিকতর সহজ হইবে।

অমুক লোকের এরূপ ব্যাপার সকল আমি সহ্য করিতে পারি না, এই ধরনের বিষয় সহ্য করাও আমার পক্ষে উচিত নয়। কারণ, সে আমার প্রতি খুব অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, এবং যাহা আমি কখনও চিন্তাও করি নাই এমন সব বিষয়ের জন্য আমাকে তিরস্কার করিয়াছে। কিন্তু, অপর কাহারও বিষয় আমি স্বেচ্ছায় সহ্য করিব ; অর্থাৎ যদি বুঝি যে,উহা আমার সহ্য করা উচিত তবেই আমি সেইসব সহ্য করিব।[২] —এই প্রকার কথা বলিও না। এইরূপ চিন্তা মূর্খতার পরিচয়। ইহার দ্বারা ধৈর্য-গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না, এবং উহা ঈশ্বরের চক্ষে প্রশংসনীয়ও নয়। বরং যাহারা এইরূপ চিন্তা করে, তাহারা এবং তাহাদের অভিযোগের বিষয় অত্যন্ত লঘু হইয়া যায়।

৩। যে-লোক তাহার খুশিমত এবং তাহার পছন্দমত লোকের কাছে দুঃখ ভোগ করিতে চায়, সেই লোককে যথার্থ ধৈর্য্যশীল বলা যায় না। কিন্তু, যিনি যথার্থ ধৈর্য্যশীল, তিনি ছোট বড় সমবয়সী প্রভৃতি যে কোন লোকের কাছে— সৎ সাধুপুরুষ বা অসৎ অপদার্থ লোকের কাছে— যাহার কাছেই যাতনা ভোগ করুন না কেন,— তাহাতে কিছু মনে করেন না। বরং, প্রাণী নির্বিশেষে তাহাকে যে যতই কষ্ট দিক না কেন, বা যতবারই বিপদে ফেলুক না কেন, তিনি সেই সকলকে ঈশ্বরের দান মনে করিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে বরণ করিয়া লয়েন এবং উহা তাঁহার পক্ষে খুব কল্যাণজনক বলিয়া মনে করেন। কারণ, শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য যে-কেহ যত সামান্যই দুঃখ ভোগ করুক না কেন, ভগবান তাহাকে উহার বিনিময়ে শুভ ফল প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৪। সুতরাং, সিদ্ধিলাভ করিবার বাসনা থাকিলে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। সংগ্রাম ব্যতীত তুমি ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে অনিচ্ছুক হইলে বুঝিতে হইবে— তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে চাও না। সুতরাং, সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে বীরের ন্যায় সংগ্রাম কর— ধৈর্য্য ধরিয়া কষ্ট সহ্য কর। তপস্যা ব্যতীত শান্তি লাভ অসম্ভব এবং সংগ্রাম ব্যতীত জয় লাভও হয় না।

৫। প্রভু! আমার কাছে স্বাভাবিকভাবে যাহা অসম্ভব মনে হয়, তাহা যেন তোমার কৃপাতে আমার নিকট সম্ভব হইয়া ওঠে। তুমি জান যে, আমি খুব অল্পই সহ্য করিতে পারি, এবং সামান্য বিপদ আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে দমিয়া যাই।

তোমার নামের জন্য যেন প্রত্যেকটি দুঃখই আমার কাছে মধুর এবং বরণীয় হয়। কারণ, তোমার জন্য দুঃখ এবং অশান্তি ভোগ আমার আত্মার পক্ষে কল্যাণজনক।

## টিপ্পনী

১ (ক) সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥

—বিবেকচূড়ামণিঃ ২৪

[প্রতিকারের চেষ্টাবিহীন ও সঙ্গে সঙ্গে বিলাপরহিত হইয়া দুঃখ সহ্যকরাকে তিতিক্ষা বলে।]

আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সাধকের পক্ষে এই প্রকার তিতিক্ষা অভ্যাস অপরিহার্য্য।

(খ) খন্তী পরমং তপো তিতিক্ষা
নিব্বাণং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।
নহি পব্বজিতো পরূপঘাতী।
ন সমনো হোতি পরং বিহেঠয়ন্তো॥

—ধম্মপদ, বুদ্ধবগ্গো-৬

[ক্ষান্তি এবং তিতিক্ষা পরম তপ। নির্বাণ বুদ্ধগণের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে পরোপঘাতী, সে প্রব্রজিত নহে, যে পরোৎপীড়ক, সে শ্রমণ নহে।]

২ অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজ্জিনি মং অহাসি মে।
যে তং উপনহ্যন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি॥
অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজ্জিনি মং অহাসি মে।
যে তং ন উপনহ্যন্তি বেরং তেসূপসম্মতি॥

—ধম্মপদ, যমকবগ্গো-৩-৪

["আমি তিরস্কৃত, প্রহৃত, পরাজিত, লুণ্ঠিত"— যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে, তাহাদের বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না।

"আমি তিরস্কৃত, প্রহৃত, পরাজিত, লুণ্ঠিত"— যাহারা এইরূপ চিন্তা পোষণ করে না, তাহাদের বিদ্বেষ প্রশমিত হয়।]·

---

# বিংশ অধ্যায়

## অপরাধ-স্বীকার

প্রভু! আমার অসাধুতা ও দুর্ব্বলতার কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিব। প্রায়ই দেখি— আমি সামান্য ব্যাপারে দুঃখিত ও উৎসাহহীন হইয়া পড়ি। আমি সাহসের সঙ্গে চলিব বলিয়া সংকল্প কবি বটে কিন্তু যেই সামান্য প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে খুব সঙ্কুচিত হইয়া যাই। সময় সময় সামান্য বিষয় হইতেই বড় রকমের প্রলোভনের পরীক্ষা আসে। আমি যখন নিজেকে বেশ নিরাপদ ভাবি এবং কোন প্রকার প্রলোভনের পরীক্ষা আসিবার কথা যখন মোটেই আশা করি না, সেইরূপ অবস্থাতেই মাঝে মাঝে সামান্য ফুৎকারে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া যাই।

২। অতএব, প্রভু! আমার হীন অবস্থা লক্ষ্য কর। আমার সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার কথা তোমার জানা আছে। সুতরাং, আমি যাহাতে প্রলোভনরূপ কর্দমের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া না পড়ি, এবং সেইখানে চিরকালের মত ভীষণভাবে পতিত হইয়া পড়িয়া না থাকি, তাহার জন্য তুমি কৃপা করিয়া আমাকে সেই কর্দম হইতে উদ্ধার কর। আমি এত সহজেই নীচে নামিয়া যাই এবং রিপুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার ব্যাপারে আমি এত দুর্ব্বল! এইরূপ চিন্তায় আমি মাঝে মাঝে পশ্চাতে হটিয়া যাই, এবং তোমার কাছে

লজ্জিত হইয়া পড়ি। রিপুর কু-ইঙ্গিতে আমি কোনরূপ সাড়া না দিলেও তাহাদের ঘন ঘন আক্রমণে আমি কষ্ট এবং দুঃখ পাই। এবং প্রতিদিন এইরূপ সংগ্রাম করিয়া জীবন যাপন করা আমার কাছে খুবই কষ্টকর। আমার এইরূপ দুর্ব্বলতার কথা আমি জানি। ঐ দুর্ব্বল অবস্থাতেই ঘৃণ্য কু-প্রবৃত্তিসমূহ আমাব মন হইতে চলিয়া যাওযার পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা আরও সহজভাবে উহাতে বেগে প্রবেশ কবে।

৩। নিষ্ঠাবান্ ও অনুরাগী ভক্তজনের প্রেমের ঠাকুর হে ইহুদীদেশের সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর! তুমি তোমার সেবকের প্রচেষ্টা ও দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া তাহার কর্ত্তব্যসমূহ সম্পাদন করিতে যদি তুমি সাহায্য করিতে।

আদি রিপু আমার এই হতচ্ছাড়া দেহটা এখনও সম্পূর্ণরূপে আত্মার বশীভূত হয় নাই। উহা যাহাতে প্রবল হইয়া প্রাধান্য লাভ না করে, তাহার জন্য তুমি আমাকে দিব্যবলে বলীয়ান্ করিয়া তোল। কারণ, যতদিন আমি এই দুঃখের জীবন যাপন করিব, ততদিন উহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আমাব প্রায়োজন হইবে।

হায়! এই জীবনটা কী রকম!— সর্ব্বদাই দুঃখ-কষ্টে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বদাই বন্ধন ও রিপুতে পরিপূর্ণ! কারণ, একটি দুঃখ বা প্রলোভনের পবীক্ষা কাটিল তো আর একটি আসিয়া উপস্থিত হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রথমকার সংগ্রাম শেষ হইতে-না-হইতেই আরও অনেক দুঃখ অভাবনীয়রূপে একটির পর একটি করিয়া আসিতে থাকে।[১]

৪। যে-জীবনে এত রকম দুঃখ এবং যাহা এত রকমে বিপদসঙ্কুল সেই জীবন কেমন করিয়া প্রিয় হইতে পারে? ইহা ছাড়া, এত রকম বিনাশ ও আঘাতের যে জনক, তাহাকে কেমন করিয়াই বা জীবন বলা হয়? তথাপি, ইহা মানুষের ভালবাসার বস্তু এবং অনেকে উহাতেই সুখ লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে।

এই জগৎটাকে প্রায়ই মায়াময় এবং অসার বলিয়া দোষারোপ করা হয়, তথাপি মানুষ সহজে উহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না[২] ; কারণ, তাহার বিষয়বাসনা খুব প্রবল।

কেহ কেহ আমাদিগকে ঐহিক বিষয়কে ভালবাসিতে বলে, আবার কেহ কেহ উহাকে ঘৃণা করিতে বলে। দেহের আসঙ্গলিপ্সা,[৩] চক্ষুর দর্শনের কামনা এবং জীবনের অহঙ্কারই আমাদিগকে জগতের প্রতি আসক্ত করে। কিন্তু ঐ সবের পরিণাম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া জগতের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও বৈরাগ্যের উদয় হয়।

৫। কিন্তু হায়, যে-লোক ঐহিক বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহার মন হীন সুখলিপ্সার বশীভূত হইয়া পড়ে এবং সে কণ্টকময়-জীবনই সুখের মনে করে[৫]। কারণ, সে ঈশ্বরেব মাধুর্য্য বা আধ্যাত্মিক জীবনের আভ্যন্তরিক আনন্দ— কোনটিবই আস্বাদ পায় নাই। কিন্তু যাঁহাদের অনিত্য বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বৈবাগ্য আসিয়াছে, এবং যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বব-লাভের জন্য সাধনা করেন, তাঁহাদের নিকট যথার্থ সংসারত্যাগীদেব লভ্য এই স্বর্গীয় মাধুর্য্য অজ্ঞাত নয়। তাঁহারা খুব পরিষ্কাররূপে দেখেনও জগতের লোক কিরূপ সাংঘাতিকভাবে ভ্রান্ত পথে জীবন যাপন করিয়া নানাভাবে প্রবঞ্চিত হইতেছে।

## টিপ্পনী

১　একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য।
　তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি॥

—হিতোপদেশঃ (মিত্রলাভঃ) ১৮

[সমুদ্রের পারের ন্যায় একটি দুঃখের শেষ সীমায় যাইতে না-যাইতেই আর একটি আসিয়া উপস্থিত হইল। অনর্থ সকল ছিদ্র পাইলেই বিস্তার লাভ করিয়া থাকে।]

২ "বদ্ধজীবের— সংসারীজীবের— কোনমতে হুঁশ হয় না। এত দুঃখ, এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয না।

"উট কাঁটা ঘাস বড ভালবাসে। কিন্তু যত খায়, মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ ক'রে পড়ে ; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না। সংসারী লোক এত শোক-তাপ পায়, তবু কিছুদিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হলো, তবুও আবার বিয়ে ক'রবে। ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছুদিন পরেই সব ভুলে গেল। সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হ'য়েছিল, আবাব কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না করলো! এ রকম লোক মেয়েব বিয়েতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবাব বছরে বছরে তাদের মেয়ে, ছেলেও হয়। মোকদ্দমা ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে! যা ছেলে হ'য়েছে তাদেরই খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখতে পারে না, আবার বছরে বছরে ছেলে হয়!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৪।২

৩ যস্স ছত্তিংসতী সোতা মনাপসস্সবনা ভুসা।
বাহা বহন্তি দুদ্দিট্‌ঠিং সংকপ্পা রাগনিস্সিতা॥

—ধন্মপদ, তহ্না বগ্গো-৬

[যাহার ভোগতৃষ্ণা ষট্‌তিংশৎ ইন্দ্রিয়দ্বারে* অতিশয় প্রবল, রাগমিশ্রিত সংকল্প সমূহ সেই মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্নকে ভাসাইয়া লইয়া যায়]

৪ 'সব্বে সংখারা দুক্‌খাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতী দুক্‌খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া॥

—ধম্মপদ, মগ্গ বগ্গো-৬

---

[*ষট্‌ত্রিংশৎ ইন্দ্রিয়দ্বার— চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায়, এবং মন ; ছয় বাহ্যির যথা— রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ এবং ধর্ম্ম। এই দ্বাদশ দ্বার কাম, ভব এবং বিভব— এই ত্রিবিধ তৃষ্ণার প্রত্যেকটির জন্য কর্ম্মপরায়ণ।]

[সর্ব্ব বিশ্ব দুঃখময়— ইহা যিনি প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করেন, তিনি আব দুঃখে আকৃষ্ট হন না ; ইহাই বিশুদ্ধির মার্গ।]

৫　"বদ্ধজীব হয়তো বুঝেছে যে, সংসারে কিছুই সার নাই ; আমড়াব কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবু ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৪।২

---

# একবিংশ অধ্যায়

## ঈশ্বরনির্ভরতা

মন, তুমি সর্বদা সর্ব বিষয়ে সর্বোপরি ঈশ্বরে নির্ভর কর। কারণ, তিনিই সাধুগণের শাশ্বত আশ্রয়স্থান।[১]

পরম সুখদ হে প্রেমময় যীশু ! সমস্ত জীবের উর্ধ্বে, স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য মান যশ ক্ষমতা আভিজাত্য জ্ঞান নৈপুণ্য সম্পদ বিদ্যা আনন্দ-উল্লাস স্তুতি-প্রশংসা, স্বস্তি-তৃপ্তি, আশা-প্রতীক্ষা, যোগ্যতা-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি সকল ঐহিক বস্তুর উর্ধ্বে বরদান ও কৃপা তুমি আমাদিগকে করিতে পার এবং মানুষের মন যত রকম আনন্দ ও উৎসব অনুভব করিতে পারে সেই সবেরও উর্ধ্বে, এমনকি প্রধান অপ্রধান সকল স্বর্গীয় দেবদূত ও দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর উর্ধ্বে, আমি যেন একমাত্র তোমাতেই নির্ভর করিতে পারি। হে প্রভু! তুমি আমাকে এই বর প্রদান কর।

২। কারণ, হে নাথ! আমার ঈশ্বর! সকলের ঊর্ধ্বে তুমিই একমাত্র পরম মঙ্গলময়। তুমিই সর্বাপেক্ষা উন্নত, তুমিই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান্, তুমিই একমাত্র পূর্ণ ও আত্মারাম। যাহা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও যিনি সর্বাপেক্ষা প্রেমময়, তাহা তুমি। যত কিছু আছে, সেই সবের মধ্যে তুমি সর্বাপেক্ষা মহান্। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, তাহা সব তোমার মধ্যেই আছে; অতীতেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং, তোমাকে যদি দর্শন করিতে বা পরিপূর্ণভাবে লাভ করিতে না পারিলাম, তুমি নিজেকে ছাড়া আর যাহা কিছু আমাকে দান কর না কেন, বা তোমার বিষয়ে যাহা কিছু দেখাও না কেন, তাহা অকিঞ্চিৎকব ও অতৃপ্তিদায়ক[৩]। কারণ, আমার মন যদি তোমাতে আশ্রয় লাভ না করে এবং যে কোন বর এবং বিষয়কে ত্যাগ করিতে না পারে, তবে উহা যথার্থ শান্তিলাভ করিতে পাবিবে না।

৩। আমার প্রিয়তম হৃদয়বল্লভ হে যীশু! তুমি প্রেমিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ, তুমি সকল সৃষ্টির অধীশ্বর। আহা, তোমার কাছে উড়িয়া গিয়া তোমার চরণে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য আমার যদি যথার্থ মুক্তিরূপ ডানা থাকিত! নাথ! আমার ঈশ্বর! মনের প্রশান্তি লাভ করিয়া তোমার মাধুর্য্য অনুভব করিবার বর কবে আমি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিব[৪]? আমার অহং-কে যেদিন সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকেই একমাত্র উপলব্ধি করিব— অহংকে করিব না, সেই দিন আমার কবে আসিবে? কিন্তু এখন আমি প্রায়ই হাহাকার কবি, এবং দুঃখের সহিত দুর্দশা ভোগ করি। কারণ, এই দুঃখময় সংসারে অনেক অনর্থ আসিয়া আমাকে কষ্টে ফেলে, মানসিক কষ্ট দেয়, মোহে আচ্ছন্ন করে, এবং আমি যাহাতে তোমাকে বিনা বাধায় লাভ করিতে না পারি, বা ভাগ্যবান সাধকদের সহজলভ্য মধুর দর্শনাদির আনন্দ যাহাতে উপলব্ধি করিতে না পারি, তাহার জন্য উহারা কখনও কখনও আমাকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া গিয়া বিভ্রান্ত করে, প্রলোভন দেখায় এবং আসক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করে।

আহা, আমাব এই যে বহু বকম ঐহিক বাধা ও গভীব দুঃখ, তাহা যেন আমাব প্রতি তোমাব ককণাব উদ্রেক কবে।

৪। হে যীশু ! তুমি শাশ্বত সত্যেব দীপ্তি। সাধকদেব অন্তবেব শান্তিও তুমি। আমাব বসনা নীববে তোমাব নাম জপ কবে, এবং আমাব নীববতাব দ্বাবাই তোমাব সঙ্গে আমি কথা বলি। নাথ ! তোমাব আবির্ভাবেব কত দেবী[৫] ?

আমি তোমাব হতভাগ্য, উপেক্ষিত সেবক। আমাব কাছে আগমন কবিযা আমাকে সুখী কবিতে এবং তোমাব হস্তেব স্পর্শে আমাব মত একজন নিঃস্ব অধমকে সকল প্রকাব দুঃখেব কবল থেকে মুক্ত কবিতে তোমাব ইচ্ছা হউক।

প্রভু ! তুমি এস—এস। কাবণ, তোমাকে ছাড়া আমাব কোন দিন বা ঘণ্টাই আনন্দেব হইবে না। তুমিই আমাব আনন্দ, তোমাকে ছাড়া আমাব ঘব শূন্য[৬]। যতক্ষণ না তুমি আমাকে তোমাব আবির্ভাবরূপ আলোব দ্বাবা আলোকিত কবিয়া মুক্তিব বব প্রদান কবিতেছ এবং আমাব প্রতি প্রসন্নবদনে চাহিতেছ, ততক্ষণ আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ কযেদীব মত হতভাগ্য জীব মাত্র[৭]।

৫। তোমাকে কামনা না কবিয়া অপবে যাহা ইচ্ছা কামনা কবে ককক, আমি কিন্তু আমাব ঈশ্বব, আমাব আশা, আমাব শাশ্বত মুক্তি তোমাকে ছাড়া আব কিছুতেই আনন্দ পাইব না[৮]। যতক্ষণ না আমি আবাব তোমাব কৃপা লাভ কবি, এবং যতক্ষণ না তুমি অন্তবে আমাব সঙ্গে কথা বল, ততক্ষণ আমি নীবব থাকিব না এবং প্রার্থনা হইতেও বিবত হইব না।

দেখ, এই যে আমি আসিয়াছি। যেহেতু তুমি আমাকে ডাকিয়াছ, সেইহেতুই আমি আসিযাছি। আমাব জন্য তুমি কাঁদিয়াছ এবং আমাকে আকুলভাবে আকাঙ্ক্ষা কবিয়াছ, দীনভাব অবলম্বন কবিয়া অন্তবে

অনুতাপের জ্বালা সহ্য করিয়াছ, —এই সব কারণেই আমি তোমার কাছে আসিয়াছি।

আমি তখন বলিলাম—প্রভু! তোমার জন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াই আমি তোমাকে ডাকিয়াছি এবং তোমাকে সম্ভোগ করিবার জন্যই আমার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। কারণ, তোমাকে লাভ করিবার প্রেরণা তুমিই আমাকে প্রথম দিয়াছিলে। নাথ! তোমার জয় হউক। কাবণ, তুমি অপার করুণায় এই সেবকের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ।

৬। তোমার কাছে তোমার সেবকের অধিক আর কী বলিবার আছে? তাহার অযোগ্যতা ও নীচতার কথা সর্বদা স্মরণ রাখিয়া তোমার কাছে সে নিজে খুব দীনভাব অবলম্বন করিতে পারে মাত্র। কারণ, স্বর্গে মর্ত্তে যত বিস্ময়কর বস্তুই থাকুক, তোমার তুল্য একটিও নয়। তোমার সৃষ্টি অতি উত্তম। তোমাব বিচার যথার্থ এবং তোমার বিধানমতই এই বিশ্বসংসার শাসিত হইতেছে। সুতরাং, হে জ্ঞানরূপী পরমপিতা! তোমার জয় হউক। আমার মুখ, আমার অন্তরাত্মা এবং অপর সকল জীব মিলিয়া তোমার গুণকীর্ত্তন করুক।

## টিপ্পনী

১ (ক) সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো
নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবনমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্ বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য॥

—ভাগবতম্- ১২।৪।৪০

[বিবিধ দুঃখদাবাগ্নিতে দগ্ধ জীব যদি অতি দুস্তর সংসারসিন্ধু অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে ভগবান পুরুষোত্তমের

লীলাকথা-রসাস্বাদনকেই আশ্রয় করিতে হইবে। কারণ, এই ভবসমুদ্র পার হইবার অন্য কোন তরী নাই।]

(খ)　এ-কুলে ও-কুলে　　দুকুলে গোকুলে
　　　　আপনা বলিব কায়।
　　শীতল বলিয়া　　শরণ লইনু
　　　　ও দুটি কমল পায়।।

শ্রীরাধার আত্ম-নিবেদন। পদকর্ত্তা-দ্বিজ চণ্ডীদাস

(ক) ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।।

—ভাগবতম্, ১১।১৪।১৪

[আমার যে ভক্ত আমাতে মন বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে, সে আমাকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র পৃথিবীর বা পাতালের আধিপত্য, অষ্টযোগসিদ্ধি বা মুক্তি— কিছুরই কামনা করে না।]

(খ)　ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

—শিক্ষাষ্টকম্-৪

[হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী স্ত্রী বা সর্ব্বজ্ঞত্ব কামনা করি না। হে ভগবন্! তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।]

৩　(ক)　যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।।

—শিক্ষাষ্টকম্-৭

[গোবিন্দের বিরহে আমার সকাশে নিমেষ যুগযুগান্তরের ন্যায় মনে হয়, নয়নে বর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুর সমাগম হয়, এবং নিখিল বিশ্ব শূন্যে মিলাইয়া যায়।]

৪ কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ ॥
মধুর-মধুর-স্মরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥
আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালং
দাভ্যামপি পরিব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী ॥
অশ্রান্তস্মিতমরুণাধরৌষ্ঠং হর্ষাদ্রদ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতং
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং বীক্ষিষ্যে তব
বদনাম্বুজং কদা নু ॥

—কৃষ্ণকর্ণামৃতম্ ৪২-৪৪

[হে নাথ!-আমি কোথায় কাহাকে স্তব করিব? কাহাকেই বা বলিব? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই, অথবা কোন ধন্যকথা বল। কাবণ, তুমি আমার হৃদয়নাথ। অপিচ মধুব অপেক্ষাও মধুরহাস্যযুক্ত, তথা মন ও নয়নের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে আমার দৃষ্টি চিরদিনের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আশ্রিত হউক। হে দেব! আমার অন্যান্য সামগ্রী ত বহু দূরে, সুতরাং সম্প্রতি এই বিস্ফারিত লোচনযুগলের সহিত আপনার অভিনব পদ্মতুল্য লোচনদ্বয় আলিঙ্গিত হউক— ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। হে নাথ! আপনার যে বদনকমল মধুরহাস্যযুক্ত অত্যন্ত অরুণবর্ণ অধরৌষ্ঠ শোভিত এবং আনন্দভরে দ্বিগুণিত মনোজ্ঞ বেণুগীতশোভিত, তথা যাহা বিভ্রমশালি লোচনার্দ্ধদ্বারা মুগ্ধ সেই ভবদীয় বদনাম্বুজ কবে দর্শন করিব?]

৫ হে দেব হে দয়িত হে জগদেকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতস্তোত্রম্-১

[হে দেব, হে দয়িত, হে বিশ্বের একমাত্র বন্ধু, হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে অদ্বিতীয় কৃপানিধি, হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হায় হায়, তুমি কখন যে আমার নয়নদ্বয়ের গোচর হইবে ?]

৬ বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
* * * *
ভাবিয়া দেখিন প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

—দ্বিজ চণ্ডীদাস

৭ অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি, হরে, ত্বদালোকমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত কথং নয়ামি॥

—কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৪১

[হে অনাথের বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু! হা কষ্ট! হা কষ্ট! হে হরে! এ অবস্থায় কি করি? কাহাকেই বা বলি! কারণ সখীগণও আমার ন্যায় দুঃখিনী। তোমার দর্শন ব্যতিরেকে ব্যর্থ এই দিন সকল আমি কিরূপে যাপন করিব?]

৮ আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

—শিক্ষাষ্টকম্-৮

[সেই রসরাজ পদানুরক্ত আমাকে আলিঙ্গনপূর্বক পিষ্টই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্মে বিদ্ধই করুন, কিংবা আমাকে যথেচ্ছা ব্যবহাব করুন, তথাপি তিনিই আমাব প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।]

---

# দ্বাবিংশ অধ্যায়

## ঈশ্বর-মহিমা

প্রভু! তোমার বিধান হৃদয়ঙ্গম করিবাব জন্য আমাকে শক্তি দাও এবং তোমার আদেশমত জীবন যাপন করিবার জন্য আমাকে শিক্ষা দাও। আমি যেন তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারি, এবং এখন হইতে খুব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত তোমার বিশেষ বিশেষ কৃপার কথা স্মরণ করিয়া যাহাতে তোমাকে যথাযথ ধন্যবাদ প্রদান করিতে পারি, আমাকে সেই বর প্রদান কর। আমি জানি এবং স্বীকার করি যে, তুমি আমার প্রতি যে সকল অনুগ্রহ প্রদর্শন কবিয়া থাক, তাহার যথাযোগ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবার সামান্যতম যোগ্যতাও আমার নাই। আমি তোমার কাছ থেকে যে সকল অনুগ্রহ লাভ করি, তাহার ক্ষুদ্রতম অনুগ্রহ লাভের যোগ্যতাও আমার নাই, এবং তোমার মহিমার কথা যখনই চিন্তা করি, তখনই উহার বিশালতার কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইয়া যাই।

২। আমাদের শরীর-মন এবং আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম, লৌকিক-অলৌকিক—সকল প্রকার সম্পদ্ই তোমার দান। সুতরাং, আমাদের জীবনের ভাল বলিতে যাহা কিছু আছে, সেই সবের দাতারূপে তোমাকে বদান্য ও কৃপাময় বলিয়াই স্তুতি করিব। যদি

একজন বেশী, আর একজন কম দৈব সম্পদ্ লাভ করে, তাহা হইলেও ঐসব তোমারই এবং তোমাকে বাদ দিয়া সামান্যতম সম্পদ্‌ও লাভ হয় না।

যিনি সর্বাপেক্ষা বেশী অলৌকিক সম্পদ্ লাভ কবিয়াছেন তিনি তাহা নিজের যোগ্যতার প্রাপ্য বলিয়া গৌরব করিতে বা নিজেকে অপর সকল অপেক্ষা বড় মনে করিতে, অথবা তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টজনকে অপমান করিতে পারেন না। কারণ, যিনি নিজেকে সর্বাপেক্ষা ছোট মনে করিয়া অত্যন্ত বিনীত ও ভক্তিভরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং উত্তম। এবং যিনি অপর সকল লোক অপেক্ষা নিজেকে হীন এবং অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া মনে করেন, তিনিই অধিকতর দৈবসম্পদ্ লাভের যোগ্যতম ব্যক্তি।

৩। কিন্তু, যে-লোক অল্পমাত্র দৈবসম্পদ্ লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে নিরুৎসাহ, দুঃখিত বা ধনীজনের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত না হইযা যে তুমি ব্যক্তি-নির্বিশেষে তোমার সম্পদ্ স্বেচ্ছায় অকৃপণহস্তে প্রচুর পরিমাণে দান কর, সেই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তোমার মহিমা কীর্তন করা উচিত। সব কিছুরই মূল তুমি। সুতরাং, সর্ব বিষয়ে তোমারই গুণগান করা কর্তব্য।

কাহাকে কি দেওয়া দরকার, এবং কেন একজন অপর অপেক্ষা বেশী পাইবে— তাহা তুমিই জান। কাহার কি প্রকার যোগ্যতা আছে, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। সুতরাং, অপরের কি পাওয়া উচিত না-উচিত— তাহা আমার বিচারের বিষয় নয়।

৪। অতএব, হে নাথ! ঈশ্বর! ঐহিক বিচারে যাহা প্রশংসার বিষয়, সেইসব বেশি লাভ না করাটা আমি বিশেষ কৃপার ফল বলিয়া মনে করি। যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও হীনতাকে বরণ করিয়া লইয়াছে তাহার পক্ষে দুঃখিত বা বিষণ্ন না হইয়া, বা হতাশ না

হইয়া বরং অধিকতর উৎসাহী ও আনন্দিত হওয়াই উচিত। কারণ, হে প্রভু! যাহারা দরিদ্র, বিনয়ী ও জগতে অবহেলিত, তাহাদিগকেই তুমি নিজের বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ সেবকরূপে চিহ্নিত করিয়াছ। সমগ্র জগতে রাজসম্মানে প্রতিষ্ঠিত তোমার পার্ষদ্গণের জীবনই উহার সাক্ষ্য প্রদান করে। তাঁহারা কাহারও বিরুদ্ধে কখনও কোন প্রকার অভিযোগ করেন নাই। তাঁহাদের জীবনে বিদ্বেষ ও খলতা ছিল না, উপরন্তু তাঁহারা এমন বিনম্র ও সরলভাবে জীবন যাপন করিতেন যে, তোমার নামের জন্য তাঁহারা তিরস্কৃত হইলেও আনন্দ পাইতেন এবং সংসারের লোক যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবহেলা করে, তাহাকে তাঁহারা সাদরে বরণ করিতেন।

৫। সুতরাং, কেহ যখন তোমাকে ভালবাসে এবং তোমার কৃপা উপলব্ধি করে, তখন তাহার জীবনে তোমার কর্তৃত্ব ও তোমার বিরাট ইচ্ছার নিকট তাহার আত্ম-সমর্পণ, তাহাকে যতটা আনন্দ দান করে আর কিছুতে তাহা করে না। অপরে যখন সর্বাপেক্ষা বড় হইবার কামনা করে, তখন তাহার স্বেচ্ছায় সর্বাপেক্ষা ছোট হইবার কামনা করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইহা ছাড়া, যশোহীন ঘৃণিত পরিত্যক্ত অবস্থাই আসুক, কি গৌরবময় অবস্থাই আসুক, সর্ব্ব অবস্থাতেই শান্ত ও সন্তুষ্ট থাকাই তাহার সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। কারণ, যে-সকল সুখ সে লাভ করিয়াছে বা ভবিষ্যতে লাভ করিতে পারে, সেইসব লব্ধ এবং ভাবী সকল সুখ অপেক্ষা তোমাতে শরণাগতি এবং তোমাকে ভালবাসাই তাহার জীবনে অভিপ্রেত হওয়া উচিত এবং উহাতেই তাহার বেশী শান্তি ও আনন্দ লাভ করা বাঞ্ছনীয়।

---

# ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

## শান্তিলাভের উপায়

বৎস! আমি এখন তোমাকে শান্তি এবং মুক্তি লাভেব উপায় বলিব।

নাথ! তোমার নিকট আমার প্রার্থনা— আমাকে যাহা বলিতে তোমাব ইচ্ছা হয়, তাহাই বল। উহা শুনিতেই আনন্দ পাই।

বৎস! তোমার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম না করিয়া বরং ভগবদিচ্ছা অনুসারে করিবে। বেশী লাভের আশা না করিয়া বরং অল্প লাভের আকাঙ্ক্ষাই সর্বদা করিবে। সর্বদা সর্বনিম্ন স্থানে থাকিয়া অপর অপেক্ষা নিজেকে হীন মনে করিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাতে তোমার জীবনে সম্যগ্‌রূপে পূর্ণ হইতে পারে তাহার জন্যই সর্বদা আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করিবে। দেখ, যে ব্যক্তি এইরূপভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেই ব্যক্তিই শান্তি এবং স্বস্তিলাভ করিয়া থাকে।

২। প্রভু! তোমার এই ছোট কথার মধ্যেই অনেক জ্ঞানের বিষয় নিহিত রহিয়াছে। খুব অল্প কথায় প্রকাশ পাইলেও উহার অর্থ গভীর এবং খুব ফলপ্রদ। আমি যদি ইহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি এত সহজে বিচলিত হইব না। কারণ, আমি যতবারই নিজে অশান্তি বোধ করি এবং হতাশ হইয়া পড়ি, ততবারই লক্ষ্য করি যে আমি এই উপদেশ পালন করি নাই। তুমি সর্বশক্তিমান এবং আমার চিরকালের হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং, আমি যাহাতে তোমার উপদেশ সম্যগ্‌রূপে পালন করিয়া নিজের মুক্তি সাধন করিতে পারি, তাহার জন্য আমি তোমার কাছে আরও অধিক কৃপা ভিক্ষা করি।

## কুচিন্তার কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা

৩। প্রভু! ঈশ্বর! আমাব কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইও না। নাথ! কৃপা করিয়া আমাকে সাহায্য কর। আমার অন্তরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ চিন্তার উদয় হইযাছে, এবং ভীষণভাবে আমাকে কষ্ট দিতেছে। কেমন কবিয়া আমি অক্ষত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব? কেমন করিয়া আমি কু-চিন্তাগুলিকে পরাভূত করিব?

তিনি বলিলেন— "আমি তোমার আগে আগে গিয়া প্রধান রিপুগুলিকে হীনবল কবিয়া দিয়া তাহাদিগকে কারাপ্রাচীবের অন্তবালে আবদ্ধ কবতঃ তোমাব কাছে গূঢতত্ত্ব প্রকাশ করিব!"

হে নাথ! তুমি যেরূপ বলিলে সেইরূপই কর। তোমাব সম্মুখে আমার কু-চিন্তাবাশি দূব হইয়া যাক্।

প্রতিটি বিপদে তোমার শরণাগত হওয়া, তোমার উপর নির্ভব করা, অন্তরের অন্তস্তল হইতে তোমাকে ডাকা এবং তোমার কাছ হইতে সান্ত্বনালাভের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করাতেই আমার ভরসা এবং উহাতেই আমার সান্ত্বনা।

## জ্ঞানালোকের জন্য প্রার্থনা

৪। কৃপাময় যীশু! শুধু উজ্জ্বল জ্ঞানালোকদ্বারা আমার অন্তর আলোকিত করিয়া উহার সমস্ত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া দাও। আমার বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশিকে সংহত কর, এবং যে-সকল প্রলোভন আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে, সেই সকলকে বিনাশ করিয়া দাও। তোমার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া আমি যাহাতে শান্তভাবে শুদ্ধমনে তোমার খুব গুণগান করিতে পারি, তাহার জন্য সাধনসংগ্রামে তুমি আমার পক্ষে দাঁড়াইয়া অনিষ্টকর পশুগুলিকে অর্থাৎ প্রলুব্ধকর বাসনাগুলিকে বিনাশ করিয়া দাও। অনিত্য এবং

বিঘ্নসৃষ্টিকারী বাসনাসমূহকে সংযত কর। উদ্বেলিত চিত্তসমুদ্রকে বল—'শান্ত হও'। বিরুদ্ধ অহিতকর বিষয়সমূহের প্রাদুর্ভাবকে বাধা প্রদান কর। তাহা হইলেই চিত্ত বেশ শান্ত হইবে।

৫। জগতের লোকের জন্য তোমার জ্ঞানালোক সেখানে বিকিরণ কর। কারণ, তোমার জ্ঞানালোকে আলোকিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আকারবিহীন ও নিষ্ফলা মাটি ছাড়া কিছুই নই। স্বর্গলোক হইতে আমার উপর তোমার কৃপা বর্ষণ কর। দিব্যধামের শিশিরপাতে আমার অন্তর সিক্ত করিয়া দাও, নতুন করিয়া ভক্তির স্রোত প্রবাহিত কর, এবং যাহাতে হিতকারী উত্তম ফল উৎপন্ন হয় তাহার জন্য মৃত্তিকারূপ আমার জীবনে কৃপাবারি সিঞ্চন কর। দুষ্কর্মের ভারে অবনত আমার মনকে তুলিয়া ধর, এবং স্বর্গীয় বস্তুলাভের জন্য আমার সমগ্র আকাঙ্ক্ষাকে এমনভাবে সন্নিবিষ্ট কর, যেন উহার দ্বারা আমি অতীন্দ্রিয় সুখের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ঐহিক বিষয়ের চিন্তা করিতেও বিরক্তি বোধ করি।

৬। সকল প্রকার অনিত্য বিষয়সুখ হইতে আমাকে টানিয়া লইয়া মুক্ত করিয়া দাও। কারণ, ঐহিক কোন বিষয়ের দ্বারাই আমার আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও শান্তি লাভ হইবে না। অবিচ্ছেদ্য প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লও। কারণ, যিনি তোমাকে ভালবাসেন তুমি একাই তাঁহার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি দান করিয়া থাক[১]। তোমাকে ছাড়া বাকী সবই মিথ্যা ও অকিঞ্চিৎকর।

## টিপ্পনী

১ (ক) যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি ॥

—শ্রীশ্রীনারদভক্তিসূত্রম্-১।৪

[যে ভক্তি লাভ করিলে মানুষ সিদ্ধ হয়, মরণভয় অতিক্রম করে এবং পরমা তৃপ্তি লাভ করে।]

(খ) ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্‌বিনান্যৎ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১১।১৪।১৪

[আমার যে ভক্ত আমাকে মনবুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছে, সে আমাকে ছাড়া ব্রহ্মার অধিকার, ইন্দ্রত্ব, সমগ্র পৃথিবীর, বা পাতালের আধিপত্য, অষ্টযোগসিদ্ধি, বা মুক্তি-কিছুই কামনা করে না।]

---

# চতুর্বিংশ অধ্যায়

## অনুসন্ধিৎসা

বৎস! কৌতূহলী হইও না, বা অযথা দুশ্চিন্তায় নিজেকে বিব্রত করিও না।[১] ইহা বা উহা— যাহাই হউক, তাহাতে তোমার কি? তুমি আমাকেই অনুসরণ কর।[২] অমুক লোক এইরূপ বা ঐরূপ, অথবা এই লোক এইরূপ বলে, কি ঐরূপ বলে— তাহাতে তোমার কি? অপরের কাজের কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হইবেনা।[২] কিন্তু তোমার নিজের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।[৩] সুতরাং, তুমি নিজেকে কেন জড়াও? দেখ, আমি প্রত্যেককেই জানি, এবং এই জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহা সবই দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া, প্রত্যেকে কিভাবে জীবন যাপন করে, কি চিন্তা করে, কি আকাঙ্ক্ষা করে, এবং প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা সবই আমি জানি। সুতরাং,

সমস্ত বিষয় আমাতে সমর্পণ করিয়া নিজেকে ধীরে ধীরে শান্ত কর, এবং যাহারা অস্থির তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত অস্থিরতার মধ্যেই থাকিতে দাও। তাহারা যাহা করিবে বা বলিবে, তাহার ফল তাহারা নিজেরা পাইবেই। কারণ, তাহারা আমাকে ঠকাইতে পারিবে না।

২। **অনিত্য যশ বা বহুজনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব অথবা মানুষের কাছ হইতে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত ভালবাসা প্রভৃতি কিছুই লাভের জন্য চেষ্টা করিও না।** কারণ, এই সকল বিষয় যুগপৎ চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও তমোগুণে আচ্ছন্ন করে। তুমি যদি নিষ্ঠার সহিত আমার আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা কবিয়া তোমার হৃদয়দুয়ার খুলিয়া রাখ, তবে আমি স্বেচ্ছায় আমার কথা বলিব, এবং তোমারা কাছে আমার গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিব। সুতবাং, চারিদিকে নজর রাখিয়া সাবধান থাকিবে; প্রার্থনাকালে বিরূপ চিন্তা আসিয়া বিঘ্ন না ঘটায়, সেই বিষয়ে সতর্ক হইবে, এবং তোমার অহং-কে সর্ব্ববিষয়েই নত করিয়া রাখিবে।

## টিপ্পনী

১ "Wherefore I perceive that there is nothing better, than that a man should rejoice in his own works; for that is his portion : for who shall bring him to see what shall be after him ?"

— Ecclesiastes iii-22

[সুতরাং, আমি এই বুঝি যে, মানুষের যার যার নিজের কর্তব্য পালনের মধ্যে আনন্দ লাভ করা অপেক্ষা তাহার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলজনক কিছু নাই। কারণ, উহাতেই তাহার একমাত্র অধিকার। ভবিষ্যতে তাহার কি হইবে তাহা তাহাকে কে বলিয়া দিবে ?]

২ (ক) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

— গীতা ১৮/৬৬

[তুমি সকল ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।]

(খ) "Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me",

— ST, Jhon xxi, 22

[যীশু তাহাকে বলিলেন, —আমি যদি ইচ্ছা করি, সে আমার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুক, তাহাতে তোমার কি ? তুমি আমার অনুসরণ কর।]

(গ) "ঈশ্বরের শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, তিনি শুনবেনই শুনবেন— সব সুযোগ ক'রে দেবেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩/১৭/৪

৩ (ক) "But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden".

— Galatians Vi 4-5

[অপরের বিষয় চিন্তা না করিয়া যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করে, তবেই সকলে সুখী হইতে পারে। কারণ, প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে।]

(খ) "কর্ম্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জ্বালা করবে; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জ্বালা করবে।

পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।"

-- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩/৭/২

(গ)　ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্ষেয্য কতানি অকতানি চ॥

— ধম্মপদ, পুপ্‌ফ বগগো-৭

[অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্মে মনোনিবেশ করিও না; আপনার কৃত অথবা অকৃত কর্মের উপরই দৃষ্টি রাখিবে।]

---

# পঞ্চবিংশ অধ্যায়

## শান্তি ও পারমার্থিক উন্নতি

বৎস! শান্তিলাভ করা তোমার উপরই নির্ভর করে— ইহা আমি তোমাকে বলিয়াছি। আর দেখ, আমি তোমার শান্তিদাতা বটে, কিন্তু ঐহিক দাতার মত নয়। সকলেই শান্তি কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু যথার্থ শান্তি যাহার দ্বারা লাভ হয়, তাহার জন্য সকলে চেষ্টা করে না। বিনয়ী ও শান্তস্বভাবের লোকই পারমার্থিক শান্তি লাভ করিয়া থাকে। খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে তুমিও উহা অবশ্যই লাভ করিবে। আমার কথা অনুসারে যদি জীবন যাপন কর, তবে তুমি অধিক শান্তি উপভোগ করিতে পারিবে।

প্রভু! তাহা হইলে আমার কি করা উচিত?

তুমি কি করিতেছ বা বলিতেছ ইত্যাদি বিষয়ে নজর রাখিবে, এবং আমাকে যাহাতে সন্তুষ্ট করিতে পার, ও আমাকে ছাড়া আর

অন্য কিছু যেন কামনা বা অনুসন্ধান না কর, সেইদিকে তোমার সমগ্র মনোযোগ নিবিষ্ট কবিবে। অপবের কথা বা কাজের সম্বন্ধে ভালমন্দ বিচার না কবিয়া সহসা কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে না; অথবা তোমাব অধিকারবহির্ভূত কোন বিষয়ে নিজেকে জড়াইবে না। এই ভাবে চলিত পারিলে তোমাব শান্তি দৈবাৎ কখনও নষ্ট হইলেও প্রায় নিরবচ্ছিন্নই থাকিবে।[১]

২। কিন্তু, জীবনে মোটেই কখনও কোনরূপ বাধাবিপত্তিব সম্মুখীন না হওয়া অথবা শবীব বা মনেব কোন রূপ দুঃখ ভোগ না করা ইহজীবনে কখনও সম্ভব নয়। একমাত্র শাশ্বত শান্তি লাভ করিলেই সেই অবস্থা আসিয়া থাকে।

সুতরাং, যদি কখনও তুমি কোনরূপ বিব্রতবোধ না কব, তবে উহার দ্বারা এই কথা যেন মনে করিও না যে, তুমি যথার্থ শান্তি লাভ করিয়াছ। অথবা, যেহেতু তুমি বিরুদ্ধ অবস্থার পীড়নে ক্লিষ্ট হও না, সেইহেতু তোমার সব কিছুই ঠিকমত চলিতেছে— এইরূপও মনে স্থান দিও না। ইহা ছাড়া, এই কথাও চিন্তা করিও না যে, কোন কাজ তোমার ইচ্ছা অনুসারে হইলেই তাহা পূর্ণাঙ্গ হইবে।

আবার এইরূপ অবস্থায় তোমার নিজের সম্বন্ধেও উচ্চ ধারণা পোষণ করিও না। অথবা তুমি প্রগাঢ় ভক্তি এবং মাধুর্য্য লাভ করিলে উহার জন্য বিশেষভাবে ভালবাসা পাওয়ার অধিকারী বলিয়া নিজেকে মনে করিও না। কারণ, এই সকল অবস্থার দ্বারা ধর্ম্মের প্রতি যথার্থ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় না, বা এই সকলের উপর মনুষ্য-জীবনের উন্নতি এবং সিদ্ধিও নির্ভর করে না।

৩। নাথ! তাহা হইলে কিসের উপর উহা নির্ভর করে?

বড় বড় বিষয়েই হউক, বা ছোটখাটো বিষয়েই হউক, ইহকাল বা পরকাল সম্বন্ধেই হউক— কোন বিষয়েই নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ

অনুসন্ধান না করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ঈশ্বরের ইচ্ছাব নিকট আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই উহা নির্ভর করে।[২]

সুতরাং, সম্পদ্ বা বিপদ— উভয়কে তুল্যজ্ঞান কবিয়া ঈশ্বরকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ প্রদান কবিবে, এবং প্রশান্তবদনে স্থির থাকিবে।[৩]

এমন সাহস এবং ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে শিক্ষা কর যেন, যদি কখনও ভগবানের করুণালাভে সাময়িকভাবে বঞ্চিত হও, তথাপি যেন তুমি বড বড় বিপদ-আপদ সহ্য[৪] করিবার জন্য তোমার মনকে প্রস্তুত করিতে পার। এই সকল বড় বড় দুঃখ-কষ্ট আমাব পক্ষে সহ্য করা উচিত নয়— এইরূপ তুমি নিজে নিজে বিচাব না কবিয়া আমার ব্যবস্থাই মানিয়া লইবে এবং আমার শুদ্ধনামের মহিমা কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ করিলেই তুমি শান্তিলাভের যথার্থ সহজ পথে চলিবে, এবং পুনরায় নিঃসন্দেহে তুমি আমার দর্শনলাভ করিয়া খুব আনন্দ পাইবে। তুমি যদি তোমার অহং-কে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পার, তবে তোমার স্বল্প জীবনকালের মধ্যে যত অধিক সম্ভব ততটা শান্তিই তুমি উপভোগ করিতে পারিবে।

## টিপ্পনী

১ (ক) ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্ষেষ্য কতানি অকতানি চ॥

— ধম্মপদ, পুপ্ফ বগ্গো-৭

[অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিও না, আপনার কৃত অথবা অকৃত কর্ম্মের উপরই দৃষ্টি রাখিবে।]

(খ) ন তেন হোতি ধম্মট্‌ঠো যেনত্থং সহসা নয়ে।
যো চ অত্থং অনত্থং চ উভো নিচ্ছেয্য পণ্ডিতো॥

অসাহসেন ধম্মেন সমেন নয়তী পরে।
ধম্মস্স গুত্তো মেধাবী ধম্মট্‌ঠো তি পবুচ্চতি॥

— ধম্মপদ, ধম্মট্‌ঠো বগ্‌গো-১-২

[যিনি হটকারিতার সহিত কোন বিষয় বিচার করেন, তিনি ধর্ম্মস্থ নহেন; যে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্থ ও অনর্থ— উভয়ই বিচার করেন, বলপ্রয়োগের আশ্রয় না লইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায়দ্বারা অপরকে চালিত করেন, যিনি ধর্ম্মরক্ষিত এবং বুদ্ধিমান, তিনিই ধার্মিক বলিয়া কথিত হন।]

২ যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি না চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

— গীতা ১২/৬-৮

[যাহারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেইসকল ব্যক্তিকে আমি অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। (অতএব) আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমাতেই অবস্থান করিবে— ইহাতে সংশয় নাই।]

৩ সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচাবেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূযায় কল্পতে॥

— গীতা ১৪/২৪-২৬

[যিনি সুখে দুঃখে অচঞ্চল ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত ; যিনি লোষ্ট্র, প্রস্তব ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান কবেন ; যিনি ধীব, যাঁহাব প্রিয ও অপ্রিয় বস্তুতে এবং স্তুতি ও নিন্দায তুল্যজ্ঞান তিনিই গুণাতীত।

মান ও অপমানে যাঁহাব তুল্য জ্ঞান, মিত্র ও শত্রুপক্ষে যাঁহাব বিবেচনা সমান, এবং যিনি সর্ব্বপ্রকাব উদ্যম পবিত্যাগ কবিয়াছেন তিনিই গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।

যিনি আমাকে ঐকান্তিক ভক্তিসহকাবে সেবা কবেন, তিনি এই গুণত্রয় অতিক্রম কবিয়া ব্রহ্মভাব লাভ কবিতে সমর্থ হন।]

৪　বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা
সদসি বাক্‌পটুতা যুধি বিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ
প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্॥

— হিতোপদেশঃ (মিত্রলাভঃ)-৬৭

[বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন, সম্পৎসময়ে ক্ষমা প্রদর্শন, সভাস্থলে বাক্‌পটুতা, বণস্থলে বিক্রম প্রকাশ, সুনামপ্রাপ্ত হইবাব অভিলাষ, শাস্ত্রালোচনায় অনুবাগ— এইসব মহাত্মাদিগেব স্বভাবসিদ্ধ গুণ।]

---

# ষড়বিংশ অধ্যায়

## প্রার্থনা ও শাস্ত্র-অধ্যয়ন

নাথ! যাঁহারা যথার্থ সাধুপুরুষ, তাঁহারা বহুবিধ কাজে নিযুক্ত থাকিলেও হৃদয়হীন জড়বৎ না হইয়া স্বর্গীয় বিষয়সমূহ মনোযোগ পূর্ব্বক ধ্যান করেন এবং অনিত্য বিষয়ে আসক্তিশূন্য থাকিয়া মুক্ত পুরুষের ন্যায় জীবন যাপন করেন।

২। হে পরম করুণাময় ঈশ্বর! তোমার নিকট আমার প্রার্থনা— আমি যাহাতে কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া পড়ি তাহাব জন্য ইহজীবনের ভাবনা-চিন্তার হাত হইতে, যাহাতে সুখের পাশে আবদ্ধ না হই, তাহার জন্য দেহরক্ষার বহুবিধ প্রয়োজন হইতে এবং দুঃখভাবে হতাশ হইয়া যাহাতে উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত না হই তাহাব জন্য আত্মোন্নতির পথে যে কোন প্রকার বিঘ্নের কবল হইতে আমাকে রক্ষা কর।

বিষয়াসক্ত লোক আন্তরিকভাবে যাহা কামনা করে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। যে-সকল দুঃখ-কষ্ট তোমার সেবকের নৈতিক জীবনের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ[১] হইয়া তাহাকে ইচ্ছামত আত্মস্থ হইতে না দিয়া তাহার অবনতির কারণ হয়, আমি সেইসকল দুঃখ-কষ্টের কথাই বলিতেছি।

৩। অনবদ্য মাধুর্য্যস্বরূপ হে আমার ঈশ্বর! যে বিষয়-বাসনা আমাকে আপাতমনোরম সৌন্দর্য্যে ভুলাইয়া রাখিয়া নিত্যবস্তুর ভালবাসা হইতে আমাকে দূরে লইয়া যায়, সেই সকল বিষয়-বাসনাকে আমার নিকট তিক্ত করিয়া তোল। প্রভু! আমি যেন আবদ্ধ না হই! আমি যেন দেহের বন্ধনে আবদ্ধ না হই। ঐহিক বিষয় এবং তাহার অনিত্য সুখের দ্বারা যেন আমি প্রতারিত

না হই। শয়তান ও তাহার সূক্ষ্ম ছলনার দ্বারা আমি যেন পথভ্রষ্ট না হইয়া পড়ি।[২] রিপুকে প্রতিরোধ করিবার শক্তি দাও। দুঃখ সহ্য কবিবার শক্তি দাও এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার দৃঢ় সংকল্প দাও। জগতের সকল সুখের পরিবর্ত্তে আমাকে তোমার শ্রেষ্ঠ মাধুর্য্য দান কর, এবং বিষয়ের প্রতি ভালবাসা না দিয়া তোমার নামেব প্রতি আমার অনুরাগ জন্মাও।[৩]

৪। দেখ, পান-আহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দেহরক্ষার অপরাপর প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ একান্ত অনুরাগী সাধকের নিকট কষ্টদায়ক। অত্যধিক কামনায় জড়িত না হইয়া শরীর ধারণের জন্য যতটা প্রয়োজন[৪] ততটাই যেন আমি আহার্য্য-পানীয় এবং পরিচ্ছদাদি গ্রহণ করি— এমন বর আমাকে দাও।

প্রকৃতির প্রয়োজন যেখানে রহিয়াছে, সেখানে সকল বিষয়কে একেবারে দূরে ত্যাগ করা বিধিসঙ্গত নহে।[৫] কিন্তু, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং কেবলমাত্র সুখের জন্য ভোগ করা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিষেধ। কারণ, তাহা করিলে দেহ আত্মোন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হইবে। সেই কারণে আমার প্রার্থনা— আমি যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয় গ্রহণ না করি, তেমনভাবে তুমি আমাকে চালাও এবং শিক্ষা দান কর।

## টিপ্পনী

১ (ক) ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥

— গীতা ৩।৪০

[ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি কামের আশ্রয় বলিয়া বিখ্যাত। কাম এইগুলির দ্বারা আবৃত করিয়া দেহীকে বিমূঢ় করে।]

(খ) দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাতসলিলে ডুবে মরি শ্যামা,
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ডস্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্রমাঝে
কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কালরূপ জল, কাল-মনোবমা॥

— দাশরথি রায়।

২। "Be not overcome of evil, but overcome evil with good".

— Romans XII, 21

[মন্দের কাছে পরাভব স্বীকাব না করিয়া ববং ভালোর দ্বারা মন্দকে জয় কর।]

৩ (ক) অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তাব পবম সম্মান॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৫।১১১

(খ) কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজন তাঁহাব চরণে।
* * *

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

— শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৬।৭১-৭৩

(গ) নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

— শিক্ষাষ্টকম্-২

[তোমার নামাবলী বহুপ্রকারে প্রকশিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার সকল শক্তি অর্পিত হইয়াছে, নামস্মরণ-বিষয়ে কোনও সময়ের বিধিও নাই। হে ভগবান! তোমার এমনই করুণা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে, এই জন্মে অনুরাগ জন্মিল না।]

৪　যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

— গীতা ৬/১৭

[যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং মন্ত্র ও শাস্ত্রপাঠাদি কর্ম্মে পরিমিত চেষ্টা করেন, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তাঁহার ধ্যান সংসারদুঃখের নাশক হয়।]

৫　নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥

— গীতা ৬/১৬

[হে অর্জ্জুন! যিনি অতিরিক্ত ভোজন করেন, বা একান্তই ভোজন করেন না, যিনি অতি নিদ্রালু বা অতি জাগরণশীল, তাঁহার ধ্যান হয় না।]

---

# সপ্তবিংশ অধ্যায়

## স্বার্থপরতা

**বৎস! নিজের জন্য কোনও প্রকারে ব্যস্ত না হইয়া সকলের জন্য তোমার সর্বস্ব দান করা উচিত। ইহা জানিয়া রাখ যে, তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাই জগতের অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা তোমার**

পক্ষে ক্ষতিকর। কোনও কিছুকে তুমি যতটা ভালবাস ও যে পরিমাণে তুমি উহাতে আসক্ত হও, ঠিক ততটাই উহাও তোমাব প্রতি কম বা বেশী আসক্ত হইয়া থাকে।

তোমার ভালবাসা যদি অকপট, শুদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তুমি বিষয়ের আসক্তি হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে।

যাহা পাওয়া তোমার পক্ষে বিধিসঙ্গত নয় তাহা লাভের জন্য লালায়িত হইও না; এবং যাহা তোমাকে আসক্ত করিয়া তোমার অন্তরের শান্তি নষ্ট করিতে পারে, তাহাও কামনা করিও না।

তোমার যত কামনা বাসনা থাকিতে পারে সেইসব লইয়া তুমি যে আমার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর না—তাহাই আশ্চর্য্য!

২। বৃথা দুঃখ করিয়া তুমি নিজেকে কেন ক্ষয় করিতেছ? বাজে চিন্তায় কেন নিজেকে বিব্রত করিতেছ? আমার শুভ-ইচ্ছার উপর নির্ভর কর, তাহা হইলে মোটেই তোমার কোন প্রকার অকল্যাণ হইবে না। তুমি যদি এইটা-সেইটা চাও এবং নিজের সুবিধা ও সুখের জন্য এখানে-সেখানে ঘুড়িয়া বেড়াও, তাহা হইলে কখনও শান্তি পাইবে না, বা তোমার মনের খেদও যাইবে না। কারণ, প্রত্যেক জায়গাতেই কেহ-না-কেহ তোমার বিপক্ষে থাকিবে।

৩। সুতরাং, বাহিরের বিষয়লাভ বা উহা বৃদ্ধির মধ্যে মানুষের শান্তি নির্ভর করে না, বরং ঐ সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া অন্তরের অন্তস্তল হইতে উহাদের কামনা ত্যাগ করার মধ্যেই তোমার শান্তি নির্ভর করে। ধন-সম্পদের সম্বন্ধেই কেবল উহা মনে করিও না; ঐহিক বিষয় বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যাহার বিনাশও অনিবার্য সেই অনিত্য মান-যশ কামনার সম্বন্ধেও উহা সত্য।

অনুরাগ না থাকিলে স্থান পরিবর্তনের দ্বারা কোন ফল হইবে না। বাহিরে যে-শান্তির জন্য অনুসন্ধান করা সেই শান্তিও বেশিদিন থাকে না। তোমার অন্তরের আস্থা স্থাপনের যথার্থ কোন ভিত্তি না থাকিলে, অর্থাৎ আমার উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন না করিয়া তুমি স্থান পরিবর্তন করিলেও উহার দ্বাবা কোনই লাভ হইবে না। কারণ, ঘটনাচক্রে তুমি দেখিতে পাইবে যে, যাহার ভয়ে তুমি স্থান ত্যাগ করিয়াছ, তোমার নূতন স্থানে সেই ভয় পূর্বাপেক্ষা অধিক।

## শুদ্ধমন ও দিব্যজ্ঞানের জন্য প্রার্থনা

৪। হে ঈশ্বর! কৃপা করিয়া আমাকে তোমার শক্তির বলে বলীয়ান্ করিয়া তোল। আমি যাহাতে আত্মশক্তির বলে বলীয়ান্ হইতে পারি এবং বৃথা চিন্তা ও দুঃখের হাত হইতে আমার অন্তরকে মুক্ত করিতে পারি, তাহার জন্য আমাকে বর প্রদান কর। ইহা ছাড়া, কি তুচ্ছ, কি মূল্যবান্—কোন প্রকার বিষয়-কামনার পিছনে না ছুটিয়া সব কিছুই অনিত্য এবং আমি নিজেও তদ্রূপ—এইরূপ চিন্তা যেন করিতে পারি, তেমন শক্তি আমাকে দাও।

এই জগতে কিছুই নিত্য নয়। এখানে সবই অসার, মায়াময় এবং আত্মজ্ঞানলাভেচ্ছুর নিকট দুঃখদায়ক। যিনি ঐহিক বিষয়কে এই দৃষ্টিকোণ দিয়া দর্শন করেন, তিনি কেমন জ্ঞানী!

৫। প্রভু! সব কিছু ছাড়িয়া আমি যে দিব্যজ্ঞানের বলে তোমার উপাসনা করিয়া তোমাকে লাভ করিতে পারিব, এবং সর্বোপরি যাহার বলে আমি তোমার মধ্যেই আনন্দ পাইয়া তোমাকে ভালবাসিতে পারিব, এবং অপর সকল বিষয়কে তোমারই একমাত্র নিয়ন্ত্রণাধীন বলিয়া ভাবিতে পারিব, আমাকে সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করিবার বর প্রদান কর।

যাহারা আমার তোষামোদ করে, তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিবার এবং যাহারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদিগকে সহ্য করিবার শক্তি আমাকে দাও। কারণ, লোকের বাজে কথায় বিচলিত না হওয়া এবং অনিষ্টকর কটুবাক্যে কর্ণপাত না করা বিশেষ জ্ঞানের পবিচয়। এইরূপে চলিলে আমরা আমাদের আরব্ধ ব্রত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন কবিতে পারিব।

# অষ্টবিংশ অধ্যায়

## নিন্দুক

বৎস! কেহ তোমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করিলে এবং তোমাব অপ্রিয় কথা বলিলে দুঃখিত হইও না।[১] অপরকে তোমার অপেক্ষা হীন মনে না করিয়া নিজেকেই সর্বাপেক্ষা হীন মনে করা উচিত।

তুমি আত্মচিন্তায়[২] ডুবিয়া থাকিলে বাহ্য কথা তোমার গ্রাহ্যের মধ্যেই আসিবে না। দুঃসময়ে আমাতে মন স্থির রাখিয়া নীরব থাকা ও লোকের কথায় বিচলিত না হওয়া কত জ্ঞানের পরিচয়।

২। লোকের মুখের কথায় যেন তোমার শান্তি নির্ভর না করে। কারণ, লোকে তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিলেই উহার দ্বারা তুমি পৃথক লোক হইয়া যাইবে না। যথার্থ শান্তি ও আনন্দ কোথায়? আমাতে নয় কি? যে লোক অপরকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বৃথা লালায়িত হয় না, বা অপরকে অসন্তুষ্ট করিতেও ভয় পায় না, সেই লোকই অধিক শান্তি পাইয়া থাকে। অপরিমিত আসক্তি ও

মিথ্যা ভয় হইতেই অন্তরের যত সব অশান্তি ও চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়া থাকে।[৩]

## টিপ্পনী

১　(ক)　'Being reviled, we bless, being persecuted we suffer it: being defamed, we intreat : we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day."

—1. Corinthians IV. 12-13

[তিরস্কৃত হইয়াও আমরা আশীর্ব্বাদ কবি, আমাদিগকে অত্যাচার করিলেও সহ্য করি, কেহ নিন্দা করিলেও আমরা তাহার নিকটে বিনয়ে নত হই। ইহা ছাড়া,আমাদিগকে জগতের আবর্জনারূপেই গণ্য করা হয় এবং আজ পর্যন্ত আমবা যেন সকল বস্তুর জঞ্জাল হইয়াই রহিয়াছি।]

(খ)　মা পিয়েহি সমাগচ্ছি অপ্পিয়েহি কুদাচনং।
পিয়ানং অদস্‌সনং দুক্‌খং অপ্পিয়ানং চ দস্‌সনং॥

—ধম্মপদ, পিয় বগ্‌গো-২

[প্রিয় এবং অপ্রিয় উভয়েরই স্পৃহা ত্যাগ করিবে। প্রিয়ের অদর্শনে দুঃখ, আবার অপ্রিয়ের দর্শনে দুঃখ]

২　যদি দেহং পৃথক্‌কৃত্য চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা-১।৪

[দেহের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া যদি চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করিতে পার, তবে তুমি এই মুহূর্তেই বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী হইবে—শান্ত হইবে।]

৩ (ক) রতিয়া জায়তী সোকো রতিয়া জায়তী ভয়ং।
রতিয়া বিপ্পমুত্তস্‌স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥

—ধম্মপদ, পিয় বগ্‌গো-৬

[আসক্তি হইতে ভয় ও শোকেব উৎপত্তি হয়। যিনি আসক্তি হইতে মুক্ত, তাঁহার শোকও নাই, ভয়ও নাই।]

(খ) ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

—গীতা ২।৬২-৬৩

[বিষয়চিন্তা দ্বারা পুরুষের সেই সকল বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে ; কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ হইতে কর্ত্তব্যাকর্তব্যরূপ বিবেক নষ্ট হয়। কার্য্যাকার্য্য বিবেচনাহীন হইলেই চিন্তাশক্তি লোপ পায় ; চিন্তাশক্তিলোপহেতু বুদ্ধিনাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে পুরুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।]

---

# ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

## বিপদ

প্রভু ! তোমার নাম চিরকাল জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাতেই আমি এই পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যে পড়িয়াছি। এই পরীক্ষা ও কষ্ট হইতে আমি মুক্তি পাইব না। সুতরাং, তোমার সহায়তা লাভের

জন্য এবং তোমাব কৃপায় প্রলোভনের পরীক্ষা ও বিপদ যাহাতে আমারই কল্যাণেব হেতু হয়, তাহার জন্য আমি তোমার শরণাগত। নাথ! বিপদে পড়িয়া আমি অত্যধিক বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। পরম স্নেহময় পিতা, আমি এখন কি বলিব? আমি কষ্টে পড়িয়াছি; এই সময় আমাকে উদ্ধাব কর।[১] তোমার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করত আমি যাহাতে অধিকতর বিনীত হইয়া তোমার কৃপায় উদ্ধার পাই, তাহার জন্যই আমার এই বিপদ। প্রভু! কৃপা করিয়া তুমি আমাকে উদ্ধার কর। কাবণ, হতভাগ্য আমার কী ক্ষমতা আছে? আর তোমাকে ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব?[২]

নাথ! এই বিপৎকালে তুমি আমাকে ধৈর্য্য ধরিবার শক্তি দাও। হে নাথ! তুমি আমাব সহায় হও। তুমি সহায় হইলে যত ভীষণভাবেই আমার কষ্ট আসুক না কেন, আমি উহাতে ভীত হইব না।

২। এখন আমার এই কষ্টের মধ্যে আমি কি আর বলিব? প্রভু! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কষ্ট পাইয়া আমার অহংকার চূর্ণ হওয়া খুব দরকার। সুতরাং, এই কষ্টকে আমার সহ্য করা উচিত। অহো! এই বিপদ কাটিয়া না যাওয়া পর্যন্ত আমি যেন ধৈর্য্য ধরিয়া ইহাকে সহ্য করিতে পারি। আবার সুসময় আসিবে; সম্ভবত ইহা অপেক্ষাও ভাল সময় আসিবে।

সর্বশক্তিমান পরমকরুণাময় হে ঈশ্বর! এতাবৎকাল পুনঃ পুনঃ তুমি আমাকে দুঃখের পরীক্ষায় ফেলিলেও আমি যাহাতে উহাতে একেবারে ডুবিয়া না যাই, সেইজন্য দুঃখ দূর করিবার এবং উহার তীব্রতা কমাইবার শক্তি তোমার আছে। আমার পক্ষে দুঃখ সহ্য করা যতবেশী কঠিন, দুঃখ হইতে আমাকে উদ্ধার করা মহান্ তোমার পক্ষে তত অধিক সহজ।

## টিপ্পনী

১ (ক) অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে,
বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

—শ্রীদুর্গাস্তবরাজঃ-৫

[হে দেবি! অপার দুরতিক্রমনীয়, অতি ঘোর বিপদ্রূপ সমুদ্রে যাহারা ডুবিতেছে, সেই জীবকুলের তুমিই একমাত্র গতি,—তুমিই তাহাদের উদ্ধারের তরণীস্বরূপ। জগত্তারিণি তোমায় নমস্কার। হে দুর্গে! তুমি ত্রাণ কর।]

(খ) অপরাধসহস্রসঙ্কুলে, পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে।
অগতিং শরণাগতং হরে, কৃপয়া কেবলমাত্মসাৎ কুরু॥

—মুকুন্দমালাস্তোত্রম্-১৩

[হে হরি! সহস্র অপরাধে পরিপূর্ণ ভয়ানক সংসারসাগরে পতিত গতিহীন শরণাগতকে কেবল কৃপাদ্বারা আপনার করিয়া লও।]

২ ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা।
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কাং যামি শরণম্॥

—শঙ্করাচার্য্যকৃতং দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্-৫

[হে মাতঃ! এখনও যদি আমার প্রতি তোমার কৃপা না হয়, তবে হে গণেশজননি! আশ্রয়হীন আমি কাহার শরণ লইব?]

# ত্রিংশত্তম অধ্যায়

## দৈবকৃপা ও আত্মপ্রত্যয়

বৎস! তোমার দুঃখ-কষ্টের দিনে আমিই তোমাকে ভরসা দিয়া থাকি। সুতরাং, দুঃসময়ে আমার শরণ গ্রহণ করিবে।[১]

প্রার্থনায়, অত্যধিক গড়িমসিই তোমাদের অধিকাংশের পক্ষে দৈবকৃপা লাভের পথে বাধাস্বরূপ। কারণ, আমার নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিবার পূর্বে তোমরা বাহিবে অনেকরকম সুখ খুঁজিযা বেড়াও, এবং বাহিরের বিষয়ের মধ্যেই স্বস্তি লাভ করিয়া থাক।

সুতরাং, আমার উপর যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগকে আমি উদ্ধার[২] করি, এবং আমি ছাড়া[৩] অপর কোন শক্তিমান সহায় ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী উপদেষ্টা বা শাশ্বত আশ্রয় কিছুই নাই—ইহা যতদিন না তাহারা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, ততদিন বাহিরের সুখ খুঁজিয়া বেড়াইলেও উহার দ্বারা তাহাদের কোন সুফল লাভ হয় না বলিলেই চলে।

প্রভু বলিয়াছেন—বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া আমার কৃপায় আবার শক্তি সঞ্চয় কর। আমি যে কেবল তোমাদের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্যই তোমাদের কাছে আছি, তাহা শুধু নয়, পরন্তু প্রচুরভাবে—খুব প্রচুরভাবে তোমাদিগকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য আছি।

২। আমার কাছে কি কোন কিছু কঠিন? বা আমি কি এমন একজন, যিনি বলেন, কিন্তু কাজে করেন না? তোমার বিশ্বাস কোথায়? বিশ্বাস করিয়া দৃঢ়ভাবে অধ্যবসায়ের সহিত অপেক্ষা কর, সাহস অবলম্বন কর। যথাসময়ে শান্তি লাভ করিবে।[৪] আমি বলি

কি—আমার জন্য অপেক্ষা কর, —অপেক্ষা কর, আমি আসিয়া তোমাদেব ভাব গ্রহণ করিব।[৫] প্রলোভনের পরীক্ষায় তোমরা উদ্বিগ্ন হও, আব অলীক ভীতির দ্বারা ভীত হইয়া থাক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতেব জন্য দুশ্চিন্তা তোমাদের জীবনে দুঃখের উপর দুঃখ ছাড়া আব কি আনয়ন কবে ? ভবিষ্যতের জন্য অত্যধিক ভাবনা ক্ষতিকর। ভবিষ্যতে যে-সব ঘটনা হয়তো ঘটিবেই না, সেই সব বিষয়ে বিব্রত বা আনন্দিত হওয়া বৃথা এবং অকল্যাণকর।

৩। মানুষ এইরূপ কল্পনাদ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু রিপুর ইঙ্গিতমাত্রে উহার দ্বারা অতি অল্পেতে অভিভূত হইয়া যাওয়া তাহাব মনের পক্ষে প্রতারিত হওয়া অপেক্ষাও দুর্বলতাব পরিচয়।

সত্য বা মিথ্যা গ্রাহ্য না করিয়া যে কোন উপায়েই হউক, অথবা অনিত্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া বা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভীতি উৎপাদন করাইয়া রিপু তোমাকে মায়াচ্ছন্ন বা প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং, তোমার অন্তঃকরণ যেন বিচলিত বা ভীত না হয়। আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া আমার করুণার জন্য নির্ভর করিয়া থাক।[৬] যখন তুমি নিজেকে আমার কাছ হইতে অত্যধিক দূরে বলিয়া মনে কর তখন প্রায়ই আমি তোমার অতি নিকটে থাকি।

যখনই তুমি নিজেকে প্রায় নিঃস্ব বলিয়া মনে কর, তখনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের যোগ তোমার হাতের কাছে থাকে। কখনই বিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থিত হইলেই মনে করিও না— সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া গেল! মনের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া নিজেকে বিচার করা, অথবা কোন বিরুদ্ধ অবস্থার কবল হইতে পলায়নের চেষ্টাতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেও তোমার দুঃখ করা বা উহার দ্বারা অভিভূত হওয়া উচিত নয়।

৪। আমি সাময়িকভাবে তোমাকে কোন পরীক্ষায় ফেলিলে বা তোমার আকাঙ্ক্ষিত সুখলাভ হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিলে নিজেকে একেবারে পরিত্যক্ত মনে করিও না। কারণ, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পথ এইরূপই হইয়া থাকে। তোমার এবং তোমার মত আমার অপর সকল সেবকদের পক্ষে নিজ নিজ ইচ্ছামত কর্ম্মে কৃতকার্য্য না হইয়া প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়া পরীক্ষিত হওয়াই যে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমি তোমার অন্তরের গোপন চিন্তাগুলিকে জানি। পাছে তুমি তোমার উন্নত অবস্থার জন্য অহংকারে ফুলিয়া ওঠ এবং অন্যায় কর্ম্মে আনন্দ অনুভব কর, সেইজন্য মাঝে মাঝে তোমার পক্ষে পারমার্থিক আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত থাকাই যুক্তিযুক্ত। আমি যাহা দান করিয়াছি, তাহা ফিরাইয়া লইতে পারি, এবং আমার ইচ্ছা হইলে আবার দিতেও পারি।

৫। যেহেতু আমি দাতা, সেইহেতু ইহা আমার, এবং ফিরিয়া লইবার সময় আমারটাই লই, তোমার কিছু লই না। আমার প্রতিটি দানই উৎকৃষ্ট। আমি তোমাকে কোন কষ্টে বা পরীক্ষায় ফেলিলে দুঃখিত হইও না, বা নিরাশ হইও না। কারণ, আমি তোমাকে খুব শীঘ্র উহা হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার দুঃখকে আনন্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারি। যাহা হউক, আমি সর্ব্বোপরি ন্যায়পরায়ণ, এবং সেইজন্য তোমার সঙ্গে আমি এইরূপ ব্যবহার করিলেও আমার স্তুতি বিশেষভাবে করা উচিত।

৬। তুমি যদি জ্ঞানী হও, এবং যথার্থ সত্য কি তাহা বিবেচনা কর, তবে কখনও কোনরূপ বিপদেই তোমার হতাশচিত্তে দুঃখ না করিয়া বরং আনন্দ অনুভব করত আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত।[৭] অধিকন্তু, ক্ষমা না করিয়া তোমাকে যে বিপদে ফেলিয়া কষ্ট দিই, সেইজন্যই ইহাকে তোমার পক্ষে বিশেষ আনন্দের বলিয়া গণ্য করা উচিত।

প্রিয় শিষ্যগণকে আমি বলি— "আমাকে যেমন আমাব পিতা(ঈশ্বর) ভালবাসেন, আমিও তেমন তোমদিগকে ভালবাসি।" আমি চাই— আমার শিষ্যবা অনিত্য সুখ অনুসন্ধান না করিয়া বরং উহার পরিবর্ত্তে কঠোর তপস্যার মধ্যে জীবনযাপন করুক, মানযশ লাভ না করিয়া বরং অপযশই লাভ ককক, অলসভাবে না কাটাইয়া পরিশ্রম করুক, স্থির নিশ্চিন্ত না থাকিয়া ববং ধৈর্য্যের সঙ্গে জীবন যাপন কবিয়া সিদ্ধিলাভ ককক। বৎস, আমাব এইসকল কথা স্মরণ বাখিবে।

## টিপ্পনী

১ (ক) সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
—গীতা ১৮।৬৬

[তুমি সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম পবিত্যাগ কবিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।]

(খ) "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest."
—ST. Matthew xi-28

[যাহারা জীবনের দুঃখভারে ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার শরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার কাছে তোমরা শান্তি লাভ করিবে।]

২ (ক) চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

—গীতা ১৮।৫৭-৫৮

[বিবেকবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও, এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর।

আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে আমার অনুগ্রহে সমস্ত সংকট অতিক্রম করিবে, কিন্তু যদি অহঙ্কারবশে আমার কথা না শুন তাহা হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।]

(খ) (i) "বিশ্বাস কর—নির্ভর কর— তাহা হ'লে নিজের কিছু করতে হবে না! মা কালী সব করবেন!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।১২।২

(ii) "কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড় লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১

৩ মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
মযি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥

—গীতা ৭।৭

[হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নাই। সূত্রে মণিসকল যেমন গ্রথিত থাকে, সেইরূপ আমাতে এই সমগ্র বিশ্ব বিধৃত]

৪ "সময় না হ'লে কিছু হয় না***যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছু ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেঙে যাওয়াতে বৌরা আহ্লাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন, 'নাচ-কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আটকেল (আন্দাজ) আছে।'

“তাঁর পদে সব সমর্পণ কর, তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন।”

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১

৫ (ক) “তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে।”

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৯।২

(খ) তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

—গীতা ১৮।৬২

[হে ভারত! তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরমশান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিবে।]

৬ (ক) “যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা হ’লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।”

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।১।৫

(খ) আমি ‘দুর্গা’ ‘দুর্গা’ বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করি।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ,
সুরাপান আদি বিনাশি নারী
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

—অজ্ঞাত

(ক) বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

গীতা ৪।১০

[আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমাব শবণাপন্ন অনেক মহাত্মা জ্ঞান ও তপস্যায় পূত হইয়া আমার ভাব লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন।]

(খ) "হে ঈশ্বব, তুমি করছ— এইটি জ্ঞান। ঈশ্ববই কর্ত্তা আব সব অকর্ত্তা।..." * * *

"জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর! আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা— আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' তখনই জীবের সংসারযন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবেব মুক্তি হয়, আব এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকতামৃত ১।১০।৫

---

# একত্রিংশত্তম অধ্যায়

## সৃষ্টিকর্ত্তা

নাথ! যে-অবস্থায় আসিলে কোন মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী তোমার দর্শনলাভের পথে আমার প্রতিবন্ধক হইবে না, সেই অবস্থা লাভের জন্য তোমার কৃপা ভিক্ষা করি। কারণ, যতক্ষণ কোনও কিছুর প্রতি আমার আসক্তি থাকে, ততক্ষণ আমি ইচ্ছামত তোমার দর্শন পাই না।

কোনও সাধক সর্ব্বপ্রকার বন্ধনমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভের অত্যধিক আগ্রহে বলিয়াছিলেন— "আমার যদি ঘুঘুপাখির মত ডানা থাকিত, তবে আমি উড়িয়া গিয়া তাঁহার চরণে শান্তিতে থাকি পারিতাম।"

যিনি এক ছাড়া দুই দেখেন না, তাঁহার মত শান্তিতে কে আছে ?[১] যিনি ঐহিক কিছুই কামনা করেন না, তাঁহার মত মুক্ত আর কে আছে ? সুতরাং, মানসিক যে-উচ্চ অবস্থা লাভ করিলে সাধক বুঝিতে পারিবেন— বিশ্বস্রষ্টা তোমার সঙ্গে বিশ্বের আর কিছুরই তুলনা হয় না, সেই উচ্চ অবস্থা লাভের জন্য সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য থাকিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের অহংকার বর্জ্জন করিয়া তাঁহাব চেষ্টা করা উচিত। অধিকন্তু, সাধক যতদিন না সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হইতে পারেন, ততদিন তিনি নিবিষ্টমনে স্বর্গীয় বিষয়ের ধ্যান করিতে পারেন না।[২] সেই কারণেই ধ্যানপরায়ণ সাধকের সংখ্যা খুব কম দেখা যায়। কারণ, অনিত্য বিষয় হইতে মনকে সংহৃত করিবার জ্ঞান খুব কম লোকেরই আছে।

২। মনের এই অনাসক্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের কৃপার বিশেষ প্রয়োজন। ঈশ্বরের কৃপাই মনকে উন্নত করিয়া উহাকে আসক্তিশূন্য করিতে পারে।[৩] যতদিন না কোন সাধকের মন উন্নত হইয়া সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়, এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে তন্ময়তা লাভ করে, ততদিন তিনি যাহাই জানুন বা যাহা কিছুই তাঁহার থাকুক— তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই।[৪]

অদ্বিতীয় সনাতন ঈশ্বরকে ছাড়া যে কেহ নিজেকে মহৎ বলিয়া মনে করে, সে-ই দীর্ঘকাল ছোট ও হীন হইয়া থাকিবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই অসার।[৫] সুতরাং, ঈশ্বর ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রতি কোন প্রকার মূল্য দেওয়া উচিত নয়।

অধ্যয়নশীল শিক্ষিত লোকের জ্ঞান, আর অনুভূতিসম্পন্ন ভক্তজনের জ্ঞান— উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। চেষ্টা করিয়া লাভ করা জ্ঞান অপেক্ষা দৈবকৃপায় প্রাপ্ত জ্ঞানের মূল্য অনেক বেশী।

৩। এমন অনেক সাধক দেখা যায়— যাহাদের ধ্যান করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু উহা অভ্যাস করিবার জন্য যে-সব প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী পালন করা উচিত তাহা করিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই।

যথার্থ তপস্যাময় জীবনযাপন করিতে চেষ্টা না করিয়া বাহ্য অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া নিশ্চিত থাকাটাও সাধকদের পক্ষে খুব বড় অন্তরায়।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি, কোন্ ভাবের বশে আমরা চলিতেছি, কি আমরা চাই প্রভৃতি আমার জানা নাই বটে, কিন্তু আমরা যাহারা সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, সেই আমরা আমাদের মনকে সম্পূর্ণরূপে স্থির করত: নিজেদের অন্তরের বিষয় খুব কম ভাবিয়া কেবল অনিত্য তুচ্ছ বিষয় সম্বন্ধেই বেশী কষ্ট স্বীকার করি এবং এত অধিক বিব্রত হইয়া থাকি।

৪। হায়! আমরা সামান্য আত্মস্থ হইবার পরই আর পারি না,— আমাদের চিত্ত আবার বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়, এবং আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে নিষ্ঠার সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াও দেখি না। কোথায় আমাদের আসক্তি আছে তাহা যেমন লক্ষ্য করি না, তেমনি আমাদের জীবনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যও দুঃখিত হই না।

সকল প্রাণী এইভাবে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় মহাপ্লাবন ঘটিয়াছিল।

চিত্ত অত্যধিক মলিন বলিয়াই আমাদের প্রচেষ্টাতেও ভুল হয়; এবং প্রমাদযুক্ত কাজের দ্বারা পারমার্থিক শক্তিহীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শুদ্ধচিত্ত মানবের জীবনেই সদ্ভাবে জীবনযাপন করিবার ফল লাভ হইয়া থাকে।

৫। আমরা মানুষের কাজের পরিণামের বিষয়ই জানিতে চাই, কতটা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সে কাজ করে, তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখি না। আমরা মানুষের সাহসিকতা, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, দক্ষতা এবং উত্তমরূপে লিখিবার ক্ষমতা প্রভৃতি নানা বিষয় জানিতে চাই, কিন্তু তাহারা কতটা নিরহংকারী, ধৈর্য্যশীল, বিনয়ী বা

ভক্তিপরায়ণ ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত, সেইসকল বিষয় খুব কমই জানিতে চাই।

বাহ্য জগৎ মানুষের বাহ্য বিষয়কেই মর্যাদা দিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান মানুষের অন্তর দর্শন করেন।[৬] বাহ্য জগতে যাহারা সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ হয়; কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাহারা কখনও প্রতারিত হন না।

## টিপ্পনী

১ (ক) যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥

—ঈশোপনিষদ্-৭

[সমুদয় বস্তু যে কালে জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া গেল, তখন সেই একত্বদর্শীর মোহই বা কি, আর শোকই বা কি ?]

(খ) দ্বৈতমূলমহো দুঃখং ন্যান্যত্তস্যাস্তি ভেষজম্।
দৃশ্যমেতন্মৃষা সর্ব্বং একোঽহং চিদ্রসোঽমলঃ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা ২।১৬

[অহো! দ্বৈতবুদ্ধিই দুঃখের মূল। দৃশ্যবস্তু সব মিথ্যা এবং আমি এক শুদ্ধচৈতন্য আনন্দস্বরূপ— এইরূপ অনুভূতি ব্যতীত দ্বৈতবুদ্ধিনাশের অন্য উপায় নাই।]

(গ) সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি॥

—বিবেকচূড়ামণিঃ-৪১৮

[জীবন্মুক্ত সিদ্ধযোগী অন্তরে-বাহিরে শাশ্বত আনন্দ উপভোগ করেন।]

২ (ক) অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥

—গীতা ১৮।৪৯

[সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্যরূপ অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।]

(খ) "একটুও আসক্তি থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর যাবে না।"

"মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধমনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধমনও যা শুদ্ধবুদ্ধিও তা— শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না— তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১।৩

৩ "অষ্ট বন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাক্‌লেই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জান, যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, আলো লয়ে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায়! একটু একটু করে যায় না! ভেলকীবাজি করে, দেখেছ? অনেকগেরো দেওয়া দড়ি একধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর একধার নিজের হাতে ধরে; ধরে দড়িটাকে দুই-একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলেও যাওয়া। কিন্তু অন্য লোকে সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে নাই। গুরুর কৃপা হলে সব গেরো এক্ মুহূর্ত্তে খুলে যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৯।২

৪ "হাজার লেখাপড়া শেখ, ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে— সব মিছে। শুধু পণ্ডিত,

বিবেকবৈরাগ্য নাই— তার কামিনী-কাঞ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর।"

"যে-বিদ্যালাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা; আর সব মিছে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১

৫ "ঈশ্বরই সৎ, কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১।৫

৬ "ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন'।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৩

---

# দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

## আত্মত্যাগ

**বৎস! তুমি সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ না করিলে যথার্থ মুক্তি পাইবে না।[১] যাহারা কেবল নিজেদেরই স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং যাহারা নিজদিগকে ভালবাসে, তাহারা বদ্ধজীব ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহারা প্রভু যীশুর প্রীতিজনক বিষয়ের অনুসন্ধান না করিয়া অনিত্য বিষয়ে কৌতূহলী হয়, অনর্থক গল্প করে, কোমল এবং সুখকর বিষয়ের অনুসন্ধান করে ও অনিত্য বিষয়ের পরিকল্পনা করে, তাহারা লোভী।**

ঈশ্বর-বিষয় ছাড়া আর যাহা কিছু, তাহার সবই অনিত্য।[২] এই সংক্ষিপ্ত ছোট কথাটি মনে রাখিবে— "সব ত্যাগ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে!"[৩] ইন্দ্রিয়ভোগলালসা ত্যাগ[৪] কর, তাহা হইলেই শান্তি লাভ করিবে। এই কথা সম্যগ্‌রূপে মনন কর; তোমার এই মনন-ক্রিয়া যখন সম্পূর্ণ হইবে, তখন তুমি সকল বিষয়ে ধারণা করিতে পারিবে।

২। প্রভু! ইহা তো একদিনের কথা নয়, বা ছেলেখেলার ব্যাপারও নয়। বস্তুতঃ, 'বাসনা ত্যাগ কর'— এই ছোট কথাটির মধ্যে সাধুপুরুষদের জীবনের সিদ্ধির সমস্তই নিহিত রহিয়াছে।

৩। বৎস! পরমসিদ্ধিলাভের উপায়ের কথা শুনিয়া পিছনে হটিয়া যাওয়া বা হতাশায় একেবারে মুস্‌ড়িয়া পড়া উচিত নয়। ববং মহত্তর জীবনলাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত।[৫] তুমি এইরূপ উচ্চ-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রণোদিত হও, এবং যে-অবস্থায় উঠিলে তুমি নিজেকে না ভালবাসিয়া একমাত্র আমার ও তোমার ধর্ম্মজীবনের পথপ্রদর্শকের শরণাগত হইয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে— আমি তোমার জীবনের সেই অবস্থা কামনা করি। তোমার এইরূপ অবস্থা আসিলেই আমি অতীব আহ্লাদিত হইব, এবং তোমার জীবনও আনন্দ এবং শান্তিতে অতিবাহিত হইবে। এখনও বহুবিষয় তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। ঐ সকলকে যতদিন না তুমি আমার উপর সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারিবে ততদিন তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষিত[৬] অবস্থা লাভ করিতে পারিবে না।

যে-দিব্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইলে তুমি অসার তুচ্ছ বিষয়কে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারিবে, অগ্নিশুদ্ধ নিখাদ সোনার ন্যায় সেই নির্ম্মল জ্ঞান আমার নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য তোমাকে আমি উপদেশ দিতেছি। ঐহিক জ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিবে। অপরকে বা নিজেকে সুখী করিতে বোকার মত চেষ্টা করিও না।[৭]

৪। সাধারণের কাছে যাহা মূল্যবান্ ও বিশেষ সম্মানজনক, তাহার বিনিময়ে আমি স্বর্গীয় সম্পদ্‌সমূহ অর্জ্জন করিতে উপদেশ দিই। কারণ, উহার সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা নাই বলিয়া এবং জগতে যে উহাকে বড় করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাও মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া সাধারণ লোকের কাছে স্বর্গীয় জ্ঞান তুচ্ছ—উহার মূল্য কম। অনেকেই অবশ্য মুখে স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের বাস্তব জীবনে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। তাহা সত্ত্বেও অনেকের নিকট অজ্ঞাত ইহা অমূল্য নিধি।

## টিপ্পনী

১ (ক) অমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি।

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।২

[কিন্তু বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই।]

(খ) ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

—ঈশোপনিষদ্-১

[ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, সেই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। উক্তরূপ ত্যাগের দ্বারা (আত্মাকে) পালন কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অথবা (ধনের) আকাঙ্ক্ষা করিও না। (কারণ) ধন আবার কাহার ?]

(গ) অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ॥

—বিবেকচূড়ামণিঃ-৭

[বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই— ইহাই শ্রুতির শিক্ষা। সুতবাং, কর্ম্ম যে মুক্তির হেতু হইতে পারে না, তাহা স্পষ্ট।]

(ঘ) "বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না কবলে চৈতন্যই হয় না— ভগবানলাভ হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১।২

(ঙ) "Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven; and come and follow me."

—ST. Matthew XIX.-21

[যীশু তাহাকে বলিলেন— তুমি যদি পূর্ণত্ব আকাঙ্ক্ষা কর, তবে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রয় কবিয়া দাও, এবং দরিদ্রগণকে দান কর। তাহা হইলেই তুমি স্বর্গীয় সম্পদ্ লাভের অধিকারী হইবে। সুতরাং এস, আমার অনুসরণ কর।]

২ (ক) ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি।

—শ্রীমৎসদানন্দযোগীন্দ্রবিরচিতো বেদান্তসারঃ-৮

[এক অদ্বৈত ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, অবশিষ্ট আর সব অনিত্য।]

(খ) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।

—বিবেকচূড়ামণিঃ-২০

[ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।]

(গ) "ঈশ্বর সৎ, আর সব অসৎ,..। সৎ মানে নিত্য। অসৎ— অনিত্য। ....ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৯।২

৩ "ত্যাগ দরকার। ....একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।২৪।৩

৪ (ক) "তাঁকে ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনের দ্বারা জানা যায় না। যে মনে বিষয়বাসনা নাই, সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৯।২

(খ) "ভোগ ত্যাগ হ'য়ে গেলেই শান্তি।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৫।১

৫ মাপ্পমঞ্ঞেথ পুঞ্ঞস্‌স ন মং তং আগমিস্‌সতি।
উদবিন্দুনিপাতেন উদকুম্ভো পি পূরতি।
পূরতি ধীরো পুঞ্ঞ্‌ঞস্‌স থোকথোকং পি আচিনং॥

—ধম্মপদ, পাপ বগ্‌গো-৭

["পুণ্য আমার লভ্য নয়"— এইরূপ মনে করিয়া উহাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিও না। বিন্দু বিন্দু বারিপাতে কুম্ভও পূর্ণ হয়। অল্প অল্প পুণ্য সঞ্চয় করিয়া জ্ঞানী পুণ্যের দ্বারা পূর্ণ হন।]

৬ "সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৫।১

৭ অত্তদত্থং পরত্থেন বহুনাপি ন হাপয়ে।
অত্তদত্থমভিঞ্ঞায় সদত্থপসুতো সিয়া॥

—ধম্মপদ, অত্ত বগ্‌গো-১০

[অপরের বহু উপকারের জন্যও আত্মহিত ত্যাগ করিবে না; আত্মহিত বিচার করিয়া উহাতেই প্রযুক্ত হইবে।]

# ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

## চিত্তচাঞ্চল্য

বৎস! তোমার ভাবাবেগকে বিশ্বাস করিও না। কারণ, উহা এইক্ষণে যেরূপ আছে, অবিলম্বেই উহা অন্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার জীবনে এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বাভাবিকভাবে আসিবে। কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও বিবেকসম্পন্ন পুরুষ তিনি নিজে কি অনুভব করেন, বা কি পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেইদিকে লক্ষ্য না করিয়া এইসকল পরিবর্ত্তনের মধ্যেই অবিচলিত[১] থাকেন, এবং যাহা ন্যায় ও উত্তম, তাহাকেই সমগ্র মন দিয়া ধরিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। এইরূপে তিনি একমাত্র আমাতেই তাঁহার সমগ্র মন অবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে স্থির রাখিয়া বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হন।

২। যাহার উদ্দেশ্য যত অধিক খাঁটি, বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তিনি তত অধিক অচঞ্চল থাকেন। কিন্তু, অধিকাংশ লোকের জীবনে দেখা যায়— সুখকর বিষয়ের সংস্পর্শে আসিবার ফলে তাহাদের সদুদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। কারণ, ভোগস্পৃহাশূন্য মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

এইরূপ প্রাচীন কালে ইহুদীরা বেথানিতে মার্থা ও মেরীর আবাসে যীশুর দর্শনের জন্য শুধু আসে নাই, সেইসঙ্গে ল্যাজারস্‌কে[২]ও দেখিতে পাইবে— এই উদ্দেশ্যও তাহাদের ছিল।

সুতরাং, মানুষের উদ্দেশ্য এক এবং অকৃত্রিম হওয়া উচিত, এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও উহা একমাত্র আমার[৩] দিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত।

## টিপ্পনী

১ (ক) উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
—গীতা ১৪।২৩

[যিনি উদাসীনের ন্যায় আসীন হইয়া সত্ত্বাদিগুণদ্বারা বিচলিত হন না; প্রত্যুত গুণগুলি স্বকার্য্যে বর্ত্তমান— এই ভাবিয়া যিনি স্থিরভাবে অবস্থান করেন— চঞ্চল হন না, তিনিই গুণাতীত।]

(খ) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
—গীতা ২।৫৬-৫৭

[দুঃখে উদ্বেগশূন্য, সুখে ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত, আসক্তি, ভয় ও ক্রোধবিহীন স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিকে 'মুনি' বলে।

যিনি সর্ব্ববিষয়ে মমতাশূন্য এবং শুভ বা অশুভ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিরক্ত হন না, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।]

### ২ ল্যাজারস, মার্থা ও মেরী :

বেথানিতে ল্যাজারস্ ও তাঁহার দুই ভগ্নী— মার্থা ও মেরী বাস করিতেন। তাঁহারা তিনজনেই প্রভু যীশুকে খুব বিশ্বাস ও ভক্তি করিতেন। যীশুও তেমনি তাঁহাদিগকে খুব ভালবাসিতেন। একবার ল্যাজারস্ পীড়িত হইলেন এবং তাঁহার পীড়ার সংবাদ ভগিনীরা যীশুর কাছে পাঠাইয়া বলিলেন— প্রভু! আপনি যাঁহাকে ভালবাসেন তিনি অসুস্থ। ল্যাজারসের এই পীড়ার কথা শুনিয়া যীশু বলিলেন— "এই পীড়াতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না, ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের

জন্য এবং ঈশ্ববেব পুত্রেব গৌববৃদ্ধিব জন্যই তাঁহাব এই পীড়া।” এই কথা বলিয়া তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে আবও দুইদিন বহিলেন। সেখান থেকে তিনি শিষ্যগণ লইয়া যিহূদিয়াতে (Judaea) গেলেন। যিহূদিয়া হইতে তিনি বেথানিতে ফিবিয়া শুনিলেন— চাবিদিন পূর্ব্বে তাঁহাব প্রিয় ল্যাজাবস্ দেহত্যাগ কবিযাছেন এবং নিকটেই তাঁহাব শবীব কববস্থ কবা হইয়াছে। মার্থা যখন শুনিলেন যে, প্রভু যীশু আসিতেছেন, তখনই তিনি ছুটিয়া গিয়া যীশুব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিয়া কহিলেন, “প্রভু! আপনি যদি এখানে থাকিতেন আমাব ভাই মবিত না, এবং এখনও আমি বিশ্বাস কবি— আপনি ঈশ্ববেব কাছে যাহা প্রার্থনা কবিবেন, তাহাই ঈশ্বব আপনাকে দিবেন।” ইহা শুনিয়া যীশু তাঁহাকে বলিলেন— “তোমাব ভাই আবাব উঠিবে।” মার্থা ইহাতে পুনরুত্থানেব কথা মনে কবিলেন এবং যীশুকে সেই কথাই বলিলেন। যীশু তখন মার্থাকে কহিলেন “যে আমাকে বিশ্বাস কবে, সে মবিলেও জীবিত থাকিবে, আব যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস বাখে, সে কখনও মবিবে না— ইহা কি বিশ্বাস কব?” মার্থা উত্তব কবিলেন— “হাঁ প্রভু! জগতেব কল্যাণেব জন্য যাঁহাব অবতবণেব কথা, আপনিই সেই খ্রীষ্ট— ঈশ্ববেব পুত্র— ইহা আমি বিশ্বাস কবি।” এই কথা বলিয়া মার্থা চলিয়া গেলেন এবং ভগিনী মেবীকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন— “প্রভু আসিয়াছেন, তোমাকে ডাকিতেছেন।” মেবী তৎক্ষণাৎ যীশুব কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাব চবণে প্রণত হইয়া বলিলেন— “প্রভু! আপনি যদি এখানে থাকিতেন আমাব ভাই মবিত না।” যীশু দেখিলেন মেবী এবং তাঁহাব প্রতিবেশী যিহূদীবাও কাঁদিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া যীশু অভিভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা কবিলেন— “ল্যাজাবস্‌কে কোথায় কবব দিয়াছ?” তাঁহাবা যীশুকে ল্যাজাবসের কববস্থান দেখাইতে চলিল। এই সময় যীশুও কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাব ক্রন্দন দর্শন কবিয়া অন্যেবা

বলাবলি করিতে লাগিল— "দেখ, ইনি ল্যাজারস্‌কে কেমন ভালবাসিতেন।" কবরের কাছে গিয়া যীশু কবরের মুখের পাথরখানা সরাইয়া ফেলিতে বলিলেন। মার্থা বলিলেন— "প্রভু! এই কয়দিনে উহাতে দুর্গন্ধ হইয়াছে।" যীশু তখন তাহাকে বলিলেন— "আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, যদি বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে ?" তাঁহার কথা- মত কবরের পাথরখানা সরানো হইল এবং যীশু উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার ও যীশুর অবতারত্বে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন— "ল্যাজারস্‌ বাহিরে এস।" তাঁহার আহ্বানে যখন সত্য-সত্যই ল্যাজারস্‌ কবর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন উপস্থিত সকলে যীশুর শক্তি ও মহিমা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।*

৩ (ক) ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

—গীতা ১২।৮

[আমাতেই মন স্থির কর, আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর। তাহা হইলে মৃত্যুর পর আমাতেই অবস্থান করিবে— ইহাতে সংশয় নাই।]

(খ) কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥

—ভাগবতম্‌ ১১।২।৩৬

[কায়, বাক্য, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবানুসারে যে-যে কর্ম্ম করে, সেই সমুদায় পরম ঈশ্বর নারায়ণে সমর্পণ করিবে।]

---

* (যোহনলিখিত সুসমাচারের ১১শ অধ্যায় হইতে সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত।)

(গ)　ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥

—ভাগবতম্ ১১।৩।২৮

[জপ, তপ, যজ্ঞ, দান, সদাচার, গন্ধ-পুষ্প, স্ত্রী-পুত্র, গৃহ, প্রাণ প্রভৃতি যাহা নিজেব প্রিয়, সকলই পরম ঈশ্বরে নিবেদন কর।]

---

# চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

## ঈশ্বরপ্রেমিক

"দেখ, আমার ভগবানই আমার সর্ব্বস্ব।" আমার আকাঙ্ক্ষার কি আর থাকিতে পারে এবং তাঁহার অপেক্ষা আনন্দদায়ক আর কি আমি আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি?

অহো! যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন এবং যাঁহার কাছে এই জগৎ বা অনিত্য বিষয়-আশয় কিছুই ভাল লাগে না, তাঁহার নিকট এই কথাটি কি মধুর এবং আনন্দদায়ক! অনুরাগী ভক্তের কাছে "আমার ঈশ্বরই আমার সর্বস্ব"— এই কথাটিই যথেষ্ট। ঈশ্বরপ্রেমিকের নিকট এই কথা বলিলেও তিনি আনন্দলাভ করেন। কারণ, তোমার আবির্ভাবে সবই মনোরম, আবাব তোমার অন্তর্ধানে সব কিছুই বিরক্তিকর। তুমি অন্তরে স্থৈর্য্য, শান্তি এবং আনন্দ দান করিয়া থাক।

তোমার কৃপা হইলেই আমরা সকল অবস্থাকেই শুভ-দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া থাকি, এবং সর্ব্ব অবস্থায় তোমার গুণ-কীর্ত্তন করি।

তোমাকে বাদ দিয়া আর কিছুই বেশীক্ষণ আনন্দদায়ক হয় না। কোন কিছুকে আনন্দদায়ক ও রুচিকর করিতে হইলে তোমার কৃপালাভ ও তোমার দিব্যজ্ঞানের ভাবে ভাবিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

২। যিনি তোমাকেই যথার্থ ভালবাসেন, তাঁহার কাছে অপ্রিয় আর কি থাকিবে ? এবং তোমার প্রতি যাহার ভালবাসা নাই, তাহাকে সুখী করিতে পারে এমন শক্তি কাহার আছে ?

কিন্তু যে-সকল লোক ঐহিক জ্ঞানে জ্ঞানী এবং যাহারা দেহসুখেই তৃপ্তিলাভ করে, তাহারা সকলেই পারমার্থিক জ্ঞানলাভে বঞ্চিত হয়। কারণ, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত অহঙ্কারী হয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের হয় বিনাশ। কিন্তু, যাঁহারা অনিত্য বিষয়কে ত্যাগ করিয়া এবং শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া তোমাকেই বরণ করেন তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত হন। কারণ, তাঁহারা অসারকে ত্যাগ করিয়া সারবস্তুকে গ্রহণ করেন, দেহসুখ ত্যাগ করিয়া আত্মানন্দকে বরণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন, এবং এই সৃষ্টিতে যাহা কিছু ভাল দেখা যায়, তাহার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তারই গুণগান করিয়া থাকেন।

সত্যই, বলিতে কি, স্রষ্টা ও তাঁহার সৃষ্টি, অনন্ত ও সান্ত, জ্ঞানালোকের উৎস আর জ্ঞানালোকের দ্বারা আলোকিত— ইহাদের মধ্যে মাধুর্য্যের অনেক পার্থক্য।

৩। ঐহিক সকল রকম জ্ঞানজ্যোতিকে ম্লানকারী হে শাশ্বত জ্ঞানজ্যোতি! তোমার যে-জ্ঞানালোক আমার অন্তরের সকল অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিতে পরিবে, তাহা অবিলম্বে আমার উপর বিকিরণ কর। আমি যাহাতে নিরতিশয় হৃষ্টচিত্তে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারি, তাহার জন্য আমার চিত্তকে শুদ্ধ কর, উহাতে আনন্দ দাও, উহার অজ্ঞান দূর কর, এবং অনুপ্রেরণা দাও। যে-বাঞ্ছিত শুভমুহূর্ত্তে আমি তোমাকে আমার সর্বস্বরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ

হইব, হে প্রভু! সেই ক্ষণটি আমার কখন আসিবে? যতক্ষণ আমি তোমাকে এরূপ দর্শন করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার পরিপূর্ণ আনন্দলাভ হইবে না।[১]

হায়! আমার মধ্যে এখনও সেই পুরাতন সংস্কার কিল্‌বিল্‌ করিতেছে, উহা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় নাই। এখনও কামনা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া অন্তরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং শান্তি নষ্ট করে!

৪। কিন্তু যে-তুমি সমুদ্রের শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত কর, এবং তাহার উর্ম্মিমালার রুদ্ররূপকে শান্ত করিয়া থাক, সেই তুমি উদ্বুদ্ধ হও এবং আমাকে সাহায্য কর।

রণলোলুপ জাতিসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া তোমার শক্তিতে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও।

আমার প্রার্থনা— হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! তুমি ছাড়া আর কোন আশা নাই বা কোনও আশ্রয়ও নাই। সুতরাং, তোমার অত্যাশ্চার্য শক্তি প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণহস্তের মহিমা প্রকাশ কর।

## টিপ্পনী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকৃতং শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্—

১ চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ ১

[যাহা চিত্তদর্পণকে নির্মল করে, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে ও মুক্তিরূপ শ্বেতপদ্মের উপর জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, যাহা পরাবিদ্যারূপ বধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসাগরের স্ফীতি সম্পাদক,

প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদক এবং সকল আত্মার অবগাহনস্নানসম্পাদক, সেই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন বিশেষ জয়যুক্ত হয়।]

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে না কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২

[তোমার নামাবলী বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার সকলশক্তি অর্পিত হইয়াছে, নামস্মরণবিষয়ে কোনও সময়ের বিধিও নাই। হে ভগবান, তোমার এমনই করুণা, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে এই জন্মে অনুরাগ জন্মিল না।]

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমনিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩

[তৃণ হইতেও অবনত এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান ত্যাগ এবং অপরকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া সর্বদা শ্রীহরির কীর্তন করা উচিত।]

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ ৪

[হে জগদীশ! আমি ধন, জন, সুন্দরী বা সর্বজ্ঞত্ব কামনা করি না; হে ভগবান, তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমার অহৈতুকী ভক্তি হয়।]

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥ ৫

[হে নন্দসুত, দুস্পার ভবসিন্ধুতে পতিত দাস আমাকে কৃপাপূর্বক তোমার চরণকমলের ধূলির সমান মনে কর।]

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ ৬

[তোমার নামগ্রহণে কখন আমার নয়ন গলদশ্রুধারায়, বদন বাষ্পরুদ্ধ বাক্যে এবং শরীর রোমাঞ্চে পূর্ণ হইবে ?]

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥ ৭

[গোবিন্দের বিরহে আমার সকাশে নিমেষ যুগযুগান্তরের ন্যায় মনে হয়, নয়নে বর্ষাধারার ন্যায় অশ্রুব সমাগম হয়, এবং নিখিল বিশ্ব শূন্যে মিলাইয়া যায়।]

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিষ্টু মাম্
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ ৮

[সেই রসরাজ পদানুরক্ত আমাকে আলিঙ্গনপূর্বক পেষিতই করুন, অথবা দর্শন না দিয়া মর্মে বিদ্ধই করুন, কিংবা আমায় যথেচ্ছ ব্যবহার করুন, তথাপি তিনিই আমার প্রাণনাথ, অপর কেহ নহে।]

---

# পঞ্চস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

## প্রলোভনের পরীক্ষা

বৎস! তোমার ঐহিক জীবন নিরাপদ নয়। সুতরাং, যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তোমার পারমার্থিক রক্ষাকবচের প্রয়োজন আছে। রিপুগণের মধ্যেই তোমার বাস; চতুর্দিকে হইতে তাহারা

আক্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং, সর্ববিষয়ে তুমি যদি ধৈর্য্যরূপ বর্মদ্বারা আবৃত না হও, তবে তুমি অক্ষতভাবে বেশীদিন থাকিতে পারিবে না। অধিকন্তু, আমার প্রীতির জন্য সকল কিছুকে আন্তরিভাবে সহ্য করিবার জন্য আমাতে যদি একনিষ্ঠ না হও, তবে জীবনযুদ্ধের তীব্রতা সহ্য করিতে পারিবে না, এবং শান্তির জয়টিকাও ধারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং, সর্ব অবস্থাতেই বীরের ন্যায় অগ্রসর হইয়া যে-কোনরকম বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে তোমার দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করা উচিত। কারণ, বিজয়ীকেই স্বর্গীয সুধা প্রদান কবা হয়; অলসদের কপালে শুধু দুঃখই অবশিষ্ট থাকে।

২। ঐহিক জীবনের সুখ কামনা করিলে শাশ্বত শান্তি লাভ করিবে কি করিয়া?[১] সুতরাং, অধিক সুখলাভের চেষ্টা না করিয়া অধিক ধৈর্য্যধারণের জন্য যত্ন কর। অনিত্য সুখ কামনা না করিয়া স্বর্গীয় শান্তি কামনা কর। মানুষ বা অপর কোন প্রাণীর নিকট শান্তিব সন্ধান না করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের কাছে উহা প্রার্থনা কর।

ঈশ্বর-প্রীতির জন্য তোমাকে, সকল রকম পরিশ্রম ও কষ্ট, প্রলোভনের পরীক্ষা, যাতনা, উদ্বেগ, অভাব, দুর্ব্বলতা, আঘাত, নিন্দা-অপবাদ, বিদ্রূপ, সংশয়, শাস্তি, অবজ্ঞা প্রভৃতি সকল রকম অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। এই সকল অবস্থার মধ্যদিয়া জীবনযাপন করা আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জনের সহায়ক। প্রভু যীশুর দর্শনপ্রার্থী নবীন সাধকদের নিকট এই সকল পরীক্ষা-বিশেষ। এই সকল অবস্থার মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিলেই সাধকদের ধর্মজীবন গঠিত হয়।

**ইহজীবনে আমার জন্য সামান্য তপস্যার বিনিময়ে শাশ্বত বর, এবং অনিত্য লজ্জাকর অবস্থার পরিবর্ত্তে অনন্ত গৌরব দান করিব।**

৩। তোমার ইচ্ছা অনুসারে সর্ব্বদা পারমার্থিক সুখলাভ করিবে— এইরূপ কি তুমি চিন্তা করিয়া থাক ? আমার পার্ষদেরাও সর্ব্বদা ইহা পান নাই। তাঁহাদেরও অনেক কষ্ট ছিল, তাঁহাদের জীবনেও অনেক প্রলোভনের পরীক্ষা আসিয়াছিল, এবং তাঁহারাও নিজদিগকে খুব অসহায় মনে করিতেন। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁহাদের ধৈর্য্য ছিল, এবং তাঁহারা নিজেদের ক্ষুদ্রশক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বরং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, পরলোকে লভ্য আনন্দের সঙ্গে ইহজীবনের দুঃখের তুলনা হয় না।

যে-আনন্দ বহু তপস্যা ও অনেক আকুল ক্রন্দনের ফলে কেহ কেহ কদাচিৎ লাভ কবিয়া থাকে, সেই আনন্দ তুমি এইক্ষণেই পাইতে চাও ?[২] বীরের মত সৎসাহসে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা কর, তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইয়াও না, সঙ্কল্পচ্যুত হইও না। অধিকন্তু তোমার দেহ-মনকে ঈশ্বরপ্রীতিব জন্য সমর্পণ কর।[১] তাহা হইলে, আমি তোমাকে পর্য্যাপ্ত পুরস্কার দিব, এবং সকল বিপদেই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।

## টিপ্পনী

১ পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালা-
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

— কঠোপনিষদ্ ২/১/২

[অল্পবুদ্ধি-ব্যক্তিরা বাহ্য ভোগ্যবিষয়গুলির অনুগমন করে। তাহার ফলে তাহারা সর্ব্বতোব্যাপ্ত অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাদিতে আবদ্ধ হয়। এই কারণে বিবেকিগণ অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কূটস্থ নিত্যস্বরূপকে অবগত হইয়া এই জগতে কিছুই কামনা করেন না।]

২ যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥
সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥

— গীতা ৮/১১-১৩

[বেদবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিত বলেন, বিষয়বাসনাহীন যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং যাঁহার স্বরূপ জানিবার বাসনায় গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হন, আমি তোমাকে সেই ব্রহ্মপদলাভের উপায় সংক্ষেপে বলিতেছি।

সমুদায় ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করিয়া সমাধিতে অবস্থান পূর্ব্বক—
"ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ করেন।]

৩ ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥

— গীতা ৩/৩০-৩১

[তুমি আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক আমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কার্য্যই ভগবানের কার্য্য এবং সকল কার্য্যের ফল তাঁহারই, আমি তাঁহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছি মাত্র— এই বিশ্বাসে নিষ্কাম ও মমতাশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর, শোক করিও না।

যাঁহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য অর্থাৎ দোষদর্শন না করিয়া সর্ব্বদা আমার এই মত অনুসারে কার্য্য করেন, তাঁহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

---

# ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়

## মানুষের বিচার

বৎস! ঈশ্বরের উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন কর। তোমার বিবেক যদি বলে— তুমি তোমার কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়াছ এবং তুমি নির্দ্দোষ, তাহা হইলে মানুষের বিচারে ভয় পাইও না। বিবেকের নির্দ্দেশমত কর্ম্ম করাই ন্যায়সঙ্গত, এবং সুখদায়ক। ইহা ছাড়া, যিনি নিজের উপর বিশ্বাস না করিয়া একমাত্র ঈশ্বরের উপরই নির্ভর করেন, এবং যিনি বিনয়ী, তিনি দুঃখ পান না। অধিকাংশ লোকই প্রয়োজন ছাড়া বেশী কথা বলে। সুতরাং, এইরূপ লোকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। অধিকন্তু, সকলকে সন্তুষ্ট করা কখনই সম্ভব নয়। মহাত্মা পল্ ঈশ্বরপ্রীতির জন্য সকলকে সুখী করিতে এবং সকলের ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেও মানুষ তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবে-না বলিবে, সেই বিষয়ে তিনি সামান্যই চিন্তা করিতেন।

২। তিনি তাঁহার সাধ্যানুসারে অপরের নৈতিক উন্নতি ও মুক্তির জন্য খুব চেষ্টা করিতেন। তথাপি অপরের সমালোচনা এবং অবজ্ঞা তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিতে পারিত না। যিনি সব কিছুই জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের উপর তিনি সমস্তই সমর্পণ করিতেন। মানুষ যখন তাহাদের সঙ্কীর্ণতাবশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বলিত, বা অসার মিথ্যা চিন্তা করিত, এবং দম্ভ প্রকাশ

করিত, তখন তিনি বিনয় ও ধৈর্য্য সহকারে তাহাদের সম্মুখেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেন। চুপ[১] কবিয়া থাকিলে পাছে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়, সেইজন্য তিনি মাঝে মাঝে তাহাদের কথার উত্তর দিতেন।

৩। এমন তুমি কে, যে অনিত্য মানুষকে ভয় করিবে? সে আজ আছে, কাল নাই! একমাত্র ভগবানকে ভয় কর; তাহা হইলে মানুষের ভয়ে ভীত হইবে না। মানুষের কথা বা আঘাত তোমার কি ক্ষতি করিতে পারে? সে বরং নিজেই নিজেকে আঘাত করে। সে যে-ই হউক, ভগবানের বিচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। একমাত্র ঈশ্বরনিষ্ঠ হও; কোপনস্বভাব লোকের কথা শুনিয়া বিবাদ করিও না। আপাততঃ তুমি হীন অবস্থায় পড়িলেও, এবং অন্যায়ভাবে কষ্ট পাইলেও দুঃখ করিও না, বা অধৈর্য্য প্রকাশ করিয়া তোমার মর্য্যাদাকে খাটো করিও না। বরং যে-আমি তোমার লজ্জা নিবারণ করিতে পারি, তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি, এবং সকল প্রাণীর শুভ-অশুভ কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকি, স্বর্গস্থ সেই আমার উপর আস্থা স্থাপন কর।

## টিপ্পনী

১ "লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্টলোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার! কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।"

"দুষ্টলোকের কাছে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে; তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/১/৬

# সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়

## মোক্ষ ও আত্মসমর্পণ

বৎস! অহঙ্কার ত্যাগ কর, তাহা হইলেই আমার দর্শন পাইবে।[১] নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া অবস্থান কর, তাহা হইলেই তুমি সর্বদা লাভবান হইবে।[২] যে মুহূর্তে তুমি আত্মসমর্পণ[৩] করিবে, এবং আর পুনরায় অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না, সেই মুহূর্তে তুমি আরও অধিক কৃপালাভ করিবে।

প্রভু! কতবার আমি আত্মসমর্পণ করিব? কি করিয়া আমি অহঙ্কার ত্যাগ করিব?

সর্বদা, সর্বক্ষণ; কি বড়, কি ছোট,—সকল বিষয়ে। তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া রিক্ত হও— ইহাই আমি চাই। তুমি যদি মনমুখ[৪] এক করিয়া নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন না দাও, তবে কি করিয়া তুমি আমাকে লাভ করিবে, এবং আমিই বা তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? যত শীঘ্র তুমি ইহা করিবে, তোমার পক্ষে উহা তত অধিক কল্যাণজনক হইবে এবং এই বিষয়ে তুমি যত অধিক আন্তরিক[৫] হইবে, তত অধিক আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইব, এবং উহাতে তুমি তত বেশী লাভবান হইবে।

২। কেহ কেহ আংশিকভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে, অথবা ঈশ্বরে একান্তভাবে আস্থা স্থাপন করে না। সেইজন্য তাহাদিগকে নিজেদের আত্মরক্ষার বিষয় চিন্তা করিতে হয়। আবার এমন কেহ কেহ আছে, যাহারা প্রথম সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, কিন্তু যখন প্রলোভনের তাড়না আসে, তখন তাহাদের সেই ভাব চলিয়া যায়, এবং উহার ফলে তাহারা ধর্মজীবনে আর উন্নতি করিতে পারে না। সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণপূর্বক নিত্য আমার আরাধনা না করিয়া

এইভাবে জীবনযাপন করিলে মুক্তিলাভ[৬] হয় না, বা আমার মধুর দর্শনলাভও করিতে পারে না। আত্মসমর্পণ[৭] ব্যতীত মুক্তি, দর্শন এবং আমার সঙ্গে শাশ্বত মিলন— ইহাদের কোনটিই লাভ হইবে না।

৩। আমি তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি, এবং এখন আবার বলিতেছি— অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমার[৮] উপর আত্মসমর্পণ কর ; তাহা হইলে তুমি শান্তি পাইবে। সকলের জন্য তোমার সর্ব্বস্ব দান করিয়া দাও। কিছু চাহিও না, দান করিয়া আবার চাহিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিও না। একান্ত বিশ্বাস ও শুদ্ধমনে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাকে[৯] লাভ করিবে, এবং তখন তুমি মুক্ত হইবে ; অজ্ঞান-অন্ধকার তোমাকে আর অধোগামী করিতে পারিবে না। স্বার্থসুখশূন্য হইয়া সরলমনে তুমি যেন একমাত্র প্রভু যীশুর শিক্ষা অনুসারে চলিতে পার এবং অহঙ্কারমুক্ত হইয়া যাহাতে নিত্যকালের জন্য 'বড় আমি'র আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার, তাহার জন্যই একমাত্র চেষ্টা কর এবং প্রার্থনা কর। এইরূপ করিলেই তুমি সকল ভাবনা, বৃথা উদ্বেগ ও নিষ্প্রয়োজন কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হইবে। তখনই তুমি অতিরিক্ত ভীতি ও অসঙ্গত আসক্তি হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

## টিপ্পনী

১ (ক) "অহঙ্কার আড়াল আছে ব'লে তাই ঈশ্বরকে দেখা যায় না। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৬

"যে নিরহঙ্কার, তারই জ্ঞান হয়। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল দাঁড়ায়, উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে যায়।

"যতক্ষণ অহঙ্কার থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না ; আবার মুক্তিও হয় না। এই সংসারে ফিরে ফিরে আসতে হয়। বাছুর হাম্বা হাম্বা

(আমি আমি) করে, তাই অত যন্ত্রণা। কষায়ে কাটে, চামড়ায় জুতা হয়। আবার ঢোল-ঢাকের চামড়া হয়; সে ঢাক কত পেটে, কষ্টের শেষ নাই। শেষে নাড়ী থেকে তাঁত হয়, সেই তাঁতে যখন ধনুরীর যন্ত্র তৈয়ার হয়, আর ধুনুরীর তাঁতে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) ব'লতে থাকে, তখন নিস্তার হয়। তখন আর হাম্বা হাম্বা (আমি আমি) বলছে না; বলছে তুঁহু তুঁহু (তুমি তুমি) অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি কর্তা, আমি অকর্তা; তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমিই সব।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৮

(খ)　নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।

—গীতা ১৫।৫

[যাঁহারা অভিমান ও মোহত্যাগ করিয়াছেন এবং আসক্তিদোষশূন্য, পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কামনারহিত, সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত—এইরূপ অবিদ্যাহীন ব্যক্তিগণই সেই অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন।]

(গ)　অহং কর্তেত্যহংমানমহাকৃষ্ণাহিদংশিতঃ।
নাহং কর্তেতি বিশ্বাসামৃতং পীত্বা সুখী ভব॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা ১।৮

['আমি'-কর্তারূপ কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্তসর্পদষ্ট তুমি 'আমি কর্তা নই' এই বিশ্বাসরূপ অমৃত পান করিয়া সুখী হও।]

(ঘ)　"God resisteth the proud, and giveth grace to the humble."

—I Peter v. 5.

[অহঙ্কারীরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিহত হয়, আর যাহারা নম্র, তাহারা তাঁহার কৃপা লাভ করে।]

২ (ক) "কামনা থাকতে, যত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।১৫।১

(খ) মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা ১।২

[বৎস! মুক্তি ইচ্ছা করিলে বিষয়সমূহ বিষবৎ পরিত্যাগ কব এবং ক্ষমা, অকপটতা, দয়া, সন্তোষ এবং সত্য প্রভৃতি অর্জনের সাধনা কর।]

(গ) ন অত্তহেতু ন পরস্সহেতু
ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন বট্‌ঠং।
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো
স সীলবা পঞ্‌ঞবা ধম্মিকো সিয়া॥

—ধম্মপদ, পণ্ডিতবগ্‌গো-৯

[যিনি নিজের জন্য বা পরের জন্য পুত্র, ধন অথবা রাজ্য কামনা করেন না, যিনি অধর্মের দ্বারা আপনার সমৃদ্ধি কামনা করেন না, তিনি শীলবান, প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক।]

তহ্নায় জায়তী সোকো তহ্নায় জায়তী ভয়ং।
তহ্নায় বিপ্পমুত্তস্স নত্থি সোকো কুতোভয়ং॥

—ধম্মপদ, পিয় বগ্‌গো-৮

[কামনা হইতে শোক এবং ভয়ের উৎপত্তি হয়। যিনি কামনাবিমুক্ত, তাঁহার শোকও নাই, ভয়ও নাই।]

যো চেতং সহতী জম্মিং তহ্নং লোকে দুরচ্চয়ং।
সোকা তম্হা পপতন্তি উদবিন্দুর পোক্খবা॥
তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তেত্থ সমাগতা।
তহ্নায় মূলং খণথ উসীরত্থো ব বীরণং।
সাবো নলং ব সোতো ব মাবো ভঞ্জি পুনপ্পুনং॥

—ধম্মপদ, তহ্না বগ্গো ৩-৪

[এই হীন দুর্জয় তৃষ্ণাকে যে জয় কবিতে পারে, পদ্মপত্র হইতে বাবিবিন্দুব ন্যায় তাহাব শোক অপসৃত হয়।]

এইস্থানে সমাগত সকলকে আমি উপদেশ দিয়াছি— উষীরর্থে (সুগন্ধিমূলবিশেষ, খশ্ খশ্) বীরণমূল খননের ন্যায় তৃষ্ণার মূল ছেদন কর; নদীস্রোতে ভগ্ন নলের ন্যায় মার যেন তোমাদিগকে পুনঃ পুনঃ নষ্ট না করে।]

(ঘ)　ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
　　নান্তো ন চাদির্ন সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
　　মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
　　যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
　　যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

—গীতা ১৫।৩-৪

[ইহলোকে এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না; ইহার আদি, অন্ত ও স্থিতিরও উপলব্ধি হয় না। এই বদ্ধমূল অশ্বত্থ বৃক্ষকে অর্থাৎ সংসাররূপ বৃক্ষকে সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ (অসঙ্গ) শস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া পরে উহার মূলীভূত সেই বস্তুর (পদ) অনুসন্ধান করিবে,

যাহা প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না। যাহা হইতে এই চিরন্তন সংসারের প্রবৃত্তি আবির্ভুত হইয়াছে, আমি সেই পুরুষের শরণাপন্ন হইলাম— এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ভগবানের অনুসন্ধান করিতে হইবে।]

(ঙ) "বাসনা হতেই তো দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্ব্বাসনা হল ত সব ফুরাল।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃঃ নং ৭৫

"বাসনা ফুরুলেই হয়, নইলে কিছুতেই কিছু নয়।"

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২য় খণ্ড (৪র্থ সং) পৃঃ নং ৭৮

৩ (ক) শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ ৫৪

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২শ পরিচ্ছেদ

(খ) মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১১।২৯।৩৪

[মানুষ যখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে আমার বিশেষভাবে কৃপার পাত্র হয় এবং তখন সে অমৃতত্বপ্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত একীভাবের যোগ্য হয়।]

(গ) "তাঁর শরণাগত যে, তার মুক্তি হবে না তো হবে কি ?

—শ্রীশ্রীমায়ের কথা ২য় খণ্ড (৬ষ্ঠ সং) পৃঃ নং ১৪৫

(ঘ) "তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন। তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে

কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি— তাঁর শরণাগত হও। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়। মানুষের কি শক্তি আছে?"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৯।২

(ঙ) তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥

—গীতা ১৮।৬২

[হে ভারত! তুমি কায়মনোবাক্যে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুগ্রহে পরমশান্তি ও নিত্যধাম লাভ করিবে।]

৪ "সরলভাবে বলো, হে ঈশ্বর! দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বল, হে ঈশ্বর, কামিনীকাঞ্চন থেকে মন তফাৎ কর!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৮।২

৫ "তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হ'লে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৭।২

৬ "দেখ, অহঙ্কার না গেলে জ্ঞান হয় না। 'মুক্ত হ'ব কবে, 'আমি' যাবে যবে'। 'আমি' ও 'আমার'—এই দুইটি অজ্ঞান। 'তুমি' ও 'তোমার'—এই দুইটি জ্ঞান। যে ঠিক ভক্ত, সে বলে— 'হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব ক'রছো, আমি কেবল যন্ত্র, আমাকে যেমন করাও, তেমনি করি। আর এসব তোমার ধন, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জগৎ। তোমারই গৃহ পরিজন, আমার কিছু নয়। আমি দাস"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১৮।৩

৭ "অহঙ্কারের লেশ থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।২

৮ "তাঁকে আম্‌মোক্তারি (বক্‌লমা) দাও— যা হয় তিনি করুন। তুমি বিড়ালছানাব মত কেবল তাঁকে ডাকো —ব্যাকুল হয়ে। তার মা যেখানে তাকে রাখে— সে কিছু জানে না; —কখনও বিছানার উপর রাখছে, —কখনও হেঁশালে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।৭।২

৯ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—গীতা ১৮।৬৬

[কর্ম-যোগনিষ্ঠাব পরম রহস্যের (ভগবৎশরণতার) উপদেশ উপসংহাব করিয়া সন্ন্যাসের ফল সর্ববেদান্তবিহিত সম্যগ্দর্শন বলিতেছেন—

সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্বক গর্ভ, জন্ম, জরা ও মৃত্যুবর্জিত পরমেশ্বরূপ একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে সদা স্মরণ কর। তুমি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল হইলে তোমার নিকট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করিয়া সকল ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অতএব, শোক করিও না।]

(ক) সর্বধর্ম = বর্ণধর্ম আশ্রমধর্ম ও সামান্য ধর্ম প্রভৃতি সকল প্রকার ধর্ম।

—শ্রীমধুসূদন

(খ) অধর্ম, যথা -নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ পাপকর্ম (অধর্ম) হইতে নিবৃত্ত উপরত ও সমাহিত এবং প্রশান্তচিত্ত না হইলে কেবল প্রজ্ঞান দ্বাবা আত্মজ্ঞানলাভ হয় না।

—কঠ উপনিষদ, ১।২।২৪

(গ) ধর্মাধর্ম, যথা— 'নৈব ধর্মী নচাধর্মী।

—মহাভাবত, অশ্বমেধপর্ব, ১৯।৭

অর্থাৎ ধর্মাধর্মে অভিমানী ব্যক্তির এই জ্ঞান লাভ হয় না।

—উদ্ধৃতি : উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌দভগবদ্‌গীতার ১৮শ অঃ মোক্ষযোগ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

---

# অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

## শরণাগতি

বৎস! তুমি যেখানেই যাও আর যে কাজই কর না কেন, মন যেন কিছুতে আসক্ত[১] না হয়, এবং তুমি যেন কিছুর অধীন না হইয়া সর্বত্র স্বাধীনমনে থাকিতে পার, তাহার জন্য তোমার সর্বতোভাবে যত্ন করা কর্তব্য। তোমাকে তোমার কৃতকর্মের ফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিয়া অবশ্য মুক্ত থাকিতে হইবে, এবং কখনই দাস বা বেতনভোগী কর্মচারীর মত তোমার হওয়া উচিত নয়।[২] বরং ঈশ্বরভক্তের ঐশ্বর্য্য ও মুক্তিকেও উপেক্ষা করিয়া তোমাকে অনাসক্ত এবং খাঁটি ইহুদীর মত হইতে হইবে। কারণ, তাঁহারা ঐহিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়াই নিত্যবস্তুর ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনের একাংশের[৩] দ্বারা ইহলোকের কর্তব্য কর্ম করেন, আর অপর

অংশের দ্বারা ঈশ্বরের ধ্যান করেন। তাঁহারা অনিত্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়া বরং যিনি তাহার সৃষ্টিতে সব কিছুই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন, সেই মহান্ বিধাতার বিধান অনুসারেই ঐ সকল বিষয়কে নিজেদের জীবনে যথাযথ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

২। ইহা ছাড়া, তুমি যদি সর্ব্ব অবস্থাতেই অবিচল থাক, এবং বাহিরে যাহা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে পাও, শুনিতে পাও, সেইসকলকে যদি তোমার বিষয়াসক্ত মনদ্বারা বিচার না কর, বরং অবিলম্বে প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসার ন্যায় উপাসনামন্দিরে[৪] প্রবেশ করিয়া প্রভুর পরামর্শ প্রার্থনা কর, তাহা হইলে প্রায়ই দৈববাণী হইতে অনেক বিষয়েই বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শ লাভ করিতে পারিবে। বিপদ ও মানুষের অন্যায় আচরণের কবলে পড়িলে মুসা সর্বদা তাঁহার সংশয় এবং প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রার্থনা করিতেন। তোমারও সেইরূপভাবে দৈবকৃপার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তোমার অন্তরের[৫] মণিকোঠায় অন্তর্য্যামীর শরণ গ্রহণ করা উচিত। শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি—এইভাবে দৈবের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক প্রভুর পরামর্শ প্রার্থনা না করিয়া যশুয়া (Jashua) এবং ইহুদীরা গিবোনাইটদের (Gibeonites) মিষ্টি কথায় বিশ্বাস করিয়া কৃত্রিম দয়ার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিল।

## টিপ্পনী

১ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥

—গীতা ৩।১৯

[অতএব, আসক্তিশূন্য হইয়া সর্বদা বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ, অনাসক্ত হইয়া কর্ম করিলে মানুষ মুক্তিলাভ করে।]

২ ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥

—গীতা ৫।১০-১২

[পরমেশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ করিয়া ফলকামনা পবিত্যাগপূর্বক যিনি কর্মানুষ্ঠান করেন, জলে পদ্মপত্রের ন্যায় তিনি পাপে লিপ্ত হন না।

কর্ম্মযোগিগণ ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত দেহ, মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

পরমেশ্ববে একান্ত নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মযোগী কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও আত্যন্তিক শান্তি (মোক্ষ) লাভ করেন, কিন্তু অযোগী কামনা বশতঃ কর্মফলে আসক্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন।]

৩ "এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধ'রে থাকো। কর্ম শেষ হ'লে দুই হাতে ঈশ্বরকে ধ'রবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।২।৫

৪ "And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar discended, and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses."

—Exodus xxxiii. 9

[এবং ইহা দেখা যাইত যে, মূসা যখন উপাসনামন্দিরে প্রবেশ করিতেন, তখন মেঘের স্তম্ভের মত কি একটি নামিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে অবস্থান করিত এবং ঈশ্বর মূসার সঙ্গে কথা বলিতেন।]

৫ "But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly."

—ST. Matthew vi.6

[কিন্তু তুমি প্রার্থনা করিবারকালে তোমার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করতঃ দ্বার রুদ্ধ করিয়া অদৃশ্য পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করিও। তাহা হইলে অন্তর্য্যামী সেই পরম পিতা তোমাকে প্রকাশ্যভাবেই তোমার প্রার্থনার ফল প্রদান করিবেন।]

---

# ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## বৈষয়িক ব্যাপার

বৎস! তোমার সবকিছু আমাতে[১] সমর্পণ কর, তাহা হইলে যথাসময়ে আমি উহাদের সুবন্দোবস্তই করিব। আমার ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা কর; তাহা হইলে দেখিতে পাইবে— উহাতে তোমার শুভই হইয়াছে।[২]

প্রভু! আমি সানন্দে আমার সমস্তই তোমাতে সমর্পণ করিতেছি। কারণ, আমার চেষ্টাদ্বারা খুব সামান্যই কাজ হইবে। আমি যদি আমার ভবিতব্যের কথা খুব বেশী চিন্তা না করিয়া সাগ্রহে তোমার শুভ ইচ্ছার উপর সব সমর্পণ করিতে পারিতাম।

২। বৎস! মানুষ প্রায়ই তাহার আকাঙ্ক্ষিত বিষয় লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত উগ্রভাবেই সংগ্রাম করে, কিন্তু উহা লাভ করিবার পরই সে ঐ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করিতে আরম্ভ করে। কারণ, কোনও বিষয়ের প্রতি আসক্তি খুব বেশি স্থায়ী না হইয়া বরং আমাদিগকে একটি ছাড়িয়া আর একটি ধবিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া থাকে। সুতরাং, অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও নিজের অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারাটা মানুষের পক্ষে কম লাভ নয়। মানুষের যথার্থ কল্যাণ নির্ভর করে তাহার অহঙ্কার ত্যাগের[৩] উপর, এবং যে-ব্যক্তি অহঙ্কারকে ত্যাগ করিতে পারে সেই ব্যক্তি নিরাপদে এবং বেশ স্বস্তিতে জীবন যাপন কবে। কিন্তু, পূর্ব্বসঞ্চিত অশুভ সংস্কার[৪] সর্বদা মন্দ করিবার প্রেরণাবশতঃ মানুষকে প্রলুব্ধ করিতে কখনই বিরত হয় না। বরং, অসতর্ক সাধককে দ্রুত প্রবঞ্চনার ফাঁদে ফেলিবার জন্য নিশিদিন অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকে। সেইজন্যই প্রভু বলিয়াছেন— "প্রলোভনের দ্বারা যাহাতে প্রতারিত না হও, তাহার জন্য সতর্ক থাকিয়া প্রার্থনা কর।"

## টিপ্পনী

১ (ক) যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

—গীতা ১২।৬-৭

[যাহারা সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমাকে উপাসনা করে, হে পার্থ! আমাতে অর্পিতচিত্ত সেইসকল ব্যক্তিকে আমি অচিরকাল মধ্যেই মৃত্যুযুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।]

(খ) "Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time: Casting all your care upon Him; for He careth for you."

—I Peter V. 6-7

[প্রবল পরাক্রান্ত ঈশ্বর যাহাতে সময়মত তোমাদের মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, তাহার জন্য তোমরা তোমাদের সকল দায়িত্ব তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ কর। কারণ, তিনি তোমাদের জন্য ভাবেন।]

২ "তাঁকে আম্মোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাক। তিনি যা কাজ ক'রতে দিয়েছেন, তাই করো।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৫

৩ "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। অহঙ্কার করা বৃথা। এ শরীর, এ ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকবে না। ...জজ্ই হও আব যেই হও, সব দু'দিনের জন্য।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৬

৪ "Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour."

—I Peter V. 8

[সংযত ও সাবধান হও। কারণ, তোমার প্রতিপক্ষ দানব গর্জনকারী সিংহের ন্যায় কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার জন্য অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।]

# চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## মানুষের শক্তি

প্রভু! তুমি যাহার সম্বন্ধে মনোযোগী, সেই মানুষটি কি করে? এবং যাহাকে তুমি দর্শনদান কর, তাহার কর্মই বা কি? কিভাবে জীবনযাপন করিলে তুমি মানুষকে কৃপা কর? প্রভু! তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ কর, তবে তাহাতে আমার অভিযোগ করিবার কি আর থাকিতে পারে? এবং আমি যাহা আকাঙ্ক্ষা করি, তাহা যদি তুমি আমাকে না দাও, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধেই বা আমার ন্যায়সঙ্গতভাবে বলিবার কী আছে? সত্যকথা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয়—প্রভু! সকল বিষয়েই, অসার এবং অকর্মন্য ছাড়া আমি কিছুই নই, আমার কোন কিছুই করিবার শক্তি নাই, এবং ভাল বলিতে আমার নিজস্ব কিছু নাই। তুমি যদি আমার সহায় না হও, এবং আমাকে অন্তরে প্রেরণা না দাও, তাহা হইলে আমি একেবারেই উদ্যমহীন হইয়া পড়ি, এবং আমার বিনাশ হয়-হয় অবস্থা আসে।

২। কিন্তু প্রভু! তুমি সর্বদাই অক্ষয়, তুমি সনাতন। তুমি সর্বদাই সৎ— ন্যায়পরায়ণ এবং পবিত্র। তুমি জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তোমার কৃত সকল কর্মই ন্যায়সঙ্গতভাবে এবং শুদ্ধরূপে সম্পন্ন হয়। অপরদিকে, আমি বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, একইভাবে উন্নতিলাভ করা অপেক্ষা পশ্চাৎ অপসারণের দিকেই আমার অধিকতর ঝোঁক। তাহা হইলেও তুমি প্রসন্ন হইয়া যখন আমার সহায় হইবে, তখন শীঘ্রই আমি উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব। কারণ, মানুষের সহায়তা ব্যতীত তুমি একাকীই আমাকে সাহায্য করিতে পার, এবং আমাকে এমন শক্তিমান করিতে পার যাহার

বলে আর পরিবর্তন হইবে না, এবং আমার মন তোমাতেই একমাত্র শরণ গ্রহণ করিয়া শান্তিতে অবস্থান করিবে।

৩। অতএব, যে-ভক্তি অর্জনে বা আমার নিজের প্রয়োজনের অভাব মিটাইতে কোন মরণশীল মানুষই সক্ষম নয়, সেই ভক্তি-অর্জন এবং নিজের অভাবপূরণের ব্যাপারে আমি যদি মানুষের সহায়তাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি তোমার কৃপালাভের আশা করিতে পারি, এবং তোমার কাছ হইতে বরলাভ করিয়া আনন্দ করিতে পারি।

৪। আমার জীবনে যখনই কিছু ভাল হয়, তাহার জন্য সর্ব বিষয়ের মূল তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে অসার —কিছুই নই; অস্থির ও দুর্বল মাত্র। আমার এমন কী আছে যাহার জন্য আমি গর্ব অনুভব করিতে পারি? কিসের জন্য আমি সম্মানলাভের আশা করিতে পারি? আমি কিছুই না হইয়াও কি? ইহা যে একেবারেই অসম্ভব। বাস্তবিকপক্ষে অহেতুক গৌরবলাভ অনিষ্টকর; উহা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ, উহা মানুষকে তাহার যথার্থ গৌরব অর্জন থেকে বঞ্চিত করে, এবং যতটুকু স্বর্গীয় কৃপালাভ হইয়াছে, তাহাকেও হরণ করে। কারণ, সে নিজেকে সুখী করিতে গিয়া তোমার বিরাগভাজন হয়, এবং মানুষের কাছে প্রশংসালাভের জন্য হা-করিয়া থাকিয়া যথার্থ ধর্মলাভে বঞ্চিত হয়।

৫। কিন্তু, মানুষ যদি নিজের জন্য নিজে না ভাবিয়া তোমার গুণকীর্তন করে, যদি সে নিজের গুণের জন্য আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তোমারই নামে আনন্দলাভ করে, এবং যদি সে সবকিছু ছাড়িয়া একমাত্র তোমাতেই আনন্দ পায়, তবেই তাহার সত্যকারের গৌরব ও পরম আহ্লাদ লাভ হয়। আমার না হইয়া তোমার নামেরই জয় হইক। আমার নয়, তোমার কর্মেরই যশ কীর্তিত হউক। তোমার

পবিত্র নামেরই মহিমা প্রচারিত হউক, মানুষের কোনপ্রকার প্রশংসাই যেন আমাতে আরোপিত না হয়। তুমি আমার গৌরবের বস্তু, আমার অন্তরের আনন্দও তুমি। সমগ্র দিবস ব্যাপিয়া তোমার স্মরণেই গৌরব ও আনন্দবোধ করিব। আমার নিজের সম্বন্ধে একমাত্র আমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুর জন্য গৌরববোধ করিবার নাই।

৬। ইহুদীরা একে অন্যের নিকট প্রশংসা কামনা করে করুক, আমি কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশংসা কামনা করি। তোমার অক্ষয় মহিমার কাছে অনিত্য মানুষের সকল রকম মান-সম্মান ও ঐহিক সর্বপ্রকার উন্নতিই সর্বৈব মিথ্যা— অসার।

হে আমার ঈশ্বর! পরমসত্যস্বরূপ, করুণার মূর্তবিগ্রহ মহিমময়ী ত্রয়ী[১], একমাত্র তোমারই মহিমা চিরকাল কীর্ত্তিত হউক।

## টিপ্পনী

১ ত্রয়ী (Trinity)

*(ক) "এক ঈশ্বর আছেন, তথাপি সেই একই ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি আছেন, অর্থাৎ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

"পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তথাপি তিন ঈশ্বর নহেন। কিন্তু তিন ব্যক্তি এক ঈশ্বর, যেহেতু তিন ব্যক্তিরই অভিন্ন স্বভাব ও গুণ। তিন ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সমান সমভাবে ক্ষমতাপন্ন, সৎ এবং পবিত্র। পিতা সর্বশক্তিমান্, অনাদি এবং অনন্ত, পুত্র সর্বশক্তিমান্ অনাদি ও অনন্ত; এবং পবিত্র আত্মা সর্বশক্তিমান, অনাদি ও অনন্ত। তিন ব্যক্তি এক সর্বশক্তিমান্, অনাদি ও অনন্ত

* পূর্ব বাংলার ঢাকাস্থিত Catholic Mission কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সত্যধর্ম' নামক পুস্তকে Trinity (পবিত্র ত্রিত্ব) সম্বন্ধে উক্ত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। 'সত্যধর্ম' (৪র্থ অধ্যায়)

ঈশ্বর। তাঁহারা কেবল এই বিষয়ে বিভিন্ন যে, পিতা ঈশ্বর কোন ব্যক্তি হইতে নির্গত বা জাত হন নাই। পুত্র ঈশ্বর পিতা হইতে জাত এবং পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র— উভয় হইতে নির্গত।

"আমরা প্রথম ব্যক্তিকে পিতা ও দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পুত্র বলি; কিন্তু পিতামাতা হইতে যে প্রকার সন্তান জন্মে, পুত্র ঈশ্বর, পিতা ঈশ্বর হইতে সে প্রকারে জাত নহেন, তাহা বলিলে ঈশ্বরের নিন্দা করা হয়। ঈশ্বর নিঃশরীর ও আত্মামাত্র হওয়াতে, পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর হইতে জাত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় নহে। তিনি বুদ্ধির অতীত ও অনির্বচনীয়ভাবে ও জ্ঞানে পিতা হইতে জাত। তাঁহাকে ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের পুত্র বলে। তৃতীয় ব্যক্তি পবিত্র আত্মা, পিতা ও পুত্র হইতে প্রেমের দ্বারা নির্গত। যদিও পুত্র পিতা হইতে জাত এবং পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র হইতে নির্গত তথাপি পুত্র ও পবিত্র আত্মা অপেক্ষা পিতা বড় নহেন। তিন ব্যক্তি অনাদি কাল হইতে আছেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সমান। এমতে সূর্য, তাপ ও আলো ইহার দৃষ্টান্ত। যদিও তাপ এবং আলো সূর্য হইতে বহির্গত হয়, তথাপি আমরা বলতে পারি না যে, সূর্য প্রথমে সৃষ্ট হয়, তৎপরে আলো এবং তাপ হয়।

...ঈশ্বর স্বভাবে ও সত্ত্বাতে এক কিন্তু ব্যক্তিতে তিন একথা বলিলে কিছুই যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না; যেহেতু একবস্তু একভাবে এক, আর অন্যভাবে তিন হইতে পারে। দৃষ্টান্ত, যেমন আমাদের আত্মা এক, কিন্তু গুণে তিন, যথা স্মরণ, বুদ্ধি ও ইচ্ছা।

"এক ঈশ্বর তিন ব্যক্তি— এই মহাধর্ম্মরহস্যকে পবিত্র ত্রিত্বের ধর্ম্মরহস্য বলে।"

(খ) "Here you have the complete triangular figure of the Trinity, three profound thruths—the

Father, the Son, and the Holy Ghost, making up the harmonious whole of the economy of creation....The apex is the very God Jehovah, the Supreme Brahma of the Vedas. Alone, in His own eternal glory, He dwells. From Him comesdown the Son in direct line, an emanation from Divinity. Thus God descends and touches one end of the base of humanity, then running all along the base permeates the world, and and then by the power of the Holy Ghost drags up degenerated humanity to Himself. Divinity coming down to humanity is the Son; Divinity carring up humanity to heaven is the Holy Ghost. This is the whole philosophy of salvation."

* * * *

The treatises of classical Cetholic mysticism :—

"The action whereby the Father engenders the Son is well explained by the term issuing or coming out.... *Exivi a patre.* The Holy Ghost is produced by the return way... It is the divine way and subsists in God whereby God returns to himself.... In the same way we come out of God by the creation, which is atrributed to the Father by the Son, we retarn to Him by grace, which is the attribute of the Holy Ghost."

(P. Claude Seguenot : *Conduite d' Oraison.* 1634, quoted by Henri Bremond : La Metaphysique des Saints, 1, pp. 116-117)*

---

*(Quoted from "The Life of Ramakrishna" by Romain Rolland, (5th Impression) pp 134 135)

# একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## অনিত্য মান-যশ

বৎস! অপরের যশ ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে নিজের জীবনের ঘৃণা ও অবনতির তুলনা করিয়া দুঃখিত হইও না। দিব্যভাবে ভাবিত হইয়া আমার ধ্যানে ডুবিয়া থাকিলে লোকের ঘৃণা তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না।

অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া মায়াতে আমরা ভুল পথে চলিতেছি। ঠিক ঠিক ভাবে আত্মবিশ্লেষণ করিলে কেহ আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে—এই কথা আর আমি বলিত পারি না। সুতরাং, তখন তোমার নিকটে অভিযোগ করিবার আমার সত্য-সত্যই কিছু থাকে না।

২। কিন্তু, যেহেতু তোমার প্রতি আমার আচরণ প্রায়শই অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়, সেইহেতু আমার প্রতি অন্যের বিরুদ্ধাচরণও যথার্থই হইয়া থাকে। লজ্জা, অপমান প্রভৃতি যথার্থই আমার প্রাপ্য, এবং প্রশংসা, যশ, গৌরব প্রভৃতি লাভের অধিকারী একমাত্র তুমি। যতক্ষণ আমি সাগ্রহে হৃষ্টচিত্তে অন্যের নিকট হইতে অপমান সহ্য করিতে না পারিব, যতক্ষণ না আমি অন্যের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ মনে করিতে পারিব, ততক্ষণ আমার পক্ষে অন্তরে শান্তি ও স্থৈর্য্যলাভ করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনই পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করা বা তোমার ধ্যানে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকাও সম্ভব নয়।

---

# দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## শান্তি

বৎস! কাহারও প্রতি তোমার উচ্চ ধারণা এবং তাহার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ পবিচয় থাকিলেও তুমি যদি তোমার শান্তিব জন্য তাহার উপর নির্ভব কর, তবে তোমার আসক্তি আসিবে এবং তুমি চঞ্চল হইয়া পড়িবে। কিন্তু, তুমি যদি সনাতন সত্যস্বরূপেরই শরণ[১] গ্রহণ কর, তাহা হইলে কোন বন্ধুর বিচ্ছেদ বা মৃত্যু তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। এই সংসারে যে-বন্ধু তোমার খুব প্রিয় এবং যাহার সম্বন্ধে তুমি উচ্চ ধারণা পোষণ কর, সেই বন্ধুর প্রতি তোমাব শ্রদ্ধার মূল কারণ[২] আমিই— ইহা জানিয়া আমার জন্যই তাহাকে তোমার ভালবাসা উচিত। আমাকে বাদ দিলে বন্ধুত্বের নিবিড়তা থাকিবে না, উহা স্থায়ী হইবে না। ঈশ্বরীয়-ভাববিহীন বন্ধুত্ব যথার্থ নয়, শুদ্ধও নয়।

কোনপ্রকার সহানুভূতির প্রত্যাশা না করিয়া অনাসক্তভাবে যেন চলিতে পার, তেমনভাবে তোমার প্রিয় বন্ধুগণের সঙ্গে মিশিবে। মানুষ যত অধিক অনিত্য সুখের[৩] প্রতি বৈরাগ্যবান্ হয়, তত অধিক সে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে। মানুষ যত অধিক অহঙ্কার[৪] ত্যাগ করিয়া নিজেকে অত্যন্ত দীন মনে করিতে পারিবে, তত অধিক সে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইবে।

২। কোন কিছু ভালোর জন্য যে ব্যক্তি নিজেকেই কারণ বলিয়া মনে করে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের কৃপালাভে বঞ্চিত হয়। কারণ, দীনচিত্তব্যক্তিরাই[৫] বরাবর ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া থাকে। তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে তোমার অহংবুদ্ধিকে[৬] মুছিয়া ফেলিতে পার, এবং অনিত্য সকল বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত[৭] হইতে পার, তাহা হইলে পরমকৃপায়

আমি তোমাব নিকটি আবির্ভূত না হইয়া পারিব না। কিন্তু, যখনই তুমি অনিত্য বিষয়েব উপব নির্ভর করিবে তখনই ঈশ্বব তোমাব প্রতি বিমুখ[৮] হইবেন। সুতবাং, ঈশ্বরের জন্য সমস্ত বিষয়েই নিজেকে সংযত[৯] কবিতে চেষ্টা কব। ঐকপ করিলে তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ কবিতে পারিবে। বিষয় যত তুচ্ছই হউক না কেন, উহাকে তুমি অসঙ্গতভাবে ভালবাসিলে ও শ্রদ্ধা করিলে উহা তোমার চিত্তকে সত্যস্বরূপ ঈশ্বরেব কাছ হইতে বিচ্যুত করিয়া কলুষিত করিবে।[১০]

## টিপ্পনী

১ "তাঁর শরণাগত হ'লে আর ভয় নাই। তিনিই বক্ষা কববেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৫।৫

২ (ক) অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥

—গীতা ১০।৮

[আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) সমগ্র জগতের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতেই সমস্ত জগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে— জ্ঞানিগণ ইহা জানিয়া প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা কবেন।]

(খ) "ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।৫

[হে প্রিয়ে! সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে, আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়। হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য,

শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয়। হে প্রিয়ে! শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনেব দ্বাবা আত্মাব দর্শন হইলে তদ্দ্বারাই এই সমস্ত বিদিত হয়।]

৩　"সংসাবের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্ববের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি ক'বে তাঁকে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ১।৬।৩

"বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্ববের প্রতি মতি তত বাড়বে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৭।৪

৪　"be clothed with humulity; for God resisteth the proud, and giveth grace to the humble."

I Pater v. 5

[নম্রতারূপপোষাকে ভূষিত হও ; কারণ অহঙ্কারীরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিহৃত হয, কিন্তু যাঁহাবা নম্র, তাঁহারা তাঁহার কৃপালাভ করেন।]

৫　(ক)　"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি সর্বমাত্মানং পশ্যতি।"

—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৪।৪।২৩

[শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে দর্শন করেন— নিখিল বস্তুকে আত্মা বলিয়া দর্শন করেন।]

(খ)　শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লবধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিচ্ছতি॥

—গীতা ৪।৩৯

[গুরূপদেশে শ্রদ্ধাবান্ ও বিশ্বাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং তাহার দ্বারা শীঘ্রই মুক্তিরূপ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন।]

(গ) বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীয়ুষে,
মুমুক্ষবে সাধু যথোক্তকারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়
তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্য্যাৎ॥

—বিবেকচূড়ামণিঃ-৪২

[বিদ্বান্ মহাত্মা গুরু— মুমুক্ষু, মোক্ষের সাধনোচিত সাধনে রত, প্রশান্তমনা এবং শমগুণযুক্ত শরণাগতকে কৃপাপূর্ব্বক অবশ্য তত্ত্বোপদেশ দিবেন।]

৬ "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৩।৪

৭ (ক) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

—গীতা ৩।১৯

[অতএব, অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বদা বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কারণ, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে পুরুষ মুক্তি লাভ করে।]

(খ) "আমি বলি, অনাসক্ত হয়ে সংসার কর। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ— তা'হলে হাতে আঠা লাগবে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২৪।১

৮ "বিষয়চিন্তা মনকে সমাধিস্থ হতে দেয় না।"

"....ও দেশে দেয়ালের ভিতর গর্তে নেউল থাকে। গর্তে যখন থাকে বেশ আরামে থাকে। কেউ কেউ ন্যাজে ইট বেঁধে দেয়— তখন ইটের জোরে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে। যতবার গর্তের ভিতর গিয়ে আরামে বসবার চেষ্টা করে, ততবারই ইটের জোরে বাইরে এসে পড়ে। বিষয়চিন্তা এমনি— যোগীকে যোগভ্রষ্ট করে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।৭।৫

৯　(ক)　অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥

—গীতা ১৮।৪৯

[সর্ব্বত্র আসক্তিশূন্য, জিতেন্দ্রিয়, আকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্যরূপ অতি উৎকৃষ্ট সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।]

(খ)　নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুনা।
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপস্‌স জন্তুনো॥

ধম্মপদ, সহস্‌স বগ্‌গো—৬

[আত্মজয় সর্বজগৎ জয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; নিত্য সংযতাচারী, আত্মবিজয়ী পুরুষের বিজয়গৌরব দেব, গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মাসহ মার কেহই নষ্ট করিতে পারে না।]

১০　"বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না। দেশলায়ের কাঠি যদি ভিজে থাকে হাজার ঘসো, কোনরকমেই জ্বলবে না, কেবল একরাশ কাঠি লোকসান হয়। বিষয়াসক্ত মন ভিজে দেশলাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৪।৭

# ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## বৈষয়িক-বুদ্ধি

বৎস, মানুষের উক্তি যত সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্তই হউক না কেন, উহাব দ্বাবা তুমি যেন বিচলিত হইয়া যাইও না। "কাবণ, কেবল কথাদ্বাবাই ঈশ্বরকে লাভ হয় না, উহার মধ্যে অনুবাগ থাকা চাই।"[১] আমার বাণীব প্রতি মনোযোগ দাও ; উহা তোমার চিত্তকে উদ্বুদ্ধ কবিয়া মনেব অজ্ঞান-অন্ধকার নাশ কবিবে। আমাব যে-বাণী, তাহা চিত্তে অনুতাপ সৃষ্টি করিয়া প্রচুর শান্তি দান কবে। নিজেকে বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিবার জন্য কখনও ঈশ্বরের বাণী পাঠ কবিও না। স্বকৃতপাপ নাশ করিবার জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন কর। তাহা হইলে উহাব দ্বাবা বহু কঠিন বিষয়ে জ্ঞানলাভ কবা অপেক্ষা তুমি বেশী লাভবান হইবে।

২। বহু বিষয় অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানলাভ কবিবাব পবেও, যিনি আদি এবং মূল কারণ, তাঁহার দিকেই তোমাকে ফিবিয়া যাইতে হইবে। আমি-ই গুরুরূপে মানুষের জ্ঞানদাতা। শিশু-স্বভাব মানবগণকে আমি যে নির্মল জ্ঞান দান কবি, সেইরূপ জ্ঞানদান কবা মানুষেব পক্ষে সম্ভব নয়। আমি যাহার সঙ্গে কথা বলি, তিনিই শীঘ্র জ্ঞানলাভ করিয়া আধ্যাত্মিকতায় অধিক অগ্রসর হন। যাহারা আমার আরাধনা করিতে যত্নবান না হইয়া কৌতূহলজনক বিষয় জানিতে চায়, তাহাদিগকে ধিক্। এমন সময় একদিন আসিবে যখন গুরুর গুরু এবং দেবদূতগণের প্রভু সেই যীশু প্রত্যেকেব জীবনের পাঠ শ্রবণ করিবেন, অর্থাৎ প্রত্যেকের বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করিবেন। সেইদিন জ্ঞানদীপহস্তে তিনি জেরুজালেমের সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবেন ; তখন তমসাচ্ছন্ন সকল রকম গুপ্তবিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং মানুবের তর্ক সব স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

৩। বিদ্যালয়ে দশ বছ্ব অধ্যয়ন কবিয়া যে ধারণাশক্তি লাভ না হয়, তাহা অপেক্ষাও অধিক ধাবণাশক্তি শাশ্বত সত্যকে বুঝিবার জন্য যিনি মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধককে দান করেন, সেই তিনি-ই আমি। আমি যে উপায়ে জ্ঞানদান করি, তাহাতে কথার হট্টগোল থাকে না, মতের কোন সংশয় থাকে না, সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, এবং এলোমেলো তর্কও থাকে না। যিনি ঐহিক বিষয়কে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেন, বর্ত্তমানেব প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করাইয়া চিরন্তনকে অনুসন্ধান করিতে প্রেরণা দিয়া উহাতে ভালবাসাব সৃষ্টি করান, এবং যিনি মান-যশলিপ্সাকে ত্যাগ কবিতে, অপরের অপরাধ সহ্য করিতে, আমাতেই সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবদ্ধ করিতে শিক্ষা দান কবেন, এবং আমি ছাড়া অন্য বিষয়ে কামনাশূন্য হইয়া আমাকেই ভালবাসিবার জন্য যিনি শিক্ষাদান কবেন, সেই তিনি-ই আমি।

৪। কোনও সাধক অন্তর থেকে আমাকে ভালবাসিয়া পারমার্থিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল ; সে অদ্ভুত বিষয় সকল বলিতে পারিত।[২] সে কূটবিষসমূহ অধ্যয়ন না করিয়া সকল বিষয়কে ত্যাগ করিয়াই বরং অধিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিল। যাহা হউক, কাহারও কাহারও নিকট আমি সাধারণ বিষয় বলি, কাহাকেও বিশেষভাবে শিক্ষা দিই, কাহার কাছে আমি আমাকে আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করি, আবার কাহারও কাছে আমার গূঢ়তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করি। শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইলেও সকলের পক্ষে উহা একইভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্তর্য্যামীরূপে আমি-ই শাশ্বত-সত্যের জ্ঞানদাতা, আমি-ই চিত্তকে অনুসন্ধান করি, আমি-ই চিন্তাধারাকে বিচার করিয়া দেখি, এবং প্রত্যেকের কৃতকর্ম্মের বিচারপূর্ব্বক তাহাদের কর্ম্মের উন্নতিবিধানও আমি-ই করি।[৩]

## টিপ্পনী

১ (ক) বহুংপি চে সহিতং ভাসমানো ন তক্করো
হোতি নরো পমত্তো।
গোপো বা গাবো গণযং পরেসংন ভাগবা
সামঞ্ঞস্‌স হোতি॥
অপ্পং পি চে সহিতং ভাসমানো
ধম্মস্‌স হোতি অনুধম্মচারী।
বাগং চ দোসং চ পহায় মোহং
সম্মপ্পজানো সুবিমুত্তচিত্তো।
অনুপাদিয়ানো ইধ বা হুরং বা
স ভাগবা সামঞ্ঞঞস্‌স হোতি॥

— ধম্মপদ, যমক বগ্‌গো ১৯-২০

[সংহিতাব উক্তি পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াও যে প্রমাদযুক্ত মানুষ উহা কার্য্যে পরিণত কবে না, সে শ্রামণ্যের ফলভাগী হয় না; সে অপরের গো-গণনাকারী গোপালকের সহিত তুলনীয়।

অল্পমাত্রায় সংহিতাব উক্তি আবৃত্তি করিয়াও যিনি ধর্ম্মের আচরণে রত, যিনি রাগ, দোষ ও মোহ্ পরিহারপূর্বক সম্যক্‌জ্ঞানপ্রাপ্ত এবং সুবিমুক্তচিত্ত, ইহ্‌লোক কিম্বা পরলোকের বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত, সেই পুরুষই শ্রামণ্যের ফলভাগী হন।]

(খ) "শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? অনেক শ্লোক, অনেক শাস্ত্র, পণ্ডিতের জানা থাকতে পারে; কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিমী-কাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই— মিছে পড়া।"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১/১৪/৩

(গ) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো

ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

— কঠোপর্নিষৎ ১/২/২৩

[বহু বেদ আযত্ত কবাব ফলে, অথবা ধাবণাশক্তিসহায় কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণেব দ্বাবাও এই আত্মাকে জানা যায না।]

২ আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-

মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।

আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি

শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

— গীতা ২/২৯

[কেহ ইঁহাকে (আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ দর্শন কবেন, কেহ ইঁহাকে আশ্চর্য্যবৎ বর্ণনা কবেন। কেহ বা ইঁহাব বিষয় আশ্চর্য্যবৎ শ্রবণ কবেন। কেহ বা শ্রবণ কবিযাও ইঁহাকে যথার্থরূপে জানিতে পাবেন না।]

৩ অহং বাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং

চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা

ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি

যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।

অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি

শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং

দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।

যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি

তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥
অহং রুদ্রায় ধনুবাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥

— দেবীসূক্তম্ ৩-৬

[আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধনপ্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মজ্ঞানবতী। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। আমিই প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা ও সর্ব্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্ব্বদেশে সুরনবাদি যজমানগণ বিবিধভাবে আরাধনা করে।

আমাব শক্তিতেই সকলে আহার ও দর্শন করে, শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহ করে, এবং কথিত বিষয় শ্রবণ কবে। যাহারা আমাকে অন্তর্য্যামীরূপে জানে না, তাহারাই জন্ম-মরণাদি ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, বা সংসারে হীন হয়। হে কীর্ত্তিমান সখা, আমি তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দেবগণ ও মনুষ্যগণের প্রার্থিত ব্রহ্মতত্ত্ব আমি স্বয়ং উপদেশ করিতেছি। আমি ঈদৃশ ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করি; আমি কাহাকেও ব্রহ্মা করি, আমি কাহাকেও ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতিপ্রজ্ঞাশালী কবি।

ব্রাহ্মণদ্বেষী হিংস্রপ্রকৃতি ত্রিপুরাসুরবধার্থ রুদ্রের ধনুকে আমিই জ্যা-সংযুক্ত করি। ভক্তজনের কল্যাণার্থ আমিই যুদ্ধ করি এবং স্বর্গে ও পৃথিবীতে অর্ন্তয্যামীরূপে আমিই প্রবেশ করিয়াছি ॥]

# চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## অনিত্য বিষয়

বৎস! অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকা তোমার পক্ষে কল্যাণজনক এবং এই দুঃখময় সংসারে তোমার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত[১] রাখা কর্ত্তব্য। পরমশান্তি লাভের দিকে যাহাতে অধিক মনোযোগ দিতে পার তাহার জন্য তোমাকে বহু বিষয়ই উপেক্ষা করিয়া যাইতে হইবে। বাদানুবাদপূর্ণ[১] আলোচনায় অংশ গ্রহণ না করিয়া যাহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ মতই পোষণ করুক— এইরূপ ভাবিয়া অপ্রিয় বিষয় হইতে নিজেকে দূরে রাখা অধিক কল্যাণজনক। তোমার ঈশ্বরদর্শনের পথে তোমার কাছে যে-সব বিষয়ে প্রবল অপ্রিয় বিতণ্ডা উপস্থিত হইবে, সেইসব বিষয়ে তুমি যদি ঈশ্বরের বিচারের কাছে আত্মসমর্পণ কর, তবে অপরের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে তোমার পক্ষে খুব কষ্ট হইবে না।

২। প্রভু! আমরা কী অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি! দেখ, আমরা অনিত্য বিষয়ের ক্ষতির জন্য শোক করি এবং সামান্য বিষয় লাভের জন্য পরিশ্রম করিয়া মরি! আবার দেখ, আমাদের ধর্ম্মজীবনের ত্রুটির কথা ভুলিয়া যাই এবং উক্ত ক্ষতির সম্বন্ধে শেষপর্য্যন্ত আমাদের চৈতন্য উদয় কদাচিৎ হইয়া থাকে। যাহার মূল্য সামান্য অথবা আদপেই নাই, আমরা সেই বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থাকি, অপর দিকে যাহা বিশেষভাবে প্রয়োজন সেই বিষয়ে অবহেলা করিয়া যাই। বহির্মুখী বিষয়সমূহ মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং, সে যদি দ্রুত নিজেকে সংশোধন করিতে চেষ্টা না করে, তবে সে তাহাতেই স্থিতিলাভ করে এবং ইচ্ছা করিয়াই করে।

## টিপ্পনী

১ তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পরুষঃ ॥

— গীতা ৩/১৯

[অতএব, আসক্তিহীন হইয়া সর্ব্বদা বিহিত কার্য্য কর। কারণ, অনাসক্ত হইয়া কার্য্য করিলে পুরুষ মুক্তিলাভ করে।]

২ ওঁ বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥

— নারদভক্তিসূত্রম্ ১০/১

[বিতর্ক আশ্রয় করিবে না।]

তাৎপর্য্যঃ—ভক্ত বাদ-বিবাদ-তর্ক-বিতর্ক কখনও অবলম্বন করিবেন না। শ্রীভগবানের দর্শনেচ্ছু সাধক তর্ক হইতে সর্বদা দূরে থাকিবেন। এই বিষয়ে ব্যাসের রচিত একটি সূত্র এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে। সূত্রটি হইতেছে— "তর্কাপ্রতিষ্ঠাৎ" (ব্রহ্মসূত্র-১/১/১১) অর্থ—তর্কেব প্রতিষ্ঠা নাই, তর্কের শেষও নাই। ধর্মরাজ যম ব্রহ্মবিদ্যাপ্রার্থী নচিকেতাকে বলিয়াছেন: "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" (কঠোপনিষৎ-১/২/৯) অর্থ— বেদান্ত প্রতিপাদ্য আত্মবিষয়ক জ্ঞান নিজের বুদ্ধির দ্বারা, তর্কমাত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তর্ক-বিতর্কের দ্বারা ভগবৎ-প্রেম, ঈশ্বরানুভূতি লাভ হয় না। বরং, তর্ক বিতর্কের ফলে বাদীর প্রতিবাদীর সঙ্গে দ্বেষ ক্রোধ, হিংসা ঈশ্বরানুভূতির প্রতিকূল মানসিক বিক্ষেপ বৃদ্ধি পাইবে। অতএব, ভক্ত সর্বদা ঈশ্বরকে বিষয় করিয়া তর্ক-বিতর্ক হইতে বিরত থাকিবেন—ইহাই নারদের উপদেশের তাৎপর্য্য।

---

# পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## অপরাধ

প্রভু! তুমি দুঃখ-কষ্টে আমার সহায় হও। কারণ, মানুষের সহায়তার কোন মূল্য নাই। মানুষের সহায়তা লাভের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখিয়াও আমি প্রায়ই উহা পাই নাই। আবার ইহাও দেখা যায় যে, যেখানে আমি মোটেই আশা করি নাই, সেইস্থানে আমি সাহায্য লাভ করিয়াছি। সুতরাং, মানুষের নিকট আশা রাখা বৃথা। হে পরমেশ্বর! ধর্ম্মপরায়ণদের মুক্তিবিধাতা[1] একমাত্র তুমি! আমাদের জীবনে যাহাই ঘটুক, সর্ব্বাবস্থাতেই তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। আমরা দুর্ব্বল,— আমরা অস্থির! তাড়াতাড়ি আমরা প্রলুব্ধ হইয়া থাকি, এবং খুব শীঘ্রই আমাদের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

২। এমন সতর্ক কে আছে, যে কখনও কোনও বিষয়ে প্রতারিত হইবে না, বা বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইবে না। কিন্তু, প্রভু! যিনি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, এবং যিনি একান্তমনে তোমাকেই কামনা করেন, তিনি এত সহজে বিচলিত হইবেন না। এবং তিনি কোনও কষ্টে পড়িয়া কখনও উহার দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইয়া না পড়িলেও তুমি তাঁহাকে হয় উদ্ধার কর, না হয় সান্ত্বনা দাও। কারণ, যিনি শেষ পর্য্যন্ত তোমাতেই নির্ভর করেন, তুমি তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ কর না। বিপদে-আপদে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবার মত বন্ধু দুর্লভ। নাথ! একমাত্র তুমি সর্ব্বকালের বিশ্বস্ত বন্ধু; তোমার মত আর কেহ নাই।[2]

৩। "আমার চিত্ত প্রভু যীশুতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও তদ্‌গত।"— এই কথাটি যে-শুদ্ধান্তঃকরণ সাধুটি বলিয়াছিলেন, তিনি কেমন জ্ঞানী! আমার যদি ঐরূপ অবস্থা হইতে, তবে মানুষের ভয়ে আমি এতটা

বিব্রত হইতাম না, বা লোকের বাক্যবাণও আমাকে বিচলিত কবিতে পাবিত না। ভবিষ্যদ্দর্শন কবিবাব শক্তি কাহার আছে ? কে অনাগত সকল বকম অনর্থেব সম্বন্ধে সাবধান হইতে পারে ? ভবিষ্যদ্ বিষয় জানিতে পাবিলেও উহাবা প্রায়ই আমাদের ক্ষতিসাধন কবে। যে-সকল ভাবী অনর্থেব বিষয় জানিতে পাবা যয় না, সেইসকল অনর্থ আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করা ছাড়া আর কি কবিতে পারে ? কিন্তু আমি হতভাগ্য, নতুবা আমি কেন আমার নিজেব সম্বন্ধে যাহা মঙ্গলজনক, তাহা জানিতে পারি না ? কেন আমি এত সহজে অপবকে মর্য্যাদা দান কবিয়াছি ? যদি আমরা অনেকের কাছে সম্মানিত হই এবং দেবদূত-আখ্যা লাভ করি, তথাপি আমরা মানুষ এবং শুধু তাহাই নয়, ত্রুটিতে ভরা মানুষ। প্রভু ! আমি কাহাকে বিশ্বাস কবিব ? তুমি ছাড়া আব কাহার উপব আমার আস্থা বাখিব ? যিনি কখনও প্রতারণাও করেন না এবং প্রতারিতও হন না, সেই— সেই সত্যস্বরূপ তোমাকে আমি বিশ্বাস করিব— তোমার উপরই আমি আস্থা রাখিব। অপরদিকে, "প্রত্যেকটি মানুষই মিথ্যাবাদী, দুর্ব্বল, অস্থির এবং বিশেষভাবে কথা রক্ষা করিবার ব্যাপারে তাহার স্খলন স্বাভাবিক। সুতরাং, সম্মুখে খাঁটি বলিয়া বোধ হইলেও সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুল্যায়ন করা আমাদের কখনও উচিত নয়।

৪। মানুষের কাছ হইতে সাবধান থাকিবার জন্য তুমি কত বিচক্ষণতার সহিত আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছ। মানুষের নিজের পরিবাবস্থ লোকেরাই তাহার শত্রু। সুতরাং, কেহ যদি বলে— এখানে অথবা ওখানে, তাহাতেও বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নয়। আমার ব্যথাই আমার শিক্ষাগুরু। আমি কামনা করি— আমার এই ব্যথাই যেন আমাকে অধিকতর সতর্ক করিয়া তোলে এবং আমি যেন পুনরায় অধিকতর মূর্খের মত কাজ না করি। একজন আমাকে বলিয়াছিলেন— "সতর্ক থাক, এবং আমি যাহা বলি, তাহা পালন কর।" কিন্তু, আমি যখন চুপ করিয়া থাকি এবং ভাবি— ইহা

গোপনীয়, তখন দেখি— তিনি আমাকে যাহা করিতে বলেন, তিনি নিজে তাহা করেন না। এইরূপে তিনি শীঘ্র আমাকে প্রতারিত করেন এবং নিজেও প্রতারিত হইয়া অধঃপতিত হন।

প্রভু! তুমি আমাকে এই প্রকার দুষ্ট-প্রকৃতির ও হঠকারী লোকের হাত হইতে রক্ষা কর; আমি যেন ইহার কবলে না পড়ি, বা ঐরূপ কাজ নিজে না করি। সত্যপালন[৩] কবিবার এবং কথা রাখিবার শক্তি আমাকে দাও, এবং আমার কাছ হইতে প্রবঞ্চক লোকদিগকে দূরে অপসারণ কব। যে-দুর্ভোগ আমি ভুগিতে চাহি না, সেই সব হইতে সর্বতোভাবে আমার সাবধান থাকা কর্ত্তব্য।

৫। শান্তিলাভ করিতে হইলে অপর লোক[৪] সম্পর্কে নীরব থাকা কত কল্যাণজনক! যে যাহা বলে, তাহার ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া সব কিছু বিশ্বাস না করা, অথবা গুজবে সহজে কর্ণপাত না করা, নির্দিষ্ট লোক ব্যতীত সকলেব কাছে হৃদয় খুলিয়া কথা না বলা এবং অন্তর্য্যামীরূপে তোমার সন্ধান করা কত মঙ্গলজনক! প্রত্যেকটি অলীককথার দ্বারা চালিত না হইয়া ভিতর-বাহিরের সকল বিষয়ই যাহাতে তোমার ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয়, তাহাই কামনা করা কত ভাল! ঈশ্বরের শরণাগত[৫] হইয়া জীবন যাপন করা, বাহ্য বিষয়কে উপেক্ষা করা, এবং যে-সকল বিষয় মানুষকে বাহ্য সম্মানলাভে প্ররোচিত করে তাহা কামনা না করিয়া যাহা আত্মসংশোধনে এবং ঈশ্বর-প্রণিধানে সহায়তা করে, তাহার জন্যই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া জীবনযাপন করা কত নিরাপদ!

৬। কত লোক তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞানকে জাহির করিবার জন্য এবং দ্রুত লোকমান্য হইবার কারণে নিকৃষ্টদশা প্রাপ্ত হইয়াছে! প্রলোভন ও সংগ্রামসঙ্কুল এই অনিত্য জীবনে যদি নীরবে বাহ্য আড়ম্বরশূন্য হইয়া থাকা যায়, তবে সত্য-সত্যই কত ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায়।

## টিপ্পনী

১ (ক) শবণমসি সুবাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং,
মুনিদনুজনবাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিরাবৃতানাং,
ত্বমসি শবণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥

—শ্রীদুর্গাস্তববাজঃ-৯

[তুমি দেবগণেব এবং সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের আশ্রয়; মুনি, অসুব ও মানুষেব, ব্যাধিপীড়িতদিগের, রাজদ্বাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের এবং দস্যুপবিবৃত-ব্যক্তিদিগেব তুমিই একমাত্র শবণ। হে দেবি, হে দুর্গে তুমি প্রসন্না হও।]

(খ) "সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৭

[আপনি যে কালে সর্বভূতস্বরূপা, স্বর্গ ও মুক্তিদায়িনী]

২ (ক) গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃত্বমেকং
পরেষাং পবং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

—ব্রহ্মস্তোত্রম্—৩ (মহানির্বাণতন্ত্রে)

[তুমিই প্রাণিগণের গতি, পাবকদিগের পাবক, অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিতদিগের বিধাতা, শ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, রক্ষকদিগের রক্ষক।]

(খ) প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ॥

—শঙ্করাচার্য্যকৃতং বেদসারশিবস্তোত্রম্-৯

[হে প্রভু, হে শূলপাণি, হে বিভু, হে বিশ্বনাথ, হে মহাদেব, হে শম্ভু, হে মহেশ্বর, হে ত্রিনেত্র, হে শিবাকান্ত, হে শান্ত, হে মদনারি, হে ত্রিপুরারি তোমা অপেক্ষা আর কেহ বরেণ্য, মান্য বা গণ্য নাই।]

(গ)　অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্বাণনিবহান্
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি নহি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈবং রতিরসমহানন্দরসিকাম্॥

—দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্ ১৩

[বহুলোক তোমাকে ত্যাগ করিয়া অপর দেবগণকে সেবা করিয়া থাকে। হে মাতঃ, সেই সব অতি মূর্খেরা পরমতত্ত্ব কিছু মাত্র অবগত নহে। আমি সাগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি দেবগণকর্তৃক সমুপাসিতা আদ্যা ও স্থায়ী ব্রহ্মানন্দরস-উপভোগে নিপুণা তোমার শরণাগত হইলাম।]

৩　(ক) "সত্যকথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে, যদি কখনও বলে ফেলি যে বাহ্যে যাব, যদি বাহ্যে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে ঝাউ তলার দিকে যাই। ভয় এই— পাছে সত্যের আঁট যায়। আমার এই অবস্থার পর মাকে ফুল হাতে ক'রে বলেছিলাম, 'মা! এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই

নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।' যখন এইসব বলেছিলাম, তখন একথা বলতে পারি নাই, 'মা! এই নাও তোমর সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম। 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৮।১

(খ) সত্যকথা, অধীনতা পরস্ত্রীমাতৃসমান।
এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান্।।

—তুলসীদাস

৪ (ক) ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং।
অত্তনো ব অবেক্ষেয্য কতানি অকাতনি চ।।

—ধম্মপদ, পুপ্ফ বগ্‌গো-৭

[অপরের ত্রুটি, অপরের কৃত বা অকৃত কর্ম্মে মনোনিবেশ করিও না; আপনার কৃত অথবা অকৃত কর্ম্মের উপরেই দৃষ্টি রাখিবে।]

৫ "তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আম্মোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।৭।১

---

# ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## ঈশ্বরে আস্থা

বৎস, তোমার উদ্দেশ্য বিষয়ে দৃঢ় হও এবং আমাতে আস্থা রাখ। কথা আর কি, কতকগুলি শব্দ ছাড়া তো আর কিছু নয়। কথা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু পাথরকে আঘাত করিতে পারে না। যদি তোমার অপরাধ থাকে তবে নিজেকে সাগ্রহে সংশোধন করিবার বিষয় চিন্তা কর। যদি বিবেকের দংশন অনুভব কর, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যাহাতে উহা খুসিমনে সহ্য করিতে পার, সেই বিষয় ভাব। যেহেতু তুমি কঠিন আঘাত সহ্য করিবার মত সাহস রাখ না, সেইহেতু মাঝে মাঝে বাক্য-যন্ত্রণা ভোগ করা অনেক ভাল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তুমি অন্তঃকরণে কেন আঘাত পাও ? কারণ, এখনও তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস, এবং তোমার পক্ষে যতটা করা উচিত, তাহা অপেক্ষা বেশী তুমি মানুষকে মর্য্যাদা দিয়া থাক। ইহা ছাড়া, তুমি লোকের তাচ্ছিল্যে ভীত ও কৃত অপরাধের জন্য তিরস্কৃত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া ওজব খুঁজিয়া বেড়াও বলিয়া আঘাত পাইয়া থাক।

২। কিন্তু, যদি নিজের মনকে বিশ্লেষণ কর তাহা হইলে দেখিতে পাইবে— এখনও অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং মানুষকে সুখী করিবার অসার কামনা তোমার মধ্যে আছে। যেহেতু তুমি স্বীয় অপরাধের জন্য তিরস্কৃত ও ঘৃণিত হইতে সঙ্কোচ বোধ কর, সেইহেতু উহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তোমার সত্যকারের দীনতা লাভ হয় নাই, অনিত্য বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হও নাই এবং জগৎটা তোমার কাছে দুঃখময় বলিয়াও বোধ হয় নাই। কিন্তু যদি তুমি আমার বাণী মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলে মানুষের হাজার কথায়ও

তুমি বিচলিত হইবে না। দেখ, যতটা বিদ্বেষ কল্পনা করা যায়, ততটা বিদ্বেষের সহিতও যদি তোমার বিরুদ্ধে লোকে বলে, তাহা হইলেও তুমি উহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর, এবং একগাছা তৃণ ছাড়া উহাব বেশী মূল্য না দাও, তবে উহারা তোমার কি ক্ষতি করিবে? তোমার শির হইতে একগাছি কেশও কি উৎপাটিত কবিতে পাবিবে?

৩। যে ব্যক্তি হিতাহিত বিচারশূন্য বা ঈশ্বরে আস্থাহীন, সেই ব্যক্তি-ই মানুষের অখ্যাতিতে বিচলিত হইয়া থাকে। অপরদিকে যিনি নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর বিশ্বাস না রাখিয়া আমাতে আস্থা রাখেন, তিনি লোকনিন্দার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করেন। কারণ, আমিই বিচারক এবং সূক্ষ্ম দর্শক। কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা আমি ভালরূপেই অবগত আছি, এবং কে অপরাধ করে, কাহার প্রতি করে, তাহার সবই আমি জানি। বহুলোকের অন্তঃকরণের চিন্তারাশি যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমিই বলিয়াছি, আমার আদেশ অনুসারেই উহা হইয়াছে। আমি দোষী-নির্দ্দোষী— উভয়েরই বিচার করিব ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে গোপন বিচারদ্বারা তাহাদের উভয়কেই পরীক্ষা করিয়া থাকি।

৪। মানুষের বিচার প্রায়ই ত্রুটিতে ভরা থাকে, কিন্তু আমার বিচার নির্ভুল। আমার বিচারই টিকিবে, উহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে না। এই বিচার সাধারণতঃ গূহ্য। কিন্তু, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও নিকট উহা প্রকাশিত হয়। মূর্খদের নিকট ইহা ন্যায়বিচার বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও উহা নির্ভুল। সুতরাং, নিজেরা বিচারের দায়িত্ব না লইয়া প্রত্যেকটি বিচারের বিষয় আমার উপর অর্পণ করাই মানুষের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের বিচার অনুসারে জীবনে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা বিচলিত হন না। যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অসঙ্গত দোষারোপও করা হয়, তথাপি তাঁহারা উহার জন্য মনে কিছু কবেন না। আবার

অন্যদিকে, অপবলোক তাঁহাদেব সাধুতাব প্রশংসা কবিলেও তাঁহাবা তাহাতে বৃথা উল্লসিত হন না। আমিই যে অন্তঃকবণেব বৃত্তিকে অনুসন্ধান কবিযা তাহাদেব বাশ টানিযা ধবি, এবং মানুষেব আকৃতি দেখিযা বিচাব কবি না— ইহা তাঁহাবা জানেন। কাবণ, মানুষেব বিচাবে যে প্রশংসা লাভ কবে, আমাব বিচাবে সে-ই দোষী সাব্যস্ত হয— এইরূপ প্রাযই দেখা যায।

৫। হে ঈশ্বব ! তুমি ন্যাযপবাযণ, দৃঢ ও ধীব বিচাবক ; মানুষেব দুর্ব্বলতা এবং পাপেব কথা সবই তোমাব জানা আছে। আমাব নিজেব বিবেক আমাকে বক্ষা কবিবাব পক্ষে যথেষ্ট নয, সুতবাং, তুমি আমাকে শক্তি দাও। বিশ্বাস দাও।

আমি যাহা জানি না, তাহা তুমি জান। সুতবাং সকল বকম অপবাধেব বেলাতেই আমাব দীনতা অবলম্বন কবিযা বিনীতভাবে সহ্য কবা উচিত। আমি যদি তাহা না পাবি, তবে তুমি কৃপা কবিযা আমাকে ক্ষমা কবিও ; এবং আবাব পববর্ত্তী পবীক্ষাব কালে সম্পূর্ণরূপে সহ্য কবিবাব জন্য কৃপা কবিয়া আমাকে শক্তি দিও। কাবণ, বুদ্ধিব অন্তর্নিহিত সংশয দূব কবিবাব জন্য আমাব নিজেব লোক-দেখানো ন্যায়পবাযণতা অপেক্ষা আমি যাহাতে তোমাব কাছে মার্জ্জনা পাইতে পাবি, তাহাব জন্য তোমাব অশেষ করুণাই আমাব পক্ষে কল্যাণজনক। আমি নিজে কিছু না জানিলেও, এই সকল ব্যাপাব সমর্থন কবিতে পাবি না। কাবণ, তোমাব কৃপাব্যতীত কোন মানুষই তোমাব নিকট সাধু বলিযা প্রমাণিত হইতে পাবে না।

---

# সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## অমরত্ব

বৎস, আমার জন্য তুমি যে-তপস্যার ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য বিব্রতবোধ করিও না, অথবা দুঃখ-কষ্টে মোটেই হতাশ হইও না। যে কোন অবস্থাতেই আমার বাণী স্মরণ করিয়া শক্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিবে। কারণ, কোন প্রকার হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা না করিয়াও তোমাকে কৃপা করিবার অধিকার আমার আছে। চিরকালই তোমাকে এখানে পরিশ্রম করিতে হইবে না, অথবা বারবারই যে তোমার যাতনা এবং দুঃখ থাকিবে— তাহাও নয়। একটু অপেক্ষা কর, দেখিতে পাইবে— শীঘ্রই তোমার গ্রহের উপদ্রব কাটিয়া গিয়াছে। সকল রকম তপস্যা ও দুঃখ-নিবৃত্তির সময় একদিন আসিবে। কালপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যাহা ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র।

২। যাহা করিবে, তাহা আন্তরিকতার সহিতই করিবে। আমার আঙ্গুরের ক্ষেত্রে যথাযথ পরিশ্রম কর; পরিশ্রমের পুরস্কার আমি তোমাকে প্রদান করিব। শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন কর, স্তবাদি পাঠ কর, ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁদ, নীরবে জীবন যাপন কর, প্রার্থনা কর, এবং দুঃখ-কষ্টকে বীরের ন্যায় সহ্য কর। অক্ষয় জীবনলাভের জন্য এই সকল তপস্যা তো বটেই, ইহা অপেক্ষা বেশী তপস্যারও প্রয়োজন। যে দিন তুমি শান্তিলাভ করিবে, সেই দিনটি ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট করা আছে। সেই দিবসটি ঐহিক দিবস বা রাত্রির মত নয়। সেই দিবালোকের আলো নিভিবে না, উহার উজ্জ্বলতা শাশ্বত। তখন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করিবে এবং তোমার বিশ্রামের আর বিঘ্ন হইবে না। তখন তুমি আর বলিবে না— "কে আমাকে এই

অনিত্য দেহ হইতে মুক্ত করিবে?" বা "আমার কি দূরদৃষ্ট! এই প্রবাসে আমাকে আরও অধিককাল বাস করিতে হইবে!" —এই বলিয়া আর্ত্তনাদও করিবে না। কারণ, খুব দ্রুত তোমাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা হইবে, এবং তোমার এমন মুক্তিলাভ হইবে, যাহা আর বিনষ্ট হইবে না। তখন তোমার আর কোনপ্রকার দুর্ভাবনা থাকিবে না। সেই সময় পরমানন্দে ভাসিবে। পরিবেশটিও হইবে মধুর ও মহান্।

৩। দেখ, যে সকল সাধু-মহাত্মাদিগকে জগতের লোক এক সময় ঘৃণার চক্ষে দেখিত, এবং যাঁহারা এমন কষ্টে জীবনযাপন করিয়াছেন যাহা তাঁহাদের পক্ষে কখনই শোভনীয় নয়, সেই সকল সাধু-মহাত্মাবা স্বর্গে অক্ষয় সম্মান লাভ করিয়া কেমন আনন্দে বাস করিতেছেন! উহা দেখিলে সত্যই তুমি সঙ্গে সঙ্গেই দীনতায় মাটির মানুষ হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিবে এবং সকলের উপর একচ্ছত্র কর্ত্তৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিজে সকলের অধীনে জীবন যাপন করিবার কামনাই করিবে। তখন তুমি ঐহিক জীবনের সুখও আর কামনা করিবে ন, বরং ঈশ্বরের জন্য কষ্ট-স্বীকার করিতেই চাহিবে এবং মনুষ্যসমাজে নগণ্য বলিয়া পরিচিত হওয়াটাই তোমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভজনক বলিয়া মনে হইবে।

৪। দেখ, তুমি যদি একবার এই সকল বিষয়ের[১] আস্বাদ পাও এবং উহা লাভ করিবার জন্য অন্তরের অন্তস্তলে ডুবিয়া যাও, তাহা হইলে কেমন করিয়া তুমি অভিযোগ করিবার সুযোগ পাইবে! অক্ষয়-জীবন লাভের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্টকর তপস্যাই কি সহ্য করিবার প্রয়োজন হইবে না? ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা বা হারানো সামান্য কথা নয়। সুতরাং, স্বর্গলোকের দিকে মনোযোগ দাও। দেখ, আমার পার্ষদ্ সাধু-মহাত্মারা এবং আমি জগতে বেশ সংগ্রাম করিয়াছি বলিয়াই এখনও আমরা আনন্দে ও শান্তিতে আছি। এখন আমাদের আপদও নেই, উদ্বেগও নাই। আমার পরমপিতার ধামে তাঁহারা আমার সঙ্গে অনন্তকাল বাস করিবে।

## টিপ্পনী

১ (ক) "এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-কুটুম্বের উপর সে মায়াব টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার বিদেশ বোধ হয়, একটি কর্মভূমি মাত্র বোধ হয়। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিন্তু কলকাতা কর্মভূমি; কলকাতায় বাসা ক'রে থাকতে হয়, কর্ম করবার জন্য। ঈশ্বরে ভালবাসা এলে সাংসারাসক্তি— বিষয়বুদ্ধি— একেবারে যাবে।

বিষয়-বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে তাঁকে দর্শন হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।৪।৫

(খ) "সংসারীরা বলে, কেন কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি যায় না? তাকে লাভ করলে আসক্তি যায়। যদি একবার ব্রহ্মানন্দ পায়, তা'হলে ইন্দ্রিয়সুখভোগ করতে বা অর্থ, মান-সম্ভ্রমের জন্য আর মন দৌড়ায় না।

"বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখে, তা'হলে আর অন্ধকারে যায় না।

"রাবণকে ব'লেছিল, তুমি সীতার জন্য মায়ায় নানারূপ ধ'রছো, একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাওনা কেন? রাবণ বললে, 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধূসঙ্গ কুতঃ— যখন রামকে চিন্তা করি, তখন ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা! তা রামরূপ কি ধ'রবো।

"তাঁকে যত চিন্তা ক'রবে, ততই সংসারের সামান্য ভোগের জিনিসে আসক্তি ক'মবে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয়বাসনা কম প'ড়ে আসবে, ততই দেহের সুখের দিকে নজর ক'মবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১৩।৬

(গ) "তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শনলাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হ'লে

আর কোন ভয় নাই— তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১৫।২

(ঘ) "ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনী লাগবে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৩

(ঙ) ওঁ যল্লবধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি॥
ওঁ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি
ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন বমতে নোৎসাহী ভবতি।

—নারদীয়ভক্তিসূত্র ১।৪-৫

[পুরুষ যাহা লাভ করিয়া সিদ্ধ হয় অর্থাৎ কৃতকৃত্য হয়, অমৃত হয় ও তৃপ্ত হয়।

যে-ভক্তি লাভ করিয়া ভক্ত কিছুই পাইতে চান না,শোক করেন না, দ্বেষ করেন না, অপর কিছুতেই আনন্দ পাইতে চান না এবং কোন কার্য্যে উৎসাহও প্রদর্শন করেন না।]

উক্ত সূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য:

শ্রীভগবনের প্রতি নিরতিশয় প্রেম যাহা তাহকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। নিরশয় প্রেম লাভ হইলে মানুষের আর কিছু করিবার থাকে না।

ভক্তিরসের রসিক ভক্তের জীবনে কিছুই পাওয়ার থাকে না। সেই কারণে তাহার জীবনে ইচ্ছা, দ্বেষ, আনন্দ প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং বাহ্য কোন ব্যাপারেই তাহার কোন উৎসাহ-উদ্যম দেখা যায় না। কেন না তখন, তিনি আত্মারাম হইয়া যান।

# অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

## ঐহিক জীবন ও শাশ্বত জীবন

উর্দ্ধলোকস্থিত স্বর্গলোকের সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখদায়ক মহান্ প্রাসাদ! যাহাকে তমসা অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, যেখানে কেবল পরম সত্যস্বরূপই প্রকাশিত, সেই অক্ষয়লোকে প্রবেশের পবিত্র ক্ষণটি! আহা! পরিবর্ত্তনশূন্য, চিরন্তন, আনন্দময় এবং শাশ্বতকালের জন্য নিরাপদ সেই দিবসটি! অহো! সেই দিনটি যদি একবার আসিত! তাহা হইলে এই সকল অনিত্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটিত! যাঁহারা সাধু পুরুষ, তাঁহাদের নিকট ইহা অক্ষয় উজ্জ্বলতায় প্রকাশিত থাকে; কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীতে তীর্থযাত্রীর মত বাস করেন, তাঁহাদের নিকট ইহা অনেক দূরে বলিয়া বোধ হয়; কাচের ভিতর দিয়া দর্শন করিবার মত তাঁহারা ইহা দর্শন করেন।

২। স্বর্গলোকের অধিবাসীরাই জানেন— কেমন আনন্দময় সেই দিনটি। কিন্তু যাঁহারা ইভের নির্ব্বাসিত সন্তান, তাঁহারা ইহা না-পাওয়ার তিক্ততা ও ক্লান্তিবোধ করিয়া শোক করেন। ঐহিক জীবনকাল স্বল্প এবং অনিষ্টকর, দুঃখ-সঙ্কীর্ণতায় ভরা। এখানে মানুষ বহু রকম পাপকর্ম্মের ফলে কলুষিত হয়, কামনার জালে আবদ্ধ হয়, অনেক রকম ভয় আসিয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, বহু রকম দায়িত্বের ভারে পীড়িত হইয়া পড়ে, বিবিধ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ছুটাছুটি করে, অসার বস্তুতে আসক্ত হয়, অজস্র ভুল-ভ্রান্তিতে জড়াইয়া যায়, অত্যধিক পরিশ্রমে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়, প্রলোভন আসিয়া আক্রমণ করে, দেহ-সুখ ভোগ করিয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অভাবের তাড়নায় অস্থির হইয়া যায়।

৩। কবে এই সব অনর্থের শেষ হইবে? কবে আমি আমার পাপেব দুঃখজনক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিব? প্রভু! কবে আমি একান্তভাবে তোমাতে চিত্তসংযোগ করিতে পারিব? কবে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাকে লইয়াই আনন্দে থাকিতে পারিব? সকল রকম বন্ধনশূন্য হইয়া এবং শরীর ও মনের সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কবে আমি যথার্থ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিব? কবে আমি ভিতরে-বাহিরে সর্ব্বত্র সকল সময় নিরবচ্ছিন্ন শান্তিলাভ করিব?

হে পরমকরুণাময় প্রভু যীশু! কবে আমি তোমাকে দর্শন করিবাব জন্য একান্তভাবে পড়িয়া থাকিব? কবে আমি তোমার দিব্যধামেব মহিমা ধ্যান করিব? কবে তুমি আমার নিকট আমার সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে? অনন্তকাল ধরিয়া তুমি তোমার ভক্তজনের বাসেব জন্য যে স্বর্গলোক সৃষ্টি কবিয়াছ, সেইস্থানে কবে আমি তোমার সহিত মিলিত হইব? নিয়ত সংগ্রাম ও ভীষণ দুঃখসঙ্কুল রিপুগণের মাঝে আমি দুঃখী ও নির্বাসিতের ন্যায় পড়িয়া আছি।

৪। এই নির্বাসনে আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমার দুঃখ দূব কর। তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আমাকে সুখী করিবার জন্য এই জগৎ আমাকে যাহাই প্রদান করুক না কেন, আমার কাছে সেই সবই দুঃখজনক বোঝা মাত্র। একান্তে তোমাকে সম্ভোগ কবিবার জন্য আমি হাহাকার করিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। সম্পূর্ণরূপে স্বর্গীয় বিষয়ের ধ্যানে নিমগ্ন থাকি— ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ঐহিক বিষয় এবং অসংযত কামনারাশি আমাকে নীচে নামাইয়া রাখে। মনের দ্বারা আমি এই সকল হইতে উর্দ্ধে থাকিতে ইচ্ছা করি বটে, কিন্তু আমার এই শরীর বলপূর্ব্বক আমাকে নিম্নস্তরে টানিয়া আনে। হতভাগ্য আমি এইরূপে আমার নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দুঃখের ভারে নিজেই মুস্‌ড়িয়া পড়ি। আমার অন্তরাত্মা উর্দ্ধে উঠিবার জন্য হাহাকার করে, কিন্তু আমার দেহ আমাকে নীচে নামাইয়া রাখে।

৫। ঈশ্ববতত্ত্বসমূহ ধ্যানেব কালে এবং প্রার্থনাব সময় সহস্র বকম ঐহিক প্রলোভনেব বিষয সকল এবং চিন্তাবাশি আমাকে যখন ঘিবিযা ধবে, তখন আমি অন্তবে কী কষ্টই না পাইযা থাকি। হে প্রভু! তুমি আমাব কাছ হইতে দূবে থাকিও না, এবং তোমাব এই সেবকেব প্রতি বাগ কবিয়া বিমূখ হইও না। তোমাব বিদ্যুৎপাতে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ কবিয়া দাও, তোমাব বাণসমূহ নিক্ষেপ কব, এবং বিপুব সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ কবিযা দাও। আমাব ইন্দ্রিযগ্রামকে একত্র সংহৃত কবিয়া তোমাতে নিবদ্ধ কব, সকল বিষযবস্তুকে ভুলাইযা দাও এবং সর্ব্বপ্রকাব কুচিন্তাকে ঘৃণাব সহিত পবিহাব কবিবাব শক্তি দাও। যাহাতে আমি অনিত্যবস্তুব দ্বাবা পথভ্রষ্ট না হইযা পডি তাহাব জন্য পবম সত্যস্বৰূপ তুমি আমাকে সাহায্য কব। স্বর্গীয মাধুর্যস্বৰূপ তুমি আমাব নিকট আগমন কব, তোমাব কাছ হইতে সর্বপ্রকাব অপবিত্রতা দূব হইয়া যাউক। তোমাব কাছে প্রার্থনাব কালে আমি অন্য কোন বিষয় চিন্তা কবিলেও তুমি আমাকে ক্ষমা কবিযা পবম কৃপায আমাব সঙ্গে মধুব ব্যবহাব কবিও। কাবণ, আমি যে নানাবকম বিক্ষিপ্ত চিন্তাব দ্বাবা প্রভাবিত হইয়া পডি, তাহা আমাকে অবশ্যই স্বীকাব কবিত হইবে। কখনও কখনও এমনও ঘটে যে, আমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছি বা বসিয়া আছি বস্তুতঃ আমি সেখানে নাই, পবন্তু আমাব চিন্তা আমাকে যেখানে লইয়া যাইতেছে, আমি সেইখানেই যাইতেছি। যেখানে আমাব চিন্তা, সেইখানেই আমি বহিয়াছি, এবং সাধাবণতঃ দেখা যায়— যাহাতে আমাব আসক্তি তাহাই আমি চিন্তা কবি। দেখা যায়— যাহাতে আমি সুখ পাই, অথবা যাহা আমাব প্রিয়, তাহাব চিন্তাই খুব তাড়াতাডি আমাব মনে উদয় হয়।

৬। এইসব কাবণেই সত্যস্বৰূপ তুমি বলিয়াছ, "যেখানে তোমাব গুপ্তধন, সেইখানেই তোমাব মনও।" স্বর্গেব প্রতি যদি আমাব ভালবাসা থাকে, তবে স্বভাবতঃ আমি সাগ্রহে স্বর্গীয় বিষয় সকলই গভীবভাবে চিন্তা কবিব। যদি জগৎটাকে ভালবাসি, তবে

উহার বিষয় চিন্তাতেই সুখ পাইব, এবং উহা লাভের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইলেই কষ্ট অনুভব করিব। এবং পরমাত্মাকে ভালবাসিলে, আধ্যাত্মিক বিষয়-চিন্তাতেই আমার আনন্দ অনুভব হইবে। কারণ, আমি যাহা ভালবাসি তাহার বিষয়েই আগ্রহের সহিত আলোচনা কবি, শুনি এবং সেই সকল বিষয়কেই মনে করিয়া রাখি।

প্রভু! যিনি আমার জন্য ঐহিক সকল বিষয়কে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, এবং যিনি নিজের প্রকৃতিকে বশে আনিবার জন্য বল প্রয়োগ করিয়া মহাশক্তিব কৃপায় রক্তমাংসের কামনাকে সংযত করেন, তিনিই একমাত্র ভাগ্যবান। ইহা ছাড়া, দেবদূতগণের ভোজসভায় প্রবেশ লাভের অধিকার পাওয়াব জন্য বিষয়েব প্রতি আসক্তিশূন্য হইয়া যিনি শুদ্ধমনে প্রার্থনা করেন, তিনিই ধন্য।

---

# ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## অমৃতত্বলাভের সাধনা

বৎস, তুমি যখনই স্বর্গলোকের অন্তহীন আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিবে এবং যখনই অবিচ্ছিন্নভাবে আমার ধ্যানের জন্য দেহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের ব্যাকুলতা আসিবে, তখনই অন্তরের সঙ্গে সেই প্রেরণাকে বরণ করিবে। তুমি যাহাতে তোমার স্বকীয় কর্ম্মফলে বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া না যাও, তাহার জন্য যিনি কৃপাপূর্ব্বক তোমাকে দর্শন দান করেন, উচ্চ-তত্ত্ব লাভের জন্য প্রেরণা দেন এবং তোমাকে একান্তভাবে রক্ষা করেন, তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিও। কারণ, তোমার নিজস্ব চিন্তা বা প্রচেষ্টর দ্বারা এইরূপ

কৃপা ও দর্শন লাভ করিতে পারিবে না। তুমি যাহাতে ধর্ম্মজীবনে আরও অধিক উন্নতি লাভ করিতে পার এবং আরও অধিক বিনয়ী হও এবং তোমার অন্তরের সমগ্র অনুরাগেব সহিত আমাতে আন্তরিকভাবে অনুরক্ত হইয়া পরম উৎসাহে আমাকে সেবা করিতে পার, তাহার জন্যই তোমার প্রতি বিশেষ করুণা-বশতঃ আমি তোমাকে দর্শন দান করি।

২। বৎস, ঊর্দ্ধগামী জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে কখনও ধূমহীন দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ, অনেকের মন স্বর্গীয় বিষয়ের জন্য হাহাকার করিলেও তাহাদের মন ইন্দ্রিয়সমূহের আসক্তি হইতে মুক্ত নয়। সুতরাং, ঈশ্বরেব নিকট তাহার যে আন্তরিক প্রার্থনা, তাহার সবটাই তাঁহার প্রতি শুদ্ধ ভালবাসার জন্য নয়। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তোমার যে এতটা আন্তরিকতা দেখা যায়, তাহা সেইরূপ। যে-সকল প্রার্থনা স্বকীয় সুবিধা ও স্বার্থের রঙে রঞ্জিত, তাহা শুদ্ধ বা যথার্থ নয়।

৩। আমার প্রীতিজনক[১] ও মহিমাসূচক বিষয় ছাড়া নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও লাভের জন্য কিছু প্রার্থনা করা উচিত নয়। ঠিক পথে চলিতে হইলে কি তোমার প্রার্থনা করা উচিত বা অনুচিত— সেই বিষয়ে নিজের মতের অনুগমন না করিয়া আমার উপরই ভার অর্পণ করা তোমার কর্ত্তব্য।

তুমি কি চাও, তাহা আমি জানি। ইহা ছাড়া, কিসের জন্য তোমার গভীর আর্ত্তনাদ তাহাও আমি প্রায়ই শুনিতে পাই। আগেই তুমি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের প্রাপ্য মুক্তি এবং শাশ্বত স্বর্গীয় আনন্দলোক কামনা কর! কিন্তু, সেই সময় তোমার এখনও আসে নাই; উহা এখনও বাকী। সেই অনাগত কাল হইতেছে— তোমার সংগ্রামের কাল,— তপস্যা ও বিচারের কাল। তুমি পরম সত্যকে পরিপূর্ণভাবে আকাঙ্ক্ষা কর বটে কিন্তু উহা লাভ করিবার অধিকারী তুমি এখনও

হও নাই। আমি-ই সেই পরমপুরুষ। প্রভু বলিয়াছেন—ঈশ্বব-দর্শনের সময় না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

৪। জগতে তোমার পরীক্ষা এখনও বাকী আছে, এবং তোমাকে অনেক বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইবে। শান্তি কখনও কখনও পাইবে বটে, কিন্তু পরমশান্তি যাহা, তাহা দেওয়া হইবে না। সুতরাং, সাহস অবলম্বন কর, এবং নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে কষ্ট সহ্য করিবার জন্য শক্তিসম্পন্ন হও। কোনও একটি ভাব আশ্রয় করিয়া সম্পূর্ণরূপে সেইভাবে ভাবিত হওয়া তোমার উচিত। তুমি যাহা ইচ্ছা কর না, তাহাও প্রয়োজন বিশেষে করিবার জন্য তোমার অভ্যাস কর কর্ত্তব্য, এবং আবাব যাহা তুমি করিতে ইচ্ছা কর, তাহাও ত্যাগ করিতে পারিবার অভ্যাস তোমাকে করিতে হইবে। অন্যের যাহা প্রীতিকর, তাহা যথাযথ সম্পন্ন হইবে, কিন্তু তোমার প্রিয় কাজ খুব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবে না। অন্যের কথা গ্রাহ্য করিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করা হইবে। অপরে চাহিয়া পাইবে, কিন্তু তুমি চাহিলে পাইবে না।

৫। অপবকে প্রশংসা করিয়া মানুষ তাহাকে মহৎ বলিবে, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রশংসার কথা শুনা যাইবে না। অপরের সম্পর্কে এইটা-ঐটা প্রভৃতি কত কি বলা হইবে; কিন্তু তুমি কোন কাজেরই নও বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া তুমি মাঝে মাঝে কষ্ট পাইবে; কিন্তু তুমি যদি নীরবে এইসব সহ্য করিতে পার, তবে সেইটা তোমার পক্ষে মহৎ কার্য্য হইবে। যিনি ঈশ্বরের যথার্থ সেবক, তিনি এইসকল এবং অনুরূপ আরও অনেক ক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে কতটা নিজের অহং-বোধকে ত্যাগ করিয়া আমিত্বকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারেন সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু ঘটিতে দেখিয়া, বিশেষভাবে তোমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বা অসুবিধাজনক বলিয়া প্রতীয়মান কোন কিছু করিবার জন্য যখন

তুমি আদিষ্ট হও, তখন তোমার অহং-অভিমানে আঘাত লাগে না— এমন বিষয় খুব কম দেখা যায়। কারণ, যখন কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকিয়া তুমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে চলিতে সাহস কর না, তখনই নিজের সকল মতামতকে ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে চলিতে তোমার কাছে খুব কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

৬। কিন্তু বৎস, তোমার এই সকল কষ্টভোগের ফলাফল সম্বন্ধে চিন্তা করলে দেখিতে পাইবে— ঐ কষ্টভোগের ফল অতীব মহান্ এবং সেই ফলপ্রাপ্তির কালও অতি নিকটে। সুতরাং, ঐ বিষয়ে ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু না হইয়া বরং শান্তভাবে ধৈর্য্য অবলম্বন করা তোমার উচিত। কারণ, তুমি এখন তোমার ইচ্ছাকে এতটা ঝটিতি পরিত্যাগ করিবার বিনিময়ে স্বর্গলোকে তোমার ইচ্ছাকে সর্ব্বদাই পূর্ণ করিতে পারিবে। সেখানে তুমি যাহা পাইতে ইচ্ছা করিবে, এবং যাহা আকাঙ্ক্ষা করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইবে, তাহাই পাইবে। সেখানে তুমি তোমার হাতের কাছে যাহা কিছু ভাল, তাহার সবই পাইবে, উহা হারাইবার ভয় থাকিবে না। সেখানে তোমার ইচ্ছা, আমার ইচ্ছা এক[২] হইয়া যাইবে ; তখন সেই ইচ্ছার দ্বারা ঐহিক বা ব্যক্তিগত কোন কিছু সিদ্ধ হইবে না। তথায় কেহ তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না, কোন লোকই তোমার সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে না, কেহ তোমার অবনতির কারণ হইবে না, তোমার কার্য্যের কোন বাধা আসিবে না। অধিকন্তু, তুমি যাহা কামনা করিতে পার, তাহার সবই তোমার সম্মুখে পাইবে এবং তোমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইবে। সেখানে তোমাকে ইহজীবনে ঘৃণাপ্রাপ্তির বিনিময়ে আদর, অখ্যাতির বিনিময়ে সুখ্যাতি, নিম্নতর স্থানের পরিবর্ত্তে রাজকীয় সিংহাসন প্রদান করিব। আজ্ঞাবহতার ফল তখনই পাওয়া যাইবে, অনুতাপের জন্য তখন আনন্দ হইবে এবং গুরুজনদের অধীনে বিনম্র জীবন-যাপনের ফল চমৎকাররূপে প্রকাশ পাইবে।

৭। সুতরাং, এখন সকলের নিকটই বিনম্র[৩] হইয়া জীবনযাপন কর ; কে ইহা বলিল বা আদেশ করিল, তাহা মোটেই লক্ষ্য করিও না। যদি কখনও তোমাব গুরুজন বা অধস্তন কেহ, বা তোমার সমবয়সী কোনও বন্ধু তোমার নিকট কোনও প্রকার সাহায্য[৪] প্রার্থনা কবে, বা উহা পাওয়ার জন্য ইঙ্গিতেও তাঁহাদের ইচ্ছা ব্যক্ত কবে, তাহা হইলে উহা ভালভাবে গ্রহণ করিবে এবং তাহা পূর্ণ কবিবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিবে। ইহা বা উহা প্রভৃতি যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তাহাই করুক। কোনও লোক একটি বিষয়ে আনন্দ পায়, কেহ বা অন্য বিষয়ে, এবং তাহার জন্য শতসহস্রবার প্রশংসালাভ করে ; তাহাই তাহাদের হউক। কিন্তু, একমাত্র নিজের অহংকাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আমারই প্রীতি ও গৌরবের বিষয় ছাড়া ইহাতে বা উহাতে— কোন কিছুতেই তোমার সুখী হওয়া উচিত নয়। জীবনে বা মরণে ঈশ্বর যাহাতে তোমাতে মূর্ত্ত হন, তাহাই একমাত্র তোমাব প্রার্থনীয় হওয়া উচিত।

## টিপ্পনী

১ "আমি মার কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, বলেছিলাম, মা ! আমি লোকমান্য চাই না মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না মা! ও মা! শতসিদ্ধি চাই না মা, দেহসুখ চাই না মা, কেবল এই করো যেন তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয় মা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৯।৬

২ "মন আসক্তিশূন্য হলেই তাঁকে দর্শন হয়। শুদ্ধমনে যা উঠবে সে তাঁরই বাণী। শুদ্ধমনও যা শুদ্ধবুদ্ধি ও তা— শুদ্ধ আত্মাও তা। কেন না, তিনি বই আর কেউ শুদ্ধ নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১।৩

৩ (ক) "নীচু হ'লে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতকপাখীর বাসা নীচে ; কিন্তু ওঠে খুব উঁচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তবে জল জমে। তবে চাষ হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৩।৩

(খ) তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

—শিক্ষাষ্টকম্-৩

[যিনি তৃণ অপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, এবং নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সকল সময় হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।]

৪ সচ্চং ভণে ন কুজ্ঝেয্য দজ্জাপ্পস্মিং পি যাচিতো।
এতেহি তীহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে ॥

—ধম্মপদ, কোধ বগ্গো-৪

[সত্য কহিবে, ক্রোধ করিও না, অল্প হইলেও প্রার্থীকে দান করিবে ; এই ত্রিবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা দেবলোকে গমন করিতে পারিবে।]

---

# পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ

হে প্রভু ! পরমপিতা, নিয়তই তোমার জয় হউক। কারণ, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়, এবং তুমি যাহা কর, তাহা সবই মঙ্গলজনক। তোমার এই সেবক যেন একমাত্র তোমাতেই আত্মসমর্পণ

করিয়া আনন্দলাভ করে ; আত্মসুখ বা অন্য কিছুতে যেন তাহার আনন্দ না হয়। কাবণ, হে প্রভু ! তুমিই একমাত্র পরম সুখ, তুমিই আমার আশা, আমার মাথার মণি, আমার আনন্দ, এবং আমার যশ। তোমার এই সেবকের কী আছে ? কিন্তু, তাহার কোন ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তোমার কাছে সে কী বস্তু লাভ করিয়াছে ? তুমি যাহা যাহা দিয়াছ এবং যাহা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ— সবই তোমার। তরুণ বয়স হইতেই আমি দুঃখী এবং দুঃখে আমি কখনও কখনও ক্রন্দন করি, আবার কখনও কখনও আসন্ন কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া আমার মন অশান্ত হইয়া ওঠে।

২। তোমার পার্ষদেরা যে-শান্তিলাভ করিয়া পরমতৃপ্ত হইয়াছেন, আমি তাহারই আস্বাদ পাওয়ার জন্য হাহাকার করিতেছি। তোমার কাছ হইতে শান্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে পারিলে তোমার এই সেবক কবিত্ব-শক্তিতে পূর্ণ হইয়া ভক্তিভরে তোমার স্তবগান করিবে। কিন্তু, যদি তুমি খুব ঘন ঘন এই সেবককে তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত রাখ, তবে সে কিছুতেই তোমার চিহ্নিত-পথে চলিতে পারিবে না, এবং পূর্ব্বের ন্যায় এখন তোমার জ্ঞানদীপ যদি না তোমার সেবকের মাথার কাছে জ্বলে এবং পূর্ব্বে যেমন প্রলোভনের আক্রমণে তোমার পক্ষপুটের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে রক্ষা পাইত, এখনও যদি সেইরূপভাবে তোমার কৃপা সে না পায়, তবে সে জানু পাতিয়া বসিয়া বুকে করাঘাত করিবে।

৩। হে ন্যায়পরায়ণ চির-আরাধ্য বিশ্বপিতা, তোমার সেবকের পরীক্ষাকাল সমাগত ! হে পরমপ্রিয় জগৎপিতা, এই সময়ে তোমার জন্য দুঃখ সহ্য করাই তোমার সেবকের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং যুক্তিযুক্ত। হে চির-প্রণম্য পরমপিতা, তোমার এই সেবক বাহিরে ক্ষণেকের জন্য যন্ত্রণালাভ করিলেও অন্তরে যেন তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা তদ্‌গত হইয়া থাকিতে পারে ; সেই সময় সমাগত। এইরূপ যে-সময় আসিবে তাহা তুমি অনন্তকাল পূর্ব্ব হইতেই জান।

নূতন জ্ঞানালোকেব উন্মেষে তোমার তত্ত্ব ধারণা করিয়া যাহাতে সে স্বর্গীয়ভাবে মহিমান্বিত হইতে পারে, তাহার জন্য কিছু সময়ের জন্যও সে জনসমাজে নিকৃষ্ট, তুচ্ছ ও পতিত বলিয়া ঘৃণিত হইয়া দুঃখ ও অবসাদে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক— এইরূপ আবস্থায় পড়িবার সময় তাহার আসিয়াছে। হে পবিত্রতাস্বরূপ তাত, তুমি এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়াই উহা অবশ্যই ঘটিবে। তুমি স্বয়ং যাহা আদেশ কর, তাহা পূর্ণ হইতেই হইবে।

৪। তোমার ইঙ্গিতে যে-কোন লোকের কাছ হইতে যতবার এবং যে-কোন ভাবেই তাহার দুঃখ এবং দুর্গতি আসুক না কেন, তোমার প্রীতির জন্য উহা তাহাব কাছে অনুগ্রহেরই স্বরূপ।

জগতের সকল ঘটনাই[১] তোমার ইচ্ছা এবং বিধানমত ঘটিতেছে। তোমার ন্যায়বিচার হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণেব সর্ব্বপ্রকার দাম্ভিকতা ও বাচালতা নষ্ট করিয়া তুমি যে আমাকে নত করিয়া দাও, তাহা আমার পক্ষে কল্যাণজনক। মানুষেব কাছে সান্ত্বনার জন্য না ছুটিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে শিখাইবার জন্য তুমি যে আমার মুখকে লজ্জায় অবনত করিয়াছ, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গলজনক। ইহাছাড়া, তোমার যে ন্যায়-বিচারের কাছে সদসৎ— উভয়েই নিরপেক্ষভাবে দণ্ডলাভ করিয়া থাকে, বুদ্ধিব অগম্য তোমার সেই বিচারকেও ভয় করিতে শিখিলাম।

৫। তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা না করিয়া যে আমাকে শাস্তি প্রদান করিয়াছ এবং অন্তরে-বাহিরে বিব্রত করতঃ কঠোরভাবে আঘাত করিয়া আমাকে অবসন্ন করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। হে ঈশ্বর! যিনি আঘাত করেন, আবার সান্ত্বনা দেন, যিনি নরকে নিক্ষেপ করেন আবার সেখান থেকে উদ্ধার করেন, মনের স্বর্গীয় বৈদ্য সেই তুমিই একমাত্র আমাকে শাস্তি প্রদান করিতে সক্ষম, অপর কেহ নহে। তোমার নিয়মনিষ্ঠা ও শাসন হইতেই আমি শিক্ষালাভ করিব।

৬। আমার প্রিয় পরমপিতা, সংশোধনের জন্য আমি নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। আমার অঙ্গে এমনভাবে আঘাত কর, যেন তোমার ইচ্ছার কাছে আমার কুটিলতা নষ্ট হইয়া যায়। আমাকে এমনভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ বিনম্র শিষ্যরূপে গঠন কর যেন, আমি সর্ব্বদা ইঙ্গিতমাত্রেই তোমার আদেশ পালন করিতে পারি। পরকালে শাস্তিভোগ করা অপেক্ষা ইহকালেই উহা ভোগ করা বরং ভাল। সেইজন্য আমি নিজেকে এবং আমার বলিতে যাহা কিছু— সব সংশোধনার্থ তোমাকে সমর্পণ করিতেছি। তুমি সকল বিষয় সাধাবণভাবে জান, আবার প্রত্যেক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবেও জান। মানুষের মনের কোন কিছুই তোমার কাছে লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

ভবিতব্য সমস্ত বিষয়ই তোমার জানা আছে। এই জগতে যাহা ঘটিতেছে, সেই সম্পর্কে তোমাকে শিক্ষা দিবার বা সাবধান করিবার কোন প্রয়োজনই তোমার নাই। আমার পারমার্থিক উন্নতিব জন্য কি উপযোগী, আমার পাপস্খালনের জন্য দুঃখভোগ কতদূর কল্যাণজনক— সবই তোমার জানা আছে। তোমার মঙ্গল ইচ্ছানুসারেই আমাকে পরিচালিত কর। একমাত্র তুমিই আমার পাপজীবনের কথা পরিষ্কাররূপে সবিস্তারে জান; উহার জন্য তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

৭। হে প্রভু! যাহা জানা প্রয়োজন, তাহা জানিবার শক্তি দাও, যাহাকে ভালবাসা বিধিসঙ্গত, তাহাকেই ভালবাসিতে শিখাও, যাহা তোমার প্রীতিকর, তাহারই সুখ্যাতি করিতে শিক্ষা দাও, তোমার নিকট যাহা মূল্যবান, তাহাকেই যেন খুব মর্য্যাদা দান করিতে পারি, তোমার কাছে যাহা অশুদ্ধ তাহা যেন ত্যাগ করিতে পারি— এমন শক্তি আমাকে দাও।

তোমার শুভ ইচ্ছানুসারে ঐহিক এবং পারমার্থিক বিষয়সমূহের ন্যায়বিচার ছাড়া বাহ্য বিষয় দেখিয়া বা অজ্ঞলোকের কথা শুনিয়া যেন কাহারও বিচার না করি, এমন শক্তি আমাকে দাও প্রভু!

৮। বিচারবিষয়ে মানুষের মন প্রায়ই ভুল করিয়া থাকে। বিষয়াসক্ত লোকেরাও দৃশ্যবস্তুর প্রতি আসক্ত হইয়া প্রতারিত হইয়া থাকে। মানুষের কাছে খুব সম্মানলাভ করিলেই কি লোক অধিক ভাল বলিয়া প্রমাণিত হয়? প্রতারক প্রতারককে তোষামোদ করিয়া, বিষয়াসক্ত মানুষ অনিত্য বিষয়ের প্রশংসা করিয়া, অন্ধ অন্ধকে সুখ্যাতি করিয়া, দুর্ব্বল অন্য দুর্ব্বলকে বড় করিয়া প্রতারণাই করিয়া থাকে, এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহারা প্রত্যেকে একে অন্যকে মিথ্যা প্রশংসা করিয়া লজ্জাই দিয়া থাকে। কারণ, সাধু ফ্র্যান্সিস্ বলিয়াছেন— "প্রত্যেকটি মানুষ স্বভাবতঃ যাহা, তোমার দৃষ্টিতে সে তাহাই, উহা অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু নয়।"

## টিপ্পনী

১। (ক) "ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৯।৬

(খ) "ঈশ্বরের কার্য্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করছেন।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৩।২

(গ) "পাতাটি নড়ছে, সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; এই বোধ।"

—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৬।৫

# একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## তত্ত্বচিন্তার সাধনা

বৎস, ধর্ম্মবিষয়ক সবকিছুই খুব অনুরাগের সহিত সম্পাদন করিবার সামর্থ্য তোমার নাই। খুব উচ্চ তত্ত্বের ধ্যানেও লাগিয়া থাকিতে পার না। সময় সময় তোমার পূর্ব্বসংস্কারের দরুণ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং বিরক্তির সহিত হীন বিষয়সমূহকে গ্রহণপূর্ব্বক পাপজীবনের দুঃখের বোঝা তোমাকে বহন করিতে হয়। যতদিন তুমি এই স্থূল দেহে থাকিবে, ততদিন তুমি বিরক্তি ও দুঃখ অনুভব করিবে। সুতরাং, শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও স্বর্গীয় বিষয়ের ধ্যানে নিরন্তর নিযুক্ত থাকিতে পার না বলিয়া মাঝে মাঝে শরীরধারণের বিড়ম্বনার জন্য তোমার দুঃখ করা উচিত।

২। এই সকল কারণে, তোমার পক্ষে অবিলম্বে কোন বাহ্য সৎকাজ করিয়া মানসিক ক্লান্তি দূর করা প্রায়োজন, এবং আমার আবির্ভাব ও স্বর্গীয় বিষয়ের দর্শনাদির জন্য খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অপেক্ষা করা উচিত। ইহাছাড়া, যতক্ষণ না আমি পুনরায় তোমাকে দর্শন দান করি এবং সকল রকম উদ্বেগ হইতে তোমাকে মুক্তিদান করি, ততক্ষণ তোমার নির্ব্বাসনের নিঃসঙ্গতা ও মনের রুক্ষতা ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করা কর্ত্তব্য। আমার কৃপায় তপস্যার কষ্টের কথা তোমার মনে থাকিবে না এবং তুমি অন্তরে শান্তিলাভ করিবে। তুমি যাহাতে আরও অধিক উৎসাহে আদেশ প্রতিপালন করিতে পার, তাহার জন্য তোমাকে শাস্ত্রের আনন্দদায়ক বিষয়সমূহকে সবিস্তারে দেখাইব। সুতরাং, তোমার বলা উচিত— "আমরা যে সুখ লাভ করিব, তাহার সঙ্গে এই কষ্টের কোনপ্রকার তুলনাই হইতে পারে না।"

# দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## শাস্তি ও তপস্যা

প্রভু! আমি তোমার সান্ত্বনা বা দর্শনাদি— কিছুই লাভের অধিকারী নই। সুতরাং, তুমি যখন আমাকে দুঃস্থ ও সঙ্গীহীন অবস্থায় পরিত্যাগ কর, তখন উহা আমার প্রতি ন্যায়সঙ্গতই হয়। কাঁদিয়া কাঁদিয়া সাগর পরিমাণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেও আমি তোমার সান্ত্বনালাভের অধিকারী নই। যেহেতু আমি তোমার কাছে অপরাধী এবং অনেক বিষয়ে খুব অন্যায় করিয়াছি, সেইহেতু কঠোর দণ্ডই একমাত্র আমার প্রাপ্য। সুতরাং, যুক্তিসঙ্গত ন্যায়বিচারে আমি বিন্দুমাত্র সান্ত্বনালাভের উপযুক্ত নই। কিন্তু, হে করুণাময় ঈশ্বর! যেহেতু তুমি চাও না যে তোমার সৃষ্ট জীব ধ্বংস হইয়া যাক, সেইহেতু তোমার এই সেবক গুণহীন হইলেও তোমার করুণার ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করাইবার জন্যই যেন তাহাকে মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য সান্ত্বনা প্রদান করিয়া থাক। কারণ, মানুষের কাছ হইতে যে-সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহা তোমার দেওয়া সান্ত্বনার মত নয়।

২। নাথ! আমি এমন কী কাজ করিয়াছি যাহার জন্য তোমার কাছ হইতে কোনও প্রকার ‘ .মার্থিক সুখ পাইতে পারি? কোনও সৎকাজ করিয়াছি বলিয়া তো মনে হয়-ই না, বরং সর্ব্বদা অন্যায়ই করিয়াছি এবং উহা সংশোধনের জন্য বিশেষ যত্ন করি নাই। ইহা যথার্থই। ইহাকে আমার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি যদি উহা অস্বীকার করি, তুমি আমার প্রতি কুপিত হইবে, তখন আমাকে রক্ষা করিবার কেহ থাকিবে না। নরক ও অনন্ত অগ্নির জ্বালা ব্যতীত আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি আর কী আশা করিতে পারি? আমি যে সর্ব্বপ্রকার শাস্তি ও ঘৃণালাভেরই উপযুক্ত এবং ঈশ্বরের

সেবকদের মধ্যে গণ্য হইবার অযোগ্য, তাহা আমি স্বীকার করি। এই সকল আমার অপ্রিয় হইলেও, সত্যের জন্য, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও আমি যাহাতে তাড়াতাড়ি তোমার কৃপালাভের অধিকারী হইতে পারি, তাহাব জন্য আমার পাপের কথা স্বীকার করিব।

৩। অপরাধী ও সংশয়াচ্ছন্ন আমি কী বলিব ?

"হে প্রভু ! আমি পাপ করিয়াছি— আমি পাপ করিয়াছি ; কৃপা করিয়া আমাকে ক্ষমা কর"— এইরূপ বলা ছাড়া আমার মুখে আর কোন কথাই বাহির হইবে না। তমসাচ্ছন্ন দেশে যাইবার পূর্ব্বে, মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন দেশে গমনের পূর্ব্বে আমার দুঃখে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে সুযোগ দাও। যে অপরাধী ও হতভাগা, সে যাহাতে অনুতপ্ত হইয়া তাহার অপরাধের জন্য নিজেকে বিনম্র করিতে পারে, তাহার জন্য তুমি তাহার পক্ষে কী করা প্রয়োজন বোধ কর ?

অন্তরের যথার্থ অনুশোচনা ও দীনতা আসিলেই ক্ষমা পাইবার আশা জাগে। তখন বিক্ষুব্ধ বিবেক শান্ত হয়, ঈশ্বরের কৃপা আবার লাভ হয়, মানুষ তখন ভাবী অনর্থের হাত হইতেও রক্ষা পায়। এইরূপ অবস্থা আসিলে ঈশ্বর এবং অনুতপ্ত জীবের মধ্যে পরম প্রীতিতে মিলন হয়।

৪। হে প্রভু ! কৃত অন্যায়ের জন্য ঠিক ঠিক অনুতাপ আসিলেই তাহাতে তোমার পূজা হইয়া থাকে। তোমার দৃষ্টিতে সেই পূজার মধুরতা সুগন্ধ ধূপের অপেক্ষাও মধুর। অনুশোচনার আনন্দদায়ক অনুলেপন তোমার পবিত্র চরণে লেপন করা হউক— ইহাই তুমি চাও। কারণ, অনুতপ্ত ও বিনম্রচিত্ত সাধককে কখনও তুমি অবহেলা কর না। রিপুর কুপিত আনন হইতে রক্ষা পাইবার পক্ষে তোমার শ্রীচরণই একমাত্র আশ্রয়স্থল। যে-কোন স্থানে কৃত যে-কোনও রকমের পাপ এখানে সব সংশোধিত হইয়া যাইবে।

# ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## ঈশ্বরকৃপা লাভের উপায়

বৎস, আমার কৃপা অমূল্য। বাহ্য বিষয় বা ঐহিক কোন প্রকার সুখের সঙ্গেই উহার তুলনা হয় না। সুতরাং, যদি তুমি উহা আকাঙ্ক্ষা কর তবে তোমাকে উহা লাভের বিঘ্নসকলকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

সাধনার জন্য একটি নির্জ্জন[১] স্থান স্থির কর। আত্মচিন্তায় ডুবিয়া যাইবার জন্যই একমাত্র কামনা কর, কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিও না; অন্তরে অনুতপ্ত হইয়া তোমার বিবেককে যাহাতে শুদ্ধ রাখিতে পার, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।

ঐহিক কোন বিষয়েরই মূল্য দিও না। বাহ্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করা অপেক্ষা ঈশ্বরে করাই শ্রেয়স্কর মনে করিবে। কারণ, অনিত্য বিষয় এবং আমাকে— একই সঙ্গে ভালবাসিতে পারিবে না।

সুতরাং, তোমার প্রিয় বন্ধুদের আসক্তিশূন্য[২] হইয়া অনিত্য সকল রকম সুখভোগ হইতে মনকে মুক্ত রাখাই তোমার পক্ষে প্রয়োজন। এই কারণে ঈশ্বরের দূত মহান্ পিটার অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন— "যাঁহারা যীশুর ভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে এই জগতে অপরিচিত এবং তীর্থযাত্রীর মত বাস করা উচিত।"

২। আহা, যিনি ঐহিক কোন বিষয়ে আসক্ত[৩] হন না, মৃত্যুকালটি তাঁহার কাছে কত শান্তিদায়ক হইবে। সমস্ত বিষয় হইতে মনকে এইরূপ অনাসক্ত রাখা যে কী ব্যাপার তাহা বিষয়াসক্ত জীব ধারণা করিতে পারিবে না, এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষের পক্ষে ধার্ম্মিক লোকদের স্বাধীনতা বুঝিতে পারাও সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও, সে

যদি সত্য-সত্যই আধ্যাত্মিকতা অর্জ্জন করিতে চায়, তবে তাহাকে কি দূরস্থ কি নিকটস্থ— সকলকেই ত্যাগ করিয়া অপব কাহারও প্রতি মনোযোগ না দিয়া একমাত্র আত্মচিন্তাতেই[৪] মনোযোগ দিতে হইবে। যদি তুমি নিজেকে জয় করিতে পার, তবে সহজেই অন্য সকলকে নিজের বশীভূত রাখিতে পারিবে। আত্মজয়[৫] করাই প্রকৃত বিজয়। যিনি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার আসক্তি বিচারপূর্বক মোড় ঘুরাইয়া একমাত্র আমাতেই নিবদ্ধ রাখিবার জন্য শক্তি অর্জন করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আত্মজয়ী ও জগতের প্রভু।

৩। যদি এইরূপ উচ্চ অবস্থা আকাঙ্ক্ষা কর তবে তোমাকে সাহসের সহিত সাধনা আরম্ভ করিয়া মূলে এমনভাবে কুঠারাঘাত করিতে হইবে যাহাতে তোমার সকল প্রকার অপরিমিত[৬] আসক্তি সব নষ্ট হইয়া যায়। অন্যায় আসক্তি অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিগত সুখের প্রতি অপরিমিত অনুরাগই সকল প্রকার উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। এই প্রকার আসক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করা প্রয়োজন। যদি এই পাপকে একবার পরাজিত করিয়া বশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই বেশ শান্তি ও স্থৈর্য্যলাভ হয়।

কিন্তু, যেহেতু খুব অল্প লোকই আত্মসুখ বিষয়ে মৃতবৎ নিষ্ক্রিয় থাকিতে অথবা অহংকার হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, সেইহেতুই অধিকাংশ লোক নিজেদের ক্ষুদ্র অহং-এ আবদ্ধ থাকে এবং আধ্যাত্মিকতায়ও উন্নতিলাভ করিতে পারে না। কিন্তু, যে-কেহ নির্বিঘ্নে আমাতে ডুবিয়া যাইতে চাহিবে, তাহাকেই তাহার সকলপ্রকার অন্যায় এবং অপরিমিত আসক্তি[৭]কে নষ্ট করিতে হইবে এবং ইহাছাড়া কাহারও প্রতি বিশেষ অনুরাগবশত আসক্তিও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

## টিপ্পনী

[‘ঈশ্বর কৃপালাভের উপায়’ নামক অধ্যায়ে টমাস-এ কেম্পিস্ তাঁহার ভক্তদের নিকট ধর্মজীবনের দর্শন-অনুভূতির উদ্দেশ্যে ত্যাগ-তপস্যার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। এই অধ্যায়ে ২, ৩, ৪, ৫ নং বিষয়ের টিপ্পনীতে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃতি প্রদান করা হইল। ইহাতে ঈশানুসরণের পাঠককুল ত্যাগ, বৈরাগ্য, দর্শন, অনুভূতির বিষয়ে বিশদ আলোচনায় উপকৃত হইবেন।]

১। ঈশ্বরে কি ক’রে মন হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ— “ঈশ্বরের নাম-গুণগান সর্বদা ক’রতে হয়। আর সৎসঙ্গ— ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।

“যখন চারাগাছ থাকে, তখন চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেলে।

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।”

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১।৫

অর্জুন উবাচ—
স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধী : কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥

গীতা ২।৫৪

শ্রীভগবানুবাচ—
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা ২।৫৫

[অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন— হে কেশব, ব্রহ্মসমাধিতে অবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিভাবে কথা বলেন ও কিরূপে অবস্থান করেন এবং কিরূপেই বা তিনি বিচরণ কবেন?

শ্রীভগবান অর্জুনের 'কা ভাষা' প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন— হে প্রার্থ, বাহ্যলাভে নিরপেক্ষ ও পরমার্থদর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই পাবতৃপ্ত হইয়া যখন যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পবিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।]

স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বলিতে গিয়া কঠোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

কঠোপনিষদ ২।৩।১৪

অর্থাৎ যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা হইতে মানুষ মুক্ত হয়, তখন সেই মর্ত্য অমর হয় এবং এই দেহেই ব্রহ্মকে সম্ভোগ কবে।

ঈশ্বর কৃপালাভের উপায় বলিতে ঈশ্বরকৃপালাভের সাধনা বুঝিতে হইবে। সেই সাধনার সিদ্ধিতে সাধকের জীবনে যে অবস্থা আসে তাহা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন— প্রজহাতি যদা কামান্ ইত্যাদি শ্লোকে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
যঃ সর্বত্রনভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২।৫৬-৫৮

শ্রীভগবান 'কিং প্রভাষেত' প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—

[দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে নিস্পৃহ এবং আসক্তিশূন্য, ভয়মুক্ত ও ক্রোধরহিত মুনিই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন। ৫৬

যিনি সকল বস্তু ও ব্যক্তিতে স্নেহবর্জিত এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় উপস্থিত হইলে যিনি যথাক্রমে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। ৫৭]

ভয় পাইলে কূর্ম (কচ্ছপ) যেমন মস্তক ও হস্তপদাদি অঙ্গসমহ সঙ্কুচিত করে, সেইরূপ যে জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী শব্দাদি বিষয় পঞ্চক হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করেন, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন। ৫৮ ]

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥

গীতা ২।৫৯

বিষয়গ্রহণে অসমর্থ আতুর ব্যক্তি বা বিষয়ভোগে পরাঙ্মুখ কঠোর তপস্বী ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে নিবৃত্ত হন বটে, কিন্তু তাঁহার বিষয়াসক্তি দূর হয় না। আর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা উভয়ই চিরতরে নিবৃত্ত হয়। ৫৯ ]

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

গীতা ২।৬০

[হে কুন্তিপুত্র, বিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ অতি যত্নশীল মেধাবী (শাস্ত্রজ্ঞ) পুরুষের মনকেও বলপূর্বক বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে। ৬০]

তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপবঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিযাণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২।৬১

[অতএব, যোগী সেই ইন্দ্রিযগণকে সংযত কবিযা সমাহিতভাবে আত্মস্থ হইযা অবস্থান কবিবেন। কাবণ, যাঁহাব ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তাঁহাবই বিবেকজা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১ ]

মানুষেব অন্তবে বিষযাসক্তি সৃষ্টিব কাবণ বর্ণনাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজয়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

গীতা ২।৬২-৬৩

[বিষয়সমূহ চিন্তা কবিতে কবিতে বিষয়েব প্রতি মানুষেব আসক্তি জন্মে; আসক্তি হইতে কামনা (বিষয়ভোগেব কামনা) হয়। কামনা বাধা পাইলে ক্রোধেব সৃষ্টি হয়। ক্রোধ হইতে কর্তব্যাকর্তব্যরূপ বিবেক (সদসৎ বুদ্ধি) নাশ হয়। বিবেক নাশ হইলে শাস্ত্র এবং আচার্যেব উপদেশজনিত সংস্কাবেব স্মৃতিব বিলোপ হয়। স্মৃতিবিলোপ হইতে পুরুষেব সদসৎবিচাব বুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং সদসৎজ্ঞানেব নাশে পুরুষ পুরুষার্থলাভেব অযোগ্য হয়।৬২-৬৩ ]

বাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চবন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

গীতা ২।৬৪

সংযতচিত্ত পুকষেব স্বভাবেব কথা শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন—বাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু ইত্যাদি শ্লোকে।

[সংযতচিত্ত পুরুষ প্রিয বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইযা সংযত ইন্দ্রিযদ্বাবা বিষযসমূহ অনাসক্তভাবে গ্রহণ কবিযা প্রসন্নতা লাভ কবেন। ৬৪ ]

প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিব পবেব অবস্থা বলিতেছেন—

প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিবস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে॥

গীতা ২।৬৫

[ অন্তবে প্রসন্নতালাভ হইলে নির্মলচিত্ত ব্যক্তিব সর্বপ্রকাব দুঃখেব বিনাশ হয। কাবণ, তাহাব বুদ্ধি আত্মস্থ থাকিযা নিশ্চল অবস্থায অবস্থান কবে। ৬৫ ]

এখানে সর্বপ্রকাব দুঃখ বলিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখকে বুঝাইযাছেন।

শোকমোহাদিজনিত মানসিক ও ব্যাধিজনিত শাবীবিক দুঃখ—আধ্যাত্মিক দুঃখ। সর্প ও বৃশ্চিকাদিদংশনজনিত দুঃখ—আধিভৌতিক দুঃখ। ঝড, বৃষ্টি, অগ্নি ইত্যাদি নিমিত্ত দুঃখ—আধি দৈবিক দুঃখ।

নাস্তি বুদ্ধিবযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিবশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥

গীতা ২।৬৬

[ অসমাহিত ব্যক্তিব আত্মস্বৰূপিণী শুদ্ধবুদ্ধি নাই এবং তাহাব পবমার্থবিষয়ে অভিনিবেশও নাই। আব পবমার্থচিন্তাশূন্য ব্যক্তিব বিষয়- তৃষ্ণাব বিবাম নাই। এইৰূপ বিষয়তৃষ্ণার্ত পুকষেব প্রকৃত সুখ কোথায়? ৬৬ ]

ইহার তাৎপর্য হইতেছে— বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তিই প্রকৃত সুখ এবং বিষয়তৃষ্ণা থাকিতে থাকিতে প্রকৃতসুখের লেশমাত্রও উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মানন্দলাভ হইলে বিষয়সুখ আলুনি বোধ হয়।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চবতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

গীতা ২।৬৭

[ ঘূর্ণায়মান বায়ু যেমন জলস্থিত নৌকাকে উন্মার্গগামী করে, সেইরূপ নিজ নিজ বিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়গণের যেটিকে মন অনুসবণ করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই অসংযত ব্যক্তির সদসৎবিবেকবুদ্ধি হরণ করে ও তাহার মনকে বিষয়াভিমুখী করে। ৬৭ ]

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥

গীতা ২।৬৮

[ হে মহাবাহো (অর্জুন), সেইহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৭ ]

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

গীতা ২।৬৯

[ সকল জীবের পক্ষে যাহা রাত্রিস্বরূপ, তখন সংযমী পুরুষ জাগ্রত থাকেন। আর যে সময়ে সাধারণ জীব জাগ্রত থাকে সেই সময় তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট রাত্রিস্বরূপ। ৬৯ ]

ইহার তাৎপর্য— ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি যে বিষয়ে সজাগ, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সে বিষয়ে নিদ্রিত অর্থাৎ অনাগ্রহশীল। নিদ্রিতব্যক্তির ন্যায় বিষয়সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না।

আবাব তত্ত্বদর্শী পুরুষ যে-বিষয়ে আগ্রহশীল অসংযতেন্দ্রিয় পুরুষ সে-বিষয়ে নিস্পৃহ।

আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

গীতা ২।৭০

[ যেমন বারিরাশি পরিপূর্যমান সমুদ্রে প্রবেশ করিলেও সমুদ্র স্ফীত হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন না কবিয়া অবিকৃত থাকে, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তির কাম্য শব্দাদি-বিষয়সমূহ যে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, অর্থাৎ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পাবে না, তিনিই চিরশান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি বিষয় কামনা কবেন, তাঁহার পক্ষে শান্তিলাভ অসম্ভব। ৭০ ]

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্মমো নিরহংকারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

গীতা ২।৭১

[ যিনি সর্ববিধ কামনা পরিহার করতঃ স্পৃহাশূন্য মমতাবহিত ও নিরহংকার হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ৭১ ]

তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়সুখকর বিবিধ বিষয় চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিলেও উহাদের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মচিন্তাতেই যে-পুরুষ মগ্ন থাকেন, সেই পুরুষই শান্তিতে অবস্থান করিয়া থাকেন। বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগপূর্বক স্থিরচিত্তে আত্মস্থ থাকার মধ্যেই অন্তরের শান্তি নির্ভর করে। আসক্তিশূন্য সংযতচিত্ত পুরুষই শান্তির অধিকারী হন।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি॥

গীতা ২।৭২

[ হে পৃথাপুত্র, এই অবস্থাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিলে আর কেহ মোহগ্রস্ত হন না। অন্তিম সময়েও যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন। ৭২ ]

ব্রাহ্মীস্থিতি কি ? রূপরসাদি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেও পুরুষের যে অবস্থায় চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয় না, সেই অবস্থাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষ দেহান্তে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষ বলিতে কি বুঝায় ? মোক্ষ অর্থে সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে স্থিতি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইতে হইলে পুরুষকে সর্বপ্রকার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ত্যাগ অর্থে রূপরসাদি বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি বুঝায়। বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিই পুরুষের ব্রহ্মানন্দলাভের সহায়। এই অবস্থালাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

বীততহ্নো অনাদানো নিরুত্তিপদকোবিদো।
অক্‌খরানং সনিপাতং জঞ্ঞা পুব্বাপরানি চ।
স বে অন্তিমসারীরো মহাপঞ্ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি।

ধম্মপদ, তহ্না বগ্‌গো-১৯

[যিনি বীততৃষ্ণ, অনাসক্ত, নিরুক্তি ও পদকুশল, অক্ষরক্রম জ্ঞানসম্পন্ন, সেই অন্তিম দেহধারীই মহাপ্রজ্ঞ ও মহাপুরুষ কথিত হন। ]

---

# চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## প্রবৃত্তি ও ভগবৎপ্রেরণা

বৎস, প্রবৃত্তি না ভগবৎপ্রেরণা— তাহা খুব সাবধানে বিচার করিয়া দেখিবে। উহাদের লক্ষ্য পরস্পর বিরোধী এবং গতি এত সূক্ষ্ম যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিবান্ পুরুষ ছাড়া অন্যের পক্ষে তাহাদের পার্থক্য স্থির করা এক রকম অসম্ভব বলিলেই চলে। যাহা উত্তম, তাহাকে সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে এবং কথায় ও কাজে কিছুটা সৎ বলিয়া বুঝাইতে সকল লোকই বাহ্যতঃ চেষ্টা করে। সুতরাং, সতের ভানে অনেকেই প্রতারিত হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি জটিল স্বভাব, উহা অনেককেই অসৎ পথে চালনাপূর্বক আবদ্ধ করতঃ তাহাদের সঙ্গে প্রতারণা করিয়া থাকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু, যাহা ঈশ্বরপ্রেরণা তাহা সরল। সকল রকম মন্দ কাজ হইতে উহা দূরে থাকে, উহা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করে না। যাঁহার চরণে সে অন্তিমে বিশ্রাম লাভ করিবে, সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ সে সকল কর্ম করিয়া থাকে।

২। কর্তব্যকর্ম অবহেলা করাই প্রবৃত্তির ধর্ম। প্রবৃত্তিকে না একেবারে বিনাশ করা যায়, না-যায় উহাকে দমন করা; আবার উহাকে পরাজিত এবং বশ করাও যায় না। কিন্তু, ঈশ্বরপ্রেরণায় মানুষ আত্মদমনে মনোনিবেশ করে, ইন্দ্রিয়লালসাকে সংযত করে, গুরুজনের অধীনে জীবনযাপন করিতে ভালবাসে, অহঙ্কারকে জয় করিতে চেষ্টা করে, নিজে স্বেচ্ছাচারভাবে জীবন যাপন না করিয়া নিষ্ঠার সঙ্গে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে চায়; অন্যের উপরে কর্তৃত্বের কামনা না করিয়া ভগবানের শরণাগত হইয়া চলিতে ভালবাসে, এবং ঈশ্বরপ্রীতির জন্য প্রত্যেক লোকের কাছেই দীনতা স্বীকারপূর্বক নত হইবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

প্রবৃত্তিপরায়ণ লোক নিজেব সুখ-সুবিধার জন্য চেষ্টা কবে, এবং অন্যের কাছ্ হইতে কতটা নিজের স্বার্থ আদায় করিতে পারে—সেই বিষয়ই চিন্তা করে। যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি নিজের স্বার্থের কথা না ভাবিয়া অন্যের সুবিধার বিষয়ই ভাবেন। ভোগপরায়ণ লোক সাগ্রহে সম্মান ও শ্রদ্ধা কামনা করে। যিনি ভগবদ্‌ভক্ত, তিনি সকল সম্মান ও গৌরব ঈশ্বরে সমর্পণ করেন।

৩। ঈশ্বরকে যে ভক্তি করে না, সে লজ্জিত ও অবজ্ঞাত হইতে সঙ্কোচ বোধ করে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি যীশুর প্রীতির জন্য অন্যের নিন্দাবাক্যে আনন্দই প্রকাশ কবেন। ঈশ্বরবিমুখ লোক কর্মহীন জীবন যাপন এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ভালবাসে। যিনি ঈশ্বরকে ডাকেন, তিনি কর্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া সানন্দে কর্ম করেন। যাহারা প্রবৃত্তির দাস, তাহারা কৌতূহলজনক ও নয়নানন্দকর বিষয়েরই সন্ধান করে, এবং সস্তা ও মোটা পরিধেয়কে ঘৃণা করে। কিন্তু, নিবৃত্তিপরায়ণ লোকেরা সাদাসিধে পোষাকই পছন্দ করেন; তাঁহারা রুক্ষ জিনিসকে ঘৃণা করেন না। ইহা ছাড়া, যাহা পুরাতন এবং তালি দেওয়া, তাহা পরিধান করিতেও অস্বীকার করেন না।

বিষয়ী লোকেরা অনিত্য বস্তুকে ভালবাসে; ঐহিক বিষয়ের প্রাপ্তিতে আনন্দ করে; উহার ক্ষতিতে দুঃখ বোধ করে ও ক্ষতির প্রতিটি কথায় বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু, যেখানে কোন কিছুই নষ্ট হয় না, সেই স্বর্গলোকেই নিজেদের সম্পদ্ ও আনন্দলাভ করেন বলিয়া ঈশ্বরভক্ত লোকেরা অনিত্য বিষয়ে অনাসক্ত থাকিয়া নিত্য বস্তুর দিকেই মনোযোগ প্রদান করেন। এই কারণে অনিত্য বিষয়ের ক্ষতিতেও তাঁহারা বিচলিত হন না, বা কাহারও রূঢ়বাক্যেও বিরক্তি বোধ করেন না।

৪। যাহারা বিষয়াসক্ত, তাহারা লোভী। দান করা অপেক্ষা তাহারা দান গ্রহণ করে বেশি। নিজের স্বার্থের জন্য বিষয় অর্জন করিতেই তাহারা ভালবাসে। অপরদিকে, যাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত ঈশ্বরভক্ত, তাঁহাদের হৃদয় দয়া ও সহানুভূতিতে পূর্ণ ; তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করেন ; অল্পেতেই সন্তুষ্ট হন এবং দান গ্রহণ করা অপেক্ষা দান করাই যে কল্যাণজনক, তাহা বোঝেন। বাসনা মানুষকে অনিত্য বস্তুতে, নিজের দেহে, মিথ্যা মান-সম্মানে এবং যথেচ্ছাচার এ-বিষয়ে সে-বিষয়ে আসক্ত কবিয়া থাকে।

অপরদিকে বাসনাশূন্য জীব ঈশ্ববাভিমুখী ও ধর্মপ্রবণ হয়, ঐহিক বিষয় ত্যাগ করে, অনিত্য বিষয়েব প্রতি উদাসীন থাকে, দেহসুখ-লালসাকে ঘৃণা করে, বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাকে সংযত করে এবং জনসমাগমে যাইতে লজ্জা বোধ করে। যেখানেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে, বিষয়াসক্ত লোকেরা সেখানেই ধাবিত হয়। কিন্তু, যাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের মধ্যেই শান্তির সন্ধান করেন এবং অতীন্দ্রিয় পরম সত্যবস্তুতেই তৃপ্তি অনুভব করিবার আকাঙ্ক্ষা করেন।

৫। সংসারাসক্ত জীব যাহা কিছু করে, তাহা সবই ব্যক্তিগত স্বার্থলাভের জন্য করে। স্বার্থ ব্যতীত কিছু করা সে সহ্য করিতে পারে না। যখনই তাহারা কিছু দান করে, তখনই তাহারা তাহার বিনিময়ে সমান মূল্যের কিছু, অথবা তাহার অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কিছু, আর তাহা না হইলে সম্মান বা অনুগ্রহলাভের কামনা করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, তাহারা যাহা করে, যাহা উপহার দান করে এবং কিছু বলে, সেই সবেরই বিনিময়ে খুব বেশি মূল্য আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু, বিষয়ে অনাসক্ত লোকেরা অনিত্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না ; একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অপর কোন পুরস্কারই তাঁহারা

কামনা করেন না, এবং নিত্যবস্তু লাভের পথে উপকারী বিষয় ছাড়া অনিত্য বস্তু প্রয়োজনীয় হইলেও অধিক লাভের আশা করেন না।

৬। বিষয়বাসনায় মুগ্ধ মানুষ অনেক বন্ধু ও কুটুম্ব পাইলেই আহ্লাদিত হয়, মহান্ দেশে ও সম্ভ্রান্ত কুলে জন্ম বলিয়া গৌবব বোধ করে, ক্ষমতাবান লোকদিগকে দেখিলে উৎফুল্ল হয়, ধনীদের তোষামোদ করিয়া অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে, এবং নিজেদের মত লোকদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকে।

কিন্তু, ধার্মিক লোকেরা তাঁহাদেব বিরুদ্ধাচবণকারীদিগকেও ভালবাসেন, এবং অনেক বন্ধু লাভ হইলেও অহঙ্কারে ফুলিয়া যান না। ইহা ছাড়া, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াও অধিক ধার্মিক না হইলে উহাতে তাঁহারা কিছু মনে করেন না। তাঁহারা ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদিগকেই অধিক অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; ক্ষমতাবানদিগকে সহানুভূতি না দেখাইয়া যাহারা নির্দোষ তাহাদের প্রতিই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, এবং প্রতারকের প্রতি সন্তুষ্ট না হইয়া সৎলোকের প্রতিই সন্তুষ্ট হন।

তাঁহারা সর্বদা সৎলোকদিগকে পরামর্শ দিয়া উত্তম বস্তু লাভের জন্য ও যে-কোন উপায়ে ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। সংসারাসক্ত জীবেরা অভাব ও দুঃখে পড়িলে তাড়াতাড়ি অনুযোগ করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরভক্তেরা যে-কোন অবস্থাকেই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেন।

৭। সংসারীরা সবই নিজেতে আরোপ করে, নিজেদের জন্যই তর্ক করে ও নিজেদের জন্যই চেষ্টা করে। কিন্তু, যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাঁহারা সকল কিছুর মূল যিনি, তাঁহাতেই সব সমর্পণ করেন; তাঁহারা যে্ কোন কিছু ভালকেই নিজের বলিয়া দাবী করেন না, বা দম্ভভরে কিছুর ভানও করেন না। তাঁহারা বিবাদ করেন না এবং

অন্যের অপেক্ষা নিজেদের মতকে প্রাধান্যও দেন না; পরন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বোধশক্তি সম্পর্কীয় সকল বিষয়, শাশ্বত জ্ঞান ও বিচারশক্তিসম্পন্ন পরম পুরুষের উপরই সমর্পণ করেন।

বাসনাবদ্ধ জীব প্রচ্ছন্ন বিষয় জানিবার জন্য ও নূতন সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত উদ্‌গ্রীব হয়। তাহারা বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ানো পছন্দ করে, এবং অনেক বিষয়েরই পরীক্ষা নিজেদের ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা করিয়া থাকে। তাহারা ধন্যবাদ আকাঙ্ক্ষা করে, এবং যাহা করিলে তাহাদের যশোলাভ হইবে তাহারা তাহাই করিতে ভালবাসে।

কিন্তু, অন্তর্মুখী সাধক নতুন কোন সংবাদের প্রতি খেয়ালই করেন না, বা কৌতূহলজনক কিছু বুঝিতেও চান না। কারণ, তিনি জানেন—মানুষের আদি পাপের দরুণই ঐ সব হইয়া থাকে, এবং এই জগতে কিছু নূতনও নয়, চিরন্তনও নয়। এই কারণে অন্তর্মুখী সাধকেরা ইন্দ্রিয়গ্রামকে দমন এবং মিথ্যা আহ্লাদ ও আড়ম্বর ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, প্রশংসনীয় কাজকে সাবধানে গোপন করিতে, প্রত্যেক ব্যাপার এবং বিদ্যা হইতে হিতকারী বিষয় গ্রহণ করিতে এবং একমাত্র ঈশ্বরেরই যশোগান করিতে উপদেশ দেন। ইঁহারা বাহ্যসম্মান চাহেন না, বরং যিনি প্রেমে সবই দান করেন, সেই ঈশ্বরকেই তাঁহার দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত বলিয়া মনে করেন।

৮। এই অন্তর্মুখিনতা অলৌকিক জ্ঞান। উহা ঈশ্বরেরই বিশেষ কৃপায় লাভ হয়। উহা আসিলেই বুঝা যায়— সাধক মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় আসিলে মানুষ অনিত্য বিষয় ত্যাগ করিয়া নিত্য বিষয়সমূহকেই ভালবাসেন এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ না হইয়া ঈশ্বরপরায়ণই হইয়া থাকেন। সুতরাং,

প্রবৃত্তিকে যত দমন ও বশ করা যাইবে, তত অধিক ঈশ্বরকৃপা লাভ হইবে এবং প্রতিদিন নূতন নূতন ঈশ্বরীয় অনুভূতির ফলে ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হইবে।[১]

## টিপ্পনী

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ
ব্রহ্মৈব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।২।৯

[যে-কেহ সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। ইঁহার কুলে কেহ অব্রহ্মবিদ্ হয় না। তিনি মানস-সন্তাপ অতিক্রম করেন এবং ধর্মাধর্ম অতিক্রম করেন। তিনি হৃদয়স্থ অবিদ্যাগ্রন্থি সমূহ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অমর হন।]

# পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## প্রকৃতি ও দৈবকৃপা

হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে তোমার প্রতিমূর্ত্তিরূপে তোমার মত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছ। মোক্ষলাভের পথে যে দৈবকৃপার মাহাত্ম্য ও প্রয়োজনীয়তা তুমি আমাকে এত বুঝাইলে তাহা যেন আমি লাভ করিতে পারি— এমন বর আমাকে দাও। আমি যেন উহার বলে পাপ ও বিনাশের দিকে আকর্ষণকারী কু-সংস্কারকে জয় করিতে পারি। কাবণ, এই স্থূল শরীরের মধ্যে পাপপ্রবৃত্তি আমার অন্তরাত্মার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ কবিয়া আমাকে অনেক বিষয়েই ইন্দ্রিয়লালসার দাস হইবার জন্য যেন বন্দী করিয়া চালাইতেছে। তোমার কৃপালাভ করতঃ দৈববলে বলীয়ান না হইলে আমার পক্ষে প্রবৃত্তির বেগকে রোধ করা সম্ভব নয়।

২। হে প্রভু! যে প্রকৃতি তাহার প্রথম অবস্থা হইতে পাপপ্রবণ, তাহাকে জয় করিবার জন্য তোমার বিশেষ কৃপার প্রয়োজন। আদি পুরুষ আদমের সময় হইতেই মানুষের প্রকৃতি নীচদশা প্রাপ্ত হইয়া পাপের দ্বারা দূষিত হইয়াছে। মানবজাতির মধ্যে উক্ত কলঙ্কের শাস্তিই পুরুষানুক্রমে এমনভাবে চলিয়া আসিতেছে যে, যে প্রকৃতিকে তুমি আদিতে শুদ্ধসত্ত্বরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলে, তাহাই পাপ ও দোষেব হেতুস্বরূপ কলঙ্কিতা প্রকৃতিরূপে অখ্যাতি লাভ করিয়াছে। কারণ, মন্দ কাজে নীচের দিকে আকর্ষণ করাই উহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যে-সামান্য শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাহা ভস্মে আচ্ছাদিত স্ফুলিঙ্গেরই মত। ভীষণ অজ্ঞানরূপ তমসার দ্বারা আবৃতা হইলেও এই প্রকৃতি যাহা ভাল বলিয়া বুঝে, তাহা করিবার শক্তি না থাকিলেও

এবং পরম সত্যের আলো, বা ইহাব স্বকীয় সত্ত্বা পূর্ণভাবে উপভোগ কবিতে না পারিলেও ইহার ভাল-মন্দ ও সত্য মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করিবার শক্তি আছে।

৩। এই কারণেই হে প্রভু! আমার অন্তর্দেবতার নির্দেশকে কল্যাণকর, যথার্থ ও পবিত্র বলিয়া বুঝিতে পারি এবং উহা যে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপের দোষ প্রদর্শন করাইয়া সেই সকলকে বর্জন করিবার প্রেরণা দেয়, তাহাও বুঝিতে পারি। কিন্তু, দেহের বশীভূত হইয়া পাপপথে চলি এবং ন্যায়ের অনুসরণ না করিয়া বরং ইন্দ্রিয়লালসারই বশ্যতা স্বীকার করি। এই হেতু বর্তমানে আমার কি করা উচিত তাহা বুঝি বটে, কিন্তু তাহা করিবার উপায় দেখি না। সুতরাং, মাঝে মাঝে ভাল কাজের সঙ্কল্প করিলেও প্রয়োজনের সময় দৈবকৃপার অভাবহেতু সামান্য বাধার সম্মুখীন হইলেই নিরুৎসাহ হইয়া পিছনে হটিয়া যাই। মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায়, এবং উহা কার্যকরী কবিবার বিষয় স্পষ্টভাবে জানিলেও আমার নিজকৃত পাপের ভারে আমি নিষ্পেষিত হওয়ার দরুণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে পারি না।

৪। হে প্রভু! কোন কিছু ভাল বিষয় আরম্ভ করিয়া সুসম্পন্ন না করা পর্য্যন্ত তোমার সহায়তা আমার পক্ষে অপরিহার্য্য। উহা না পাইলে আমি কিছুতেই করিতে পারি না। অপর পক্ষে তোমার কৃপার বলে বলীয়ান্ হইলে আমি তোমার প্রীতির জন্য সব কিছু করিতে পারি।

অহো, দৈবকৃপা যথার্থই দৈব! উহা না হইলে আমাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কর্ম বৃথা হইয়া যায়; প্রকৃতির সকল দানও মূল্যহীন হইয়া দাঁড়ায়। হে প্রভু! তোমার কৃপা না হইলে শিল্পকলার কোন মূল্য হয় না, সৌন্দর্য্যের কোন শক্তি প্রকাশ পায় না, বা বাগ্মিতাও অর্থহীন হইয়া যায়।

প্রকৃতির দান ভাল-মন্দ—উভয়েই সমানভাবে লাভ করে বটে কিন্তু মুক্তিলাভের জন্য যিনি নির্বাচিত হন, তিনি দৈবকৃপা ও পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। যাঁহাদের জীবনে এই গৌরবজনক লক্ষণ দেখা যায়, তাঁহারাই অক্ষয় জীবন লাভের অধিকারী। সুতরাং, কি ভবিষ্যৎ বলিবার শক্তি, কি অদ্ভুত কিছু করিবার ক্ষমতা, কিম্বা মহান্ কোন কল্পনা প্রভৃতি সবই দৈবকৃপার অভাবে মূল্যহীন হইয়া যায়। না, এমন কি ঈশ্বরে বিশ্বাস অথবা আস্থা বা অন্য কোনও প্রকার গুণে গুণবান্ হইলেও ভক্তি এবং অনুরাগবিহীন হইলে তুমি তাহাকে গ্রহণ কর না।

৫। অহো! সেই পরমকরুণা! যাঁহারা বিনম্রচিত্ত, তাঁহারা এই করুণা লাভ করিয়া পারমার্থিক সম্পদ্ লাভ করেন, আবার উহা লাভে বঞ্চিত হইয়া অন্য বহু বিষয়ে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও অন্তরের নীচতার দরুণ নিঃস্ব। ক্লান্ত ও অশান্ত মন আমি যাহাতে নিস্তেজ না হইয়া পড়ি, তজ্জন্য তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে তোমার আনন্দদানে পূর্ণ করিয়া দাও।

প্রভু! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা —যেন তোমার কৃপায় আমি অক্ষয় জীবন লাভ করিতে পারি। উহার দ্বারা ঐহিক আর কোন বাসনা পুরণ না হইলেও আমি উহাই প্রার্থনা করি। যতকাল আমার প্রতি তোমার কৃপা থাকিবে, ততকাল আমি রিপু ও অপর সকল দুঃখ-কষ্টের দ্বারা পীড়িত হইলেও কোন প্রতিকূলতাকেই ভয় করিব না। এই কৃপাই আমার একমাত্র শক্তি; উহা হইতেই আমি উপদেশ ও সহায়তা লাভ করিব। এই কৃপা যে-কোন রিপু অপেক্ষা বলবতী এবং যে'কোন জ্ঞানবান্ অপেক্ষা জ্ঞানবতী।

৬। তোমার কৃপা সত্যের শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতার শিক্ষিকা, অন্তরের দীপবর্ত্তিকা, দুঃখে সান্ত্বনা, দুঃখহরা, ভয়নাশিনী, ভক্তিবিধায়িনী এবং অনুরাগ-অশ্রুর মূল কারণ ও নিষ্ঠার স্বরূপ।

কৃপায বঞ্চিত হইলে আমি দূবে ছুড়িয়া ফেলিবাব মত একটি শুষ্ক নিষ্ফলা শাখা মাত্র। সুতরাং, পবম পিতা! তোমার করুণাকবচে সর্বদা আবৃত থাকিয়া প্রভু যীশুব আদর্শ অনুসাবে আমি যেন সর্বক্ষণ সৎকর্মে নিযুক্ত থাকিতে পাবি।

প্রভুব ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

# ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## যীশুর আদর্শানুসরণ

বৎস, তুমি যত অধিক অহংকার ত্যাগ করিবে তত অধিক তুমি আমাকে লাভ কবিবার পথে অগ্রসর হইবে। অনিত্য বিষযভোগেব বাসনা-ত্যাগ হইলে যেমন অন্তরে শান্তিলাভ হয়, তেমনই অহংকার ত্যাগ হইলে আমার সঙ্গে মিলন হয়। সর্বপ্রকার প্রতিকাবচেষ্টা-রহিত থাকিয়া বা অভিযোগশূন্য হইয়া তুমি আমার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে শিক্ষা কব—ইহাই আমি তোমার কাছে আশা করি। আমাকে অনুসরণ কর। "আমিই উপায়, আমিই সত্য ও চৈতন্যস্বরূপ।" সাধনের উপায় না জানিলে সাধন হইবে না, সত্যস্বরূপকে আশ্রয় না করিলে জ্ঞানলাভ হইবে না, এবং চৈতন্য না হইলে জীবন বৃথা। আমার জীবনই উপায়; উহাই তোমাদের অনুসরণ করা উচিত। আমি সত্যস্বরূপ। সুতরাং, আমাতে তোমার বিশ্বাস ন্যস্ত করা কর্তব্য। আবার আমি চৈতন্যস্বরূপ। এই চৈতন্য লাভই তোমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

চৈতন্যলাভের জন্য আমার জীবনই যথার্থ পন্থা। আমি অমোঘ সত্যস্বরূপ ; আমি শাশ্বত চৈতন্য। মৎপ্রদর্শিত পথ সর্বাপেক্ষা সরল ; আমি চিরন্তন সত্য এবং যথার্থই আনন্দময় স্বয়ম্ভু চৈতন্যস্বরূপ। আমি যে পথে চলিতে বলি, সেই পথে চলিলে সত্যস্বরূপকে জানিতে পারিবে এবং উহাকে জানিলেই তুমি মোক্ষ লাভ করিয়া শাশ্বত জীবন লাভ করিবে।

২। সুতরাং, অক্ষয় জীবন লাভের আশা করিলে আদেশ পালন কর। সত্যকে জানিতে ইচ্ছা করিলে আমাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। পূর্ণত্ব প্রাপ্তির আশা করিলে সর্বস্ব ত্যাগ কর। আমার শিষ্যত্ব কামনা করিলে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে অহংকারশূন্য হইতে হইবে। যদি তুমি দিব্য-জীবন কামনা কর, তবে ঐহিক জীবনের সব অসার মনে কর। স্বর্গে উচ্চাসন লাভের আশা করিলে এই জগতে সর্বাপেক্ষা নম্র হইয়া জীবন যাপন কর।[১] আমার সঙ্গে বাজত্ব করিতে ইচ্ছা করিলে আমার সহিত দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর। কাবণ, যাঁহারা দুঃখ-কষ্ট, যাতনা সহ্য করেন, একমাত্র তাঁহারাই পরমানন্দ ও যথার্থ জ্ঞানলাভের পথ জানিতে পারেন।

৩। প্রভু যীশু! জগদ্বাসিগণকর্তৃক ঘৃণিত তোমার কঠোর জীবন-আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য লোকে আমাকে অবজ্ঞা করিলেও আমি যেন উহা অনুসরণ করিতে পারি, আমাকে সেই বরই প্রদান কর। কারণ, ভৃত্য কখনও প্রভু হইতে অধিক মহৎ হয় না, বা শিষ্য কখনও গুরু অপেক্ষা অধিক উচ্চাসন লাভ করে না। তোমার জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হইয়া তোমার জীবন অনুধ্যান করিবার জন্য সেবককে শক্তি দাও। তাহা হইলেই তাহার মুক্তি ও যথার্থ পবিত্রতা লাভ হইবে। ইহা ছাড়া, আমি আর যাহা কিছু পড়ি বা শুনি না কেন, উহার দ্বারা আমার শান্তি বা আনন্দ লাভ হয় না।

৪। বৎস, তুমি এই সকল বিষয় যাহা জানিয়াছ এবং শুনিয়াছ, তাহা যদি কাজে কর, তাহা হইলেই সুখী হইবে। "যে আমার আদেশ শুনিয়া উহা পালন করে, সে-ই আমাকে ভালবাসে এবং আমিও তাহাকে ভালবাসি, এবং তাহার জীবনে আমি প্রকাশিত হই।" ইহা ছাড়া, আমি আমার পরম পিতার ধামে তাহাকে আমাব সঙ্গে বসিবার অধিকার প্রদান করি।

প্রভু যীশু! তুমি যাহা বলিলে এবং অঙ্গীকার করিলে, তাহাই যেন হয়; এবং আমাকে এই বর দাও যেন আমি তোমার এই কৃপা লাভের অযোগ্য কোন রূপেই না হইয়া পড়ি। দুঃখ-কষ্ট সহ্য[২] করিবার উপায় তোমার কাছ হইতে জানিয়াছি, তুমি যে-দুঃখ-কষ্ট দিবে তাহা আমি সহ্য করিব— আমার মৃত্যু পর্যন্ত সহ্য করিব। যথার্থ ধার্মিক লোকের জীবন দুঃখময়ই হয়; তৎসত্ত্বেও সেই দুঃখ স্বর্গে গমনেরই পথ নির্দেশ করে। যেহেতু আমরা এখন সাধনা আরম্ভ করিয়াছি, সেই হেতু উহা হইতে পশ্চাৎ অপসারণ যেমন রীতিবিরুদ্ধ, তেমনই উহা ত্যাগ করাও অসঙ্গত।

৫। সুতরাং, বন্ধুগণ! আসুন, আমরা সাহসের সহিত অগ্রসর হই; প্রভু যীশু আমাদের সহায় হইবেন। যীশুর প্রীতির জন্য আমরা এই দুঃখ বরণ করিয়াছি। সুতরাং, তাঁহার জন্যই আমাদের অধ্যবসায়ের সহিত উহা বহন করা উচিত। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শক ও অগ্রদূত। সুতরাং তিনিই আমাদের সহায় হইবেন। দেখ, যিনি আমাদের নেতা, তিনি আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন; তিনিই আমাদের পক্ষে সংগ্রাম করিবেন। অতএব, বীরের ন্যায় আমাদের তাঁহার অনুসরণ করা উচিত। কেহই যেন ভীত না হই। আসুন, আমরা স্বেচ্ছায় সংগ্রামে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হই; দুঃখ দেখিয়া পলায়নের দ্বারা যেন আমাদের গৌরবের পথে কলঙ্ক না আসে।

## টিপ্পনী

১। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।

—শ্রীচৈতন্যদেবকৃতম্ শিক্ষাষ্টকম্—৩

[ তৃণ হইতেও অবনত এবং বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া এবং অপরকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া সর্বদা শ্রীহরির ভজন করা উচিত। ]

২। সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতিকারপূর্বকম।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।।

—বিবেকচূড়ামণি—২৪

[প্রতিকারের চেষ্টাশূন্য হইয়া এবং চিন্তা ও বিলাপরিত্যাগপূর্বক সকল প্রকাব দুঃখ সহ্যকরাকে তিতিক্ষা বলে।]

অন্তরস্থ ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য সাধক তিতিক্ষার অভ্যাস করিবেন— ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

---

# সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## বিপদ ও নৈরাশ্য

বৎস সুসময়ে যে আমার প্রতি ভক্তিমান্ থাকিয়া শান্তিতে বাস করে, তাহার অপেক্ষা দুঃসময়ে যে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বিনম্র জীবন যাপন করে, আমি তাহাকেই অধিক ভালবাসি। তোমার বিরুদ্ধে

সামান্য কিছু বলিলেই তুমি দুঃখিত হও কেন ? খুব বেশি বলিলেও তোমার বিচলিত হওয়া উচিত নয়। হউক না ঐরূপ ; যাহা ঘটিয়াছে তাহা প্রথমও নয়, বা নূতনও নয়। যদি তুমি দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাক, তবে উহা শেষও নয়। তোমার জীবনে বিরুদ্ধ কিছু না ঘটিলেই তুমি খুব সাহসী! তুমি আবার বেশ উপদেশও দিতে পার, এবং তোমার কথার দ্বারা অন্যকে বল প্রদানও করিতে পাব। কিন্তু যখনই কোন বিপদ হঠাৎ তোমার দ্বারে উপস্থিত হয়, তখনই তোমার উপদেশ ও শক্তি সব লোপ পায়!

তাহা হইলেই, তোমাব কত দুর্বলতা, তাহা লক্ষ্য কব, খুব সামান্য সামান্য ঘটনাতেই তুমি উহা বুঝিতে পাব। তৎসত্ত্বেও এইরূপ পরীক্ষাসকল যখন তোমার কাছে আসে, তখন উহারা তোমাব মঙ্গলের জন্যই আসে।

২। এই দুর্বলতা তোমার মন থেকে দূব কবিয়া দিতে সাধ্যমত চেষ্টা কর। যদি তোমার কাছে বিপদ আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তুমি যেন দমিয়া যাইও না, বা অধিককাল উদ্বিগ্ন থাকিও না। যদি ঐ অবস্থাতে আনন্দে থাকিতে না পার, তবে অন্ততঃ ধৈর্য্যের সহিত উহা সহ্য কর। তুমি ইহা শুনিতে অনিচ্ছুক হইলেও এবং অপমান বোধ করিলেও, নিজেকে সংযত কর এবং তোমার মুখ দিয়া যেন কোনরূপ এমন অসঙ্গত কথা প্রকাশ না পায়, যাহার দ্বারা আমার নবাগত ভক্তেরা বিরক্তি বোধ করিতে পারে।

এখন যে বিপদের ঝড় উঠিয়াছে, তাহা শীঘ্রই শান্ত হইবে এবং পুনরায় ঈশ্বরের কৃপা-বর্ষণে অন্তঃকরণের দুঃখ মধুর বলিয়া বোধ হইবে। প্রভু বলিয়াছেন— আমি এখনও আছি, ও তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, এবং যদি তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখিয়া ভক্তির সহিত আমাকে ডাক, তবে আমি তোমাকে তোমার আশাতীত শান্তি প্রদান করিব।

৩। আরও ধৈর্য্য অবলম্বন কর। অধিকতর সহ্য করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হও। তুমি প্রায়শই দুঃখে পতিত হইলেও, বা খুব সাংঘাতিকরূপে প্রলোভনের দ্বারা নিপীড়িত হইলেও, তুমি একেবারে নিঃস্ব নও। তুমি মানুষ, ঈশ্বর তো নও; রক্তমাংসের শরীর তোমার, তুমি দেবদূত তো নও। স্বর্গীয় দূত এবং স্বর্গলোকের আদি পুরুষেরই যদি পতন হয়, তবে তুমি কি করিয়া সর্ব্বদা পারমার্থিক একই অবস্থায় থাকিতে পারিবে? যিনি অনুতপ্ত লোকদিগকে বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং তাহাদের কলুষ দূর করেন, সেই তিনি-ই আমি। যাহারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে, তাহাদিগকে আমিই আমার দেবত্ব প্রদান করিয়া উন্নত করি।

৪। প্রভু! তোমার কথা জয়যুক্ত হউক। উহা আমার কাছে মধু অপেক্ষা মধুরতর বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি তুমি তোমার সুন্দর কথার দ্বারা আমাকে শান্তি প্রদান না কর; তবে এত বড় দুঃখ-কষ্ট ও যাতনায় আমি কি করিব? আমি যদি পরিণামে মুক্তি লাভ করি, তবে আমি কত বা কি দুঃখ ভোগ কবিয়াছি,— তাহাতে কি আসে যায়? আমার শেষ যাহাতে ভাল হয়, তাহারই বর দাও এবং এই জগৎ হইতে যাহাতে সুখে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহাই কর। হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! আমি যাহাতে তোমার ধামে পৌঁছাইতে পারি, তাহার জন্য আমার প্রতি যত্ন নিয়া যথার্থ পথে আমাকে পরিচালনা কর।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ উহক।

---

# অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়

## ঈশ্বরের লীলারহস্য

বৎস, উচ্চ তত্ত্ব সম্বন্ধে, অথবা কেন এই ব্যক্তি অবহেলিত হইল, কেন ঐ ব্যক্তি এমন বেশী কৃপা লাভ করিল, অথবা কেন এই লোক এত দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং অপরে ঐরূপ সুখে আছে প্রভৃতি ঈশ্বরের গূঢ় কার্য্য লইয়া বিতর্ক করিও না। এই সকল বিষয় মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বরের কার্য্য তর্ক বা বিবাদেব দ্বাবা বুঝা যায় না। সুতরাং, যখনই বিপু এই সংশয় সৃষ্টি করিবে, অথবা কোন কৌতূহলী লোক অনুরূপ প্রশ্ন করিবে, তখনই ঈশ্বরের দূতের মত তুমিও যেন উত্তরে বলিতে পার— "হে প্রভু ! তুমি ন্যায়পরায়ণ, তোমার বিচারে কোন মিথ্যা নাই; উহা যথার্থ। তোমার বিচাব ভক্তিভরে মানিয়া লইবার— উহা আলোচনার বিষয় নয়। কারণ, উহা মানুষের বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায় না।

২। এই বিষয়ে তোমার প্রতি আমার আরও উপদেশ— ধার্ম্মিক লোকদের যোগ্যতার বিষয় জানিতে চাহিও না, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কে বেশী পবিত্র, স্বর্গে কে কাহার অপেক্ষা বড় বলিয়া পরিগণিত হইবে ইত্যাদি বিষয় লইয়াও তর্ক করিও না। কারণ, এইরূপ ব্যাপারসকল প্রায়ই অনর্থক বিপদ ও বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া, উহাতে অহংকার এবং আত্মগরিমাও বৃদ্ধি পায়। যখন কোন একজন অহংকার প্রকাশপূর্ব্বক একজন সাধুকে বড় করিতে চেষ্টা করে এবং অপরে অন্য জনকে, তখনই শত্রুতা ও বাগ্‌যুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

৩। সাধুদের প্রতি ব্যক্তিগত ভিন্ন ভিন্ন অনুরাগবশতই এই সব হয় বটে, তবে এই অনুরাগ শুদ্ধ অনুরাগ নয়, উহা মানুষের

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যিনি সাধু সৃষ্টি করেন, তিনিই আমি। আমিই তাঁহাদিগকে কৃপা করি; আমার ইচ্ছাতেই তাঁহারা গৌরব লাভ করেন।[১] কাহার কি প্রয়োজন, আমি জানি। আমার কৃপার দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আড়াল কবিয়া রাখিয়াছি। জগৎসৃষ্টিরও পূর্ব্ব হইতে আমি আমার প্রিয় ভক্তগণকে জানি। আমিই বিশ্ববাসিগণের মধ্য হইতে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাঁহারা আমাকে অগ্রে জানিতে পারেন নাই। আমি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, কৃপায় তাঁহাদিগকে কাছে আকর্ষণ কবিয়াছি এবং নানাবিধ বিপদে ফেলিয়া নিরাপদে উত্তীর্ণ করাইয়াছি। তাঁহাদিগকে আমি পরমশান্তি প্রদান করিয়াছি, অধ্যবসায় দিয়াছি এবং তাঁহাদের ধৈর্য্যকে জয়যুক্ত করিয়াছি।

৪। আমার কাছে যে প্রথম আসে এবং যে শেষে আসে, আমি তাহাদের উভয়কেই সমান মর্য্যাদা দান করি; সকলকেই অপার প্রেমে বুকে গ্রহণ করি। আমার ভক্তদের ভিতর দিয়া আমারই যশোগান করা উচিত এবং নিজেদের কোন গুণ না থাকিলেও আমি পূর্ব্বেই যাঁহাদিগকে গৌরব আসনে বসাইয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকের ভিতর আমাকে পূজা করা উচিত।[২] আমি ক্ষুদ্র-বৃহৎ— সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছি।[৩] সুতরাং, যে আমার ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে, সে আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে অসম্মান করে। যে কেহ আমার ভক্তদের কাহাকেও অবজ্ঞা করে, সে আমাকে এবং স্বর্গলোকের অপর সকলকেও অবজ্ঞা করে।[৪] ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে তাঁহারা সকলে এক। তাঁহাদের চিন্তা এক, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা এক, এবং প্রেমের বন্ধনে তাঁহারা পরস্পরের প্রতি আবদ্ধ।[৫]

৫। কিন্তু, তাহা হইলেও তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে যেরূপ ভালবাসেন, বা গুণাবলীর জন্য একে অন্যকে যেরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, তদপেক্ষা বেশী ভালবাসেন আমাকে। কারণ, স্বার্থ এবং

আত্মসুখ না চাহিয়া তাঁহারা একমাত্র আমাকেই ভালবাসিবার জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন, এবং পূর্ণসিদ্ধি লাভের জন্য আমার উপরই নির্ভর করেন। কোন কিছুই তাঁহাদিগকে পশ্চাতে হটাইতে পাবে না, কিছুতেই তাঁহারা দমিয়া যান না। কারণ, শাশ্বত সত্য উপব্ধিব দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিয়া তাঁহারা অনির্ব্বাণ জ্ঞানাগ্নির দ্বারা প্রকাশিত হইতে থাকেন। সুতরাং, যাহারা আত্মসুখ ছাড়া আর কিছু ভালবাসিতে পারে না, সেই সকল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিষয়াসক্ত লোকেরা ঈশ্বরের ভক্তদের অবস্থাসকল লইয়া বিবাদ করে করুক। এই সকল লোক চিরন্তন সত্যকে অনুসরণ না করিয়া নিজেদের খেয়াল খুশিমতই গ্রহণ ও বর্জ্জন করিয়া থাকে।

৬। যাহাদের খুব সামান্যই পারমার্থিক জ্ঞান লাভ হইয়াছে, এবং যাহারা নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পারে না, তাহাদের অনেকেই অজ্ঞান। তাহারা স্বাভাবিক আসক্তি এবং মানবোচিত বন্ধুত্বের জন্যই একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং ঐহিক বিষয়ে তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতানুযায়ী স্বর্গীয় বস্তুর কল্পনা করিয়া থাকে। যে-কোনও বিষয় সম্বন্ধে পারমার্থিক অনুভূতিসম্পন্ন ও বিষয়াসক্ত লোকের ধারণার মধ্যে অতুলনীয় পার্থক্য দেখা দেয়।

৭। সুতরাং, বৎস! তোমার বুদ্ধির অগম্য[৬] বিষয়ে বৃথা কৌতূহলবশে হস্তক্ষেপ না করিয়া বরং তোমার ঈশ্বরের রাজত্বে নিম্নতম স্থান লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অপর অপেক্ষা অধিক পবিত্র অথবা স্বর্গরাজ্যে মহত্তম বলিয়া গণ্য কোনও লোক জ্ঞান লাভ করিয়া যদি আমার নিকট আরও অধিক বিনম্র না হইল এবং আমার নামের জয়-জয়কার অধিকভাবে না দিতে শিখিল, তবে সেই জ্ঞান তাহার কী কাজে আসিবে? যাহারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বা ক্ষুদ্রত্ব লইয়া তর্ক করে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা নিজেদের আধ্যাত্মিকতার স্বল্পতা, পাপাচরণের গুরুত্ব এবং সাধু-জীবনের চরম

উৎকর্ষ লাভ কবিতে বিলম্বের বিষয় লইয়া চিন্তা করে, তাহারাই ঈশ্ববেব দিকে বেশী অগ্রসর হয়।

৮। মানুষ যদি বৃথা তর্ক না করিয়া আত্মচিন্তায় মগ্ন থাকে, তবে সত্যই সে সুখী হইতে পারে। আত্মচিন্তাপরায়ণ লোকেরা নিজেদের গুণের জন্য গৌরব বোধ করেন না, এবং কোন কিছু ভাল নিজেদের বলিয়া দাবীও করেন না। বরং, সমস্তই আমাকে সমর্পণ করেন। কারণ, পরম প্রেমে আমিই তাঁহাদিগকে সব কিছু দান করিয়াছি। তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমে এবং আনন্দে এতটা ভরপূর থাকেন যে, কখনও তাঁহাদের জীবনে কোন প্রকার সম্মান বা সুখের অভাব থাকেও না, হয়ও না।

সাধুরা যতই অধিক ভক্তি লাভ করেন, ততই তাঁহারা অন্তরে অধিক বিনম্র হইয়া যান, এবং আমার নিকটতর ও প্রিয়তর হন। শাস্ত্রেও তুমি এইরূপ দেখিতে পাইবে। যেমন— "তাহারা ভগবান্ যীশুর সম্মুখে তাঁহাদের সম্মান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সনাতন তাঁহাকে আরাধনা করিতে লাগিল।"

৯। স্বর্গলোকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম স্থান লাভেরও অধিকারী নয়— এমন অনেক লোক আছে। এইরূপ লোকেরাই আবার তথায় কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ— এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া থাকে। যেখানে সকলেই শ্রেষ্ঠ, সেই স্বর্গলোকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়া থাকাও ভাল। কারণ, তাঁহারাই ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া চিহ্নিত হইবেন। "সেখানে ক্ষুদ্র হইয়াও সহস্র জনের সমকক্ষ হইবে। আবার যে পাপাচারী, সে শতবর্ষ জীবিত থাকিয়াও অভিশপ্ত জীবনের শাস্তি ভোগ করিবে।" কারণ, কে স্বর্গলোকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে?— এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শিষ্যগণ এইরূপ উত্তর শুনিয়াছিলেন—

"তোমাদের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া ছোট শিশুর জীবনের মত সরল ও পবিত্র[৭] না হইলে তোমরা স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকার পাইবে না। সুতরাং, যে নিজেকে ছোট শিশুর মত বিনম্র করিবে, সে-ই স্বর্গে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে।"

১০। সুতরাং, যাহারা স্বেচ্ছায় নিজদিগকে শিশুর মত বিনম্র করিতে অবহেলা করে, তাহাদের জীবনে দুঃখ। কারণ, স্বর্গলোকের সূক্ষ্ম দ্বার দিয়া তাহারা প্রবেশ করিতে পারিবে না।[৮] ইহলোকের ভোগপরায়ণ ধনবানেরাও দুঃখী। কারণ, যখন নিঃস্ব ত্যাগীরা স্বর্গলোকে প্রবেশ করিবেন, তখন তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া শোক করিবে। সুতরাং, তোমরা যাহারা নম্র,[৯] তাহারা আনন্দ কর ; যাহারা নিঃস্ব— ত্যাগী, তাহারা আনন্দে পূর্ণ হও। কারণ, তোমরা অন্ততঃ সত্যপথে[১০] চলিলেও স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারিবে।

## টিপ্পনী

১ যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

—দেবীসূক্তম্-৫

[আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করি ; কাহাকে ব্রহ্মা করি, কাহাকে ঋষি করি এবং কাহাকেও বা অতি প্রজ্ঞাশালী করি।]

২ "ভগবানই একরূপে ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পুরাণ, তন্ত্র এসব পূজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভক্ত হয়েছেন, ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা ; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৫।৪

৩ এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥

—গীতা ৭।৬

[সমস্ত প্রাণীই এই দ্বিবিধ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা জানিবে। আমিই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ এবং প্রলয়কর্ত্তা।]

৪ হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে যে জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন-মরণ॥
বিদ্য-কুল-তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়

৫ (ক) নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ॥

—নারদভক্তিসূত্রম্—৭২

[প্রেমময়ের অনন্যভক্তগণের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, কুল এবং কর্ম্মাদির ভেদ নাই।]

(খ) চাণ্ডালোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ।
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধিকঃ॥

—বৃহন্নারদীয়পুরাণম্ ১২।৩৯

[বিষ্ণুভক্তি থাকিলে রাগ-দ্বেষবিহীন চণ্ডালও মুনি এবং বিপ্রগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, এবং ব্রাহ্মণও যদি বিষ্ণুভক্তিহীন হয়, তবে সেও চণ্ডালের অধম হইয়া থাকে।]

(গ) (১) "ভক্ত একটি পৃথক জাতি। সকলেই এক জাতীয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।ক।৬

(২) "ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়— চণ্ডালের ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না! চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ৫।২।৪

(ঘ) নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচাব॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচবিতামৃত অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পবিচ্ছেদ

৬ (১) "তাঁকে ইন্দ্রিয়দ্বারা বা মনেব দ্বাবা জানা যায় না। যে মনে বিষয়বাসনা নাই, সেই শুদ্ধমনের দ্বাবা তাঁকে জানা যায়।"

—শ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ১।৯।২

(২) "ঈশ্বরকে কি জানা যায়? উপায় শরণাগতি।

"তাঁকে কে জানবে? আমি জানবাব চেষ্টাও কবি না! আমি কেবল মা বলে ডাকি! মা যা করেন। তাঁব ইচ্ছা হয় জানাবেন, না ইচ্ছা হয়, নাই বা জানাবেন। আমার বিড়াল-ছাঁর স্বভাব। বিড়ালছাঁ কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপব মা যেখানে রাখে— কখনও হেঁসেলে রাখছে, কখনও বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য্য, সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে জানে, আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে, আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, 'আমি মাকে বলে দেব! আমার মা আছে'!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৯।২

৭ (১) "বালকেব মত বিশ্বাস করলে— ঈশ্বরলাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে,— 'ও তোর দাদা হয়', অমনি জেনেছে, 'ও আমার দাদা'। একেবারে পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস! তা সে ছেলে হয় তো বামুনের ছেলে, দাদা হয়ত ছুতোর কামারের ছেলে। মা বলেছে, ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে জুজু। এই বালকের বিশ্বাস; গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচারবুদ্ধি করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আর সরল হওয়া; কপট হ'লে হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূর।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।ক।৪

(২) "সরল বিশ্বাস, বালকের বিশ্বাস না হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।৭।১

১৪৯

৮ (১) "ধর্ম্মের সূক্ষ্মা গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর সূতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৪।২

(২) "Strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it."

—St. Matthew Vii. 14

[শাশ্বত জীবনলাভের প্রবেশদ্বার এবং পথ— উভয়ই সঙ্কীর্ণ, খুব কম লোকই উহার সন্ধান পায়।]

(৩) ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

—কঠোপনিষৎ ১।৩।১৪

[মেধাবিগণ বলেন— ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগ যেমন দুর্গম, সেইরূপ উক্ত পথও (তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথ) দুর্গম।]

৯ (১) "Blessed are the poor in spirit: for their's is the kingdom of heaven".

—St. Matthew V. 3

[দীনস্বভাবের লোকেরাই ভাগ্যবান্, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।]

(২) "অহংকারে ঈশ্বরলাভ হয় না। অহংকার কিরূপ জান? যেন উঁচু ঢিপি, বৃষ্টির জল জমে না, গড়িয়ে যায়। নীচু জমিতে জল জমে, আর অঙ্কুর হয়; তারপর গাছ হয়; তারপর ফল হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৪।২

১০ (১) "সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ২।১৩।২

(২) সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ ॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ৩।১।৫

[যাঁহাকে চিত্তমলশূন্য যতিগণ উপলব্ধি করেন, সেই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য সম্যক্ আত্মদর্শন, ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে হয়।]

# উনষষ্টিতম অধ্যায়

## ঈশ্বরই একমাত্র আশা-ভরসার স্থল

প্রভু! এ জগতে আমার বিশ্বাসের পাত্র কে আছে? এই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা কি সুখ পাইতে পারি? হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! অনন্ত কৃপাময় একমাত্র তুমিই নও কি? তুমি ছাড়া, আমার জীবনে আর কোথায় সুখ আছে? তুমি যদি কাছে থাক, তবে কি কখনও আমার কোন প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে? তোমাকে ছাড়িয়া ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা আমি বরং তোমাকে লইয়া দরিদ্রই থাকিব। তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা তোমাকে লইয়া আমি বরং এই জগতে তীর্থ-যাত্রীর মত থাকিতে ভালবাসি। তুমি যেখানে থাক, সেই স্থানই স্বর্গ। যেখানে তুমি নাই, সেই স্থানে মৃত্যু ও নরক। তুমিই আমার সকল আশা-ভরসা। সুতরাং, তোমার নিকটই আমি দুঃখ করিব এবং আকুল হইয়া প্রার্থনা করিব।

অল্প কথায় বলিতে হয়, তুমি ছাড়া, হে নাথ! আমার ঈশ্বর! সম্পূর্ণবিশ্বাসযোগ্য ও প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে সক্ষম আর কেহ নাই। তুমিই আমার আশা, তুমিই আমার ভরসা। তুমি আমার শান্তিদাতা এবং সর্ব্ববিষয়েই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসের পাত্র।

২। সকল লোকই যার যার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়ায়। একমাত্র তুমিই আমার মোক্ষ এবং কল্যাণের বিষয় চিন্তা করিয়া সকল বিষয়কেই আমার হিতার্থে মোড় ঘুরাইয়া দিয়া থাক। তুমি তোমার প্রিয়জনকে সহস্রবার পরীক্ষা করিয়া থাক। সুতরাং, তুমি আমাকে নানা প্রকার প্রলোভন ও বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেও ঐ সকল আমার কল্যাণের জন্যই করিয়া থাক। তুমি আমাকে স্বর্গীয় সুখ-শান্তিতে পূর্ণ করিয়া না রাখিলেও সর্ব্ব প্রকার প্রলোভনের

পরীক্ষাকালে নিষ্ঠাসহকারে তোমার প্রতি ভক্তিমান থাকিয়া তোমাকে স্তব করা আমার উচিত।

৩। নাথ! আমার ঈশ্বর! তুমিই আমার সমগ্র আশা ও আশ্রয় স্থল। আমার সকল দুঃখ ও বেদনা তোমাকেই নিবেদন করিব। কারণ, তুমি ছাড়া, আমি যাহা কিছু দেখি, তাহার সবই শক্তিহীন ও অনিত্য। তুমি নিজে আমাকে সাহায্য না করিলে, শক্তি, শান্তি এবং উপদেশ দিয়া রক্ষা না করিলে বহু বন্ধু আমার কোন উপকারে আসিবে না, শক্তিসম্পন্ন সাহায্যকারীও সহায়তা করিতে পারিবে না, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা যথার্থ পরামর্শ দিতে অক্ষম হইবে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তকপাঠেও শান্তি পাইব না, কোন মূল্যবান বিষয় আমাকে মোক্ষ দিতে পারিবে না, এবং অতি নির্জ্জন ও মনোরম কোন স্থানই আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে না।

৪। শান্তি এবং আনন্দলাভের পথে যাহা কিছু আছে, তোমাকে বাদ দিয়া তাহার সবই নিরর্থক, এবং বাস্তবিক পক্ষে আনন্দ দান করিতে উহারা অক্ষমই হইয়া থাকে। সুতরাং, যাহা কিছু সৎ, তাহারই মূল তুমি। জীবনের পরাকাষ্ঠা তুমি এবং সকল বিষয়েরই যাহা কিছু গূঢ়, তাহা তুমি।[১] অতএব, সকল কিছুরই ঊর্দ্ধে একমাত্র তোমাতে আশা স্থাপন করাই তোমার সেবকদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শান্তিপ্রদ। সেই কারণে, আমি তোমারই শরণ[২] নিলাম। হে আমার ঈশ্বর! করুণার অধীশ্বর! আমি তোমাতেই আমার আস্থা স্থাপন করিতেছি। আমার হৃদয় যাহাতে তোমার পবিত্র আলয় হয়— তোমার শাশ্বত মহিমার পীঠস্থান যাহাতে হয়, তাহার জন্য তোমার স্বর্গীয় আশিস্ বর্ষণে উহাকে শুদ্ধ কর, এবং এমন কর, যাহাতে এই হৃদয়-মন্দিরে তোমার অপ্রীতিকর কিছু না থাকে। তোমার মহিমার গুণে, পরমকরুণায় তোমার কাছ হইতে দূরে মৃত্যুর দেশে নির্বাসিত তোমার এই দীন সেবককে কৃপা করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ কর। এই পাপময়

জীবনে বহু রকম বিপদের মধ্য হইতে তোমার এই অধম সেবককে রক্ষা করিয়া পালন কর, এবং কৃপা করিয়া শান্তির পথে— শাশ্বত জ্যোতির দেশে তাহাকে পরিচালিত কর।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## টিপ্পনী

১ (ক) ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্তৃ
ত্বমেকং পরং নিষ্কলং নির্বিবকল্পম্॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মস্তোত্রম্-২

[একমাত্র তুমিই আশ্রয়স্থল, একমাত্র তুমিই ববেণ্য, একমাত্র তুমিই জগৎকারণ এবং বিশ্বরূপ, একমাত্র তুমিই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক, তুমিই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিষ্কল এবং নির্ব্বিকল্প।]

(খ) (১) ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১।৫

(২) হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৭

[হে দেবি, আপনি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবীশক্তি (বিষ্ণুর জগৎপালিনীশক্তি)। আপনি বিশ্বের আদি কারণ মহামায়া। আপনি সমস্ত জগৎকে মোহগ্রস্ত করিয়াছেন। আবার আপনিই প্রসন্না হইলে ইহলোকে শরণাগত ভক্তকে মুক্তি দান করেন।] (১)

[আপনি সমগ্র জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী হইলেও রাগ-দ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না: আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশসম্ভূত। কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি ষড়্‌বিকারহিতা পরমা আদ্যা প্রকৃতি।] (২)

(গ) ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

—গীতা ১১।৩৮

[হে অনন্তরূপ! তুমিই চিরন্তন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান। তুমিই জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয়, তুমিই পরম ধাম এবং তুমিই এই বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছ।]

২ (ক) তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরেণ্যং ব্রজামঃ॥

—মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মস্তোত্রম্-৫

[সেই অদ্বিতীয়কে স্মরণ করি, সেই অদ্বিতীয়কে ভজনা করি, সেই অদ্বিতীয় জগৎসাক্ষিস্বরূপকে নমস্কার করি; সৎস্বরূপ,

অদ্বিতীয়, নিখিল বস্তুর আশ্রয়, নিরালম্ব, পরমেশ্বর, ভবসাগরের তরণী ও আশ্রয়স্বরূপের আশ্রয় গ্রহণ করি।]

(খ) নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিরাবৃতানাং,
ত্বমসি শবণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ ॥

—শ্রীদুর্গাস্তববাজঃ-৯

[রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগেব এবং দস্যুপরিবৃত ব্যক্তিদিগের তুমিই একমাত্র শরণ। হে দেবি, হে দুর্গে, তুমি প্রসন্না হও।]

(গ) যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥

—গীতা ২।৭

[আমি তোমার শিষ্য ও শরণাগত, যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহা আমাকে শিক্ষা দাও।]

---

# চতুর্থ পর্ব

## মহাভিষেকের বিষয়সমূহ

---

### যীশুর শেষ ভোজ

প্রভু যীশুব বাণীঃ—

প্রভু বলিয়াছেন— "তোমবা যাহাবা কর্ম্ম কবিযা কর্ম্মেব ফলে ভাবাক্রান্ত, তাহাবা আমাব কাছে এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান কবিব।"

—মথি-১১।২৮

"জগতের লোককে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি আমাব নিজেব দেহেব মাংস তোমাদিগকে খাদ্যরূপে দান কবিব।"[১]

—যোহন-৬।৫১

"গ্রহণ কর এবং আহাব কব। আমি যাহা তোমাদিগকে দিয়াছি, তাহা আমার নিজেব দেহ। আমাকে স্মবণ করিবার জন্যই এইরূপ করিলাম।"

—মথি-২৬।২৬

"যে আমার দেহের মাংস ভক্ষণ করিবে, আমার রক্ত পান করিবে, সে আমাতেই বাস করিবে, এবং আমিও তাহাতে বাস করিব।"[২]

—১ করিন্থীয়-১১।২৪

"তোমাদেব উদ্দেশ্যে আমি যে-সকল কথা বলিলাম, তাহাই শক্তি ও জীবন।"

—যোহন- ৬।৫৬, ৬৩

## টিপ্পনী

১ জগতেব লোকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য আমি আমার নিজের উৎসর্গীকৃত আদর্শজীবন তোমাদের জীবন গঠন কবিবাব জন্য দান কবিব— ইহাই এই বাণীর তাৎপর্য্য।

২ যাহাবা আমাব জীবনেব শিক্ষা গ্রহণ কবত নিজ নিজ জীবন গঠন কবিবে, তাহাবা আমাতে বাস কবিবে, এবং আমিও তাহাদেব মধ্যে বাস কবিব— ইহা এই বাণীর মর্ম্মকথা।

---

# প্রথম অধ্যায়

## যীশুকে আহ্বানের বিধি

শিষ্যের উক্তি :—

হে সনাতন সত্যস্বরূপ প্রভু যীশু! একসঙ্গে সব উচ্চারিত না হইলেও, বা একই স্থানে লিখিত না হইলেও এই সবই তোমার বাণী। যেহেতু এই সবই তোমার এবং সবই যথার্থ, সেইহেতু এই সকল সাগ্রহে এবং কৃতজ্ঞচিত্তে আমার গ্রহণ করি উচিত। ঐ সকল বাণী তোমার এবং তুমিই উচ্চারণ করিয়াছ। যেহেতু আমারই মুক্তির জন্য তুমি উহা বলিয়াছ, সেইহেতু ঐ সব আমারও। এই বাণীসমূহ

যাহাতে আমার অন্তঃকরণে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়, তজ্জন্য আমি আনন্দের সহিত সেইসব তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই সকল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মধুব ও প্রেমপূর্ণ বাণী আমাকে উদ্দীপিত করে ; কিন্তু আমার নিজের দোষে আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি, এবং মহান্ গূঢ়তত্ত্বসমূহ উপলব্ধির পথ হইতে আমার অশুদ্ধ মনের বিষয়াসক্তির কারণে পশ্চাতে হটিয়া যাই। তোমার বাণীর মাধুর্য্যে আমি উৎসাহিত হইলেও আমার বহুরকম দুষ্কৃতির ভারে নীচের দিকে নামিয়া যাই।

২। যাহারা তোমার সাহচর্য্য কামনা করে, তাহাদিগকে তুমি অপরের অজ্ঞাতে তোমার কাছে যাইবার জন্য আদেশ করিয়াছ, এবং যাহারা শাশ্বতজীবন ও গৌরব কামনা করে, তাহাদিগকে তুমি অমরত্বলাভের আহার্য্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছ। তুমি বলিয়াছ— "তোমরা যাহারা কর্ম্মের ভারে ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করিব।" পাপাচরণকারীর কর্ণে এই বাণী কী মধুর ও প্রেমপূর্ণ। হে প্রভু! তুমি দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদিগকে তোমার পবিত্র দেহ ও রক্তের ভোজে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ! কিন্তু প্রভু! আমি এমন কে যে তোমার নিকট অগ্রসর হইবার কথা কল্পনা করিতে পারি। কী আশ্চর্য্য! স্বর্গলোকেরও স্বর্গলোক— মহান্-স্বর্গলোক যাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, সেই তুমি কিনা বলিতেছ— "এস আমার কাছে!"

৩। অধম জনের প্রতি তোমার এমন অনুকম্পা প্রদর্শন ও এমন প্রেমপূর্ণ আহ্বানের কী অর্থ? আমার মধ্যে তো কোন গুণ নাই; তাহা হইলে আমি কেমন করিয়া তোমার কাছে আসিতে সাহস করিব,— তোমার নিকটে আসিবার কল্পনা আমার কী করিয়া সম্ভব হইতে পারে? পরম সৌম্যমূর্ত্তি তোমার কাছে যে-আমি এত অপরাধ করিয়াছি, সেই-আমি তোমাকে আমার গৃহে কেমন করিয়া

আনিব! দেবদূতগণের প্রধান-অপ্রধান সকলেই যাঁহার ভয়ে ভীত, যথার্থ সাধু পুরুষেরা যাঁহাকে ভয় করেন, সেই তুমি কহিতেছ—"তোমরা সকলে এস আমার কাছে।" হে প্রভু! তুমি যদি এইরূপ না বলিতে, তবে কে ইহা সত্য বলিয়া বুঝিত? তুমি যদি আহ্বান না করিতে, কে তোমার কাছে যাইতে সাহস করিত? দেখ, মাত্র কয়েকজনকে লইয়া আত্মরক্ষার জন্য একটি জাহাজ প্রস্তুত করিতে সেই সত্যনিষ্ঠ নোয়ার যেখানে শতবর্ষ সময় লাগিয়াছিল, সেখানে আমি কেমন করিয়া বিশ্ব-স্রষ্টাকে সসম্মানে আহ্বান করিবার জন্য মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করিতে পারি?

৪। তোমার শ্রেষ্ঠ সেবক ও বিশেষ বন্ধু মুসা অক্ষয় কাষ্ঠদ্বারা একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে সোনা দিয়া মুড়িয়া তাহাতে নীতি-শাস্ত্র খোদিত করাইয়াছিলেন, আর আমার মত একজন অনধিকারী অপবিত্র জীব শাস্ত্রের রচয়িতা ও জীবনদাতাকে বরণ করিতে কিরূপে সাহস করিতে পারে? ইহুদী রাজাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান্ সেই সলোমন তোমার মহিমা প্রচারের জন্য যে বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। তিনি সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব আট দিবস ধরিয়া করিয়াছিলেন; সহস্র শান্তি-ডালা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং খুব আনন্দ সহকারে রণভেরীর বাদ্যসহ ধর্ম্মসংরক্ষণ-অঙ্গীকারপত্রের আধারটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র ভক্তিভরে অতিবাহিত করা যাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী ও দরিদ্র সেই আমি কেমন করিয়া আমার গৃহে তোমাকে আনয়ন করিব? আমি যদি অর্দ্ধঘণ্টার মত সময়ও সার্থকভাবে বিধিপূর্ব্বক কাটাইতে পারিতাম!

৫। আমার ঈশ্বর! তাঁহারা কত অনুরাগের সহিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তোমাকে খুশি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন! হায়! আর আমি

যাহা করি, তাহা কত স্বল্প! তোমাব দর্শনলাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতে যে সময় ব্যয় কবি, তাহা কত কম! সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ হইতে আমি খুব কমই পারি। সকল রকম চঞ্চলতার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারি না বলিলেও চলে। কিন্তু, তাহা হইলেও তোমার প্রেরণাপ্রদ দেবত্বেব সম্মুখে কোন প্রকার অসঙ্গত চিন্তা বা অপর কাহারও ভাবনা বলপূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কারণ, দেবদুতগণের যিনি রাজা, তাঁহাকেই আমার অতিথিরূপে বরণ করিতে উদ্গ্রীব হইয়াছি।

৬। যাহা হউক, ধর্ম্মসংরক্ষণ-অঙ্গীকাব-পত্রসহ উহার আধার ও অনিবর্বচনীয় গুণময় তোমার পবিত্রতম দেহের মধ্যে বিশাল প্রভেদ। ইহা ছাড়া, অনাগত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের আনুষ্ঠানিক ত্যাগ এবং যেখানে অতীতের সকল ত্যাগ পূর্ণতালাভ করিয়াছে, তোমার সেই যথার্থ দেহবিসর্জ্জনরূপ ত্যাগের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং, আরাধ্য তোমার সান্নিধ্যলাভের জন্য কেন আমি অধিক আগ্রহের সহিত যত্ন করিতেছি না? যেখানে উর্দ্ধতন ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, এবং এমন কি সকল রাজা, রাজপুত্র এবং তাঁহাদের প্রজারা পর্য্যন্ত তোমার ত্যাগের প্রতি এত রাগভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেখানে আমি তোমার পারমার্থিক বিষয়সমূহ লাভের জন্য কেন আরও অধিক আগ্রহের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিতেছি না?

৭। অতীতে ভক্তিমান রাজা ডেভিড তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি তোমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে প্রাণ ভরিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন রকমের যন্ত্র প্রস্তুত ও স্তবাদি প্রকাশিত হইয়া মহানন্দে গীত হইত। ঈশ্বরকৃপার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি নিজে প্রায়ই বীণা বাজাইতেন। তাঁহারই চেষ্টায় ইহুদীরা সর্ব্বান্তঃকরণে সুললিত কণ্ঠে প্রত্যহ ভগবানের

স্তব-গান করিবার শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। তৎকালেই যদি এত ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মশাস্ত্রের আধারের সম্মুখে স্তুতি করিয়া উৎসব করা হইত, তবে প্রভুর দেহ ও রক্তস্বরূপ তৎপ্রদর্শিত নীতি প্রয়োগের কালে বর্ত্তমানে আমার এবং সকল খ্রীষ্টধর্ম্মীয়দের কত শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব অবলম্বন করা উচিত!

৮। পরলোকগত সাধুগণের স্মৃতিমন্দির দর্শনার্থ যাঁহারা বিভিন্নস্থানে গমন করেন, তাঁহারা সেই সাধুদের কার্য্যাবলীর কথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যান, তাঁহাদের বিশালকায় মন্দির-গৃহ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দর্শন করেন, এবং তাঁহাদের স্মৃতিবিজড়িত যে-কোন কিছু দর্শন করিয়া ভাবাবেগে বিচলিত হইয়া পড়েন। কিন্তু, সিদ্ধের সিদ্ধ, মানবের স্রষ্টা, এবং দেবদুতগণেরও প্রভু হে আমার ঈশ্বর! তুমি এখানে তোমার বেদীর উপর আমার কাছেই আছ। প্রায়ই দেখা যায়— এই সকল স্মৃতিমন্দির দর্শন করিয়া কৌতূহলবশে এবং দৃশ্যের অভিনবত্বে তীর্থযাত্রীরা মুগ্ধ হইয়া যান মাত্র,— তাঁহাদের চরিত্রের সংশোধন অতি সামান্যই দেখা যায়। বিশেষ করিয়া যখন তাঁহারা অন্তরে যথার্থ অনুতপ্ত না হইয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক চপলতার বশে একস্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, তখনই এইরূপ হয়।

কিন্তু এইস্থানে— এই গীর্জ্জায় প্রার্থনাবেদীর ভাবগম্ভীর পরিবেশে হে আমার ঈশ্বর! প্রভু যীশু! তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। এইখানেই যথার্থ ভক্তিমান সাধকেরা শাশ্বত মুক্তি বরাবর লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের ঈশ্বরে আস্থা আছে, যাঁহারা ভক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী ও যথার্থ ঈশ্বরানুরাগী, তাঁহারা এইখানেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। চপল, কৌতূহলাক্রান্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ যাহারা, তাহারা আকৃষ্ট হয় না।

৯। জগতের অদৃশ্য স্রষ্টা হে ঈশ্বর! কত আশ্চর্যজনক তোমার ব্যবহার আমাদের সঙ্গে! মুক্তি দিবার জন্য তুমি যাহাকে নির্ব্বাচিত

কর, এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে তোমাকে বুঝিবার জন্য কেমন পরমকরুণাভরে ও মধুরভাবে সকল বিষয় তাহার কাছে তুমি প্রকাশ করিয়া থাক।

ইহা সত্যই সকল প্রকার বিচারবুদ্ধির অগম্য। ইহার দ্বারা ভক্তেরাই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন, এবং ইহা তাঁহাদেরই অনুরাগকে উদ্দীপিত করে। যে-সকল সাধক সমগ্র জীবন ধরিয়া আত্মসংশোধনের ব্রত গ্রহণ করেন, সেই সকল যথার্থ শ্রদ্ধাবান ভক্তেরা প্রায়ই এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রার্থনাবেদীর মূলে বসিয়া অধিক ভক্তি লাভ করেন। ইহা ছাড়া, এখানে আসিলে ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

১০। প্রার্থনাবেদীর সম্মুখে এই গূঢ় ঈশ্বরীয় ভাব কী চমৎকার! যীশুর যথার্থ ভক্তেরাই একমাত্র ইহা বুঝিতে পারেন। অবিশ্বাসী এবং পাপীরা ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অনুষ্ঠানে ঈশ্বরকৃপায় আধ্যাত্মিকতা লাভ হয়; হৃত সদ্গুণসকল পুনরায় অর্জ্জিত হয়, এবং পাপাচরণদ্বারা নষ্ট সৌন্দর্য্য আবার ফিরিয়া আসে। সময় সময় এই কৃপা এত অধিক লাভ হয় যে, উহার ফলে ভক্তিতে ভরপুর হইয়া সাধক শুধু মানসিক শক্তিই লাভ করেন না, তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইলে তাহাতেও প্রচুর বল অনুভব করিয়া থাকেন।

১১। মুমুক্ষুদের প্রতিটি আশা ও আকাঙ্ক্ষিত বস্তু যে-যীশুর করুণার উপর নির্ভর করে, সেই যীশুকে অধিকতর অনুরাগের সহিত লাভের পথে আমাদের উদাসীনতা ও অবহেলা সত্যই দুঃখের বিষয়। কারণ, তিনি নিজে আমাদের পবিত্রতা সম্পাদক এবং উদ্ধার-কর্ত্তা; এবং তীর্থযাত্রীদের শান্তিদাতা। সাধুদের শাশ্বতমুক্তিও তিনি। যে-সকল হিতকর নিগূঢ় তত্ত্ব স্বর্গলোকে আনন্দ দান করে, এবং যেই তত্ত্বের উপর এই বিশ্বসৃষ্টি চলিতেছে, সেইসব তত্ত্বে খুব অল্প সংখ্যক লোক মনোযোগ দেয়— ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

অনির্ব্বচনীয় এইরূপ স্বর্গীয বস্তু লাভের জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া যাহারা প্রাত্যহিক কর্ম্মের ভিতর দিয়া উহার প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন কবে, তাহাদের অন্তঃকরণের জড়তা ও রূঢ়তার জন্য দুঃখ হয়।

১২। গীর্জ্জায় বেদীব সম্মুখে এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান যদি কেবলমাত্র একই স্থানে অনুষ্ঠিত হইত এবং উহা পৃথিবীতে একজন মাত্র আচার্য্যের দ্বারা উৎসর্গ করা হইত, তাহা হইলে লোকে কত বড় আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেখানে গমন করিত, এবং এই সকল দৈব গূঢ়তত্ত্বের অনুষ্ঠান-উৎসব দর্শন করিবার জন্য কত লোক এই পুরোহিতের নিকট আসিত— তাহা কি তুমি চিন্তা করিয়াছ? কিন্তু, বর্ত্তমানকালে অনেক আচার্য্য; এবং অনেক স্থানেই যীশুব আরাধনা হয়; এবং যাহাতে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা ও প্রেম আরও অধিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য এই পবিত্র উৎসবও পৃথিবীতে অধিকতর ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সনাতন ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হে দয়াময় প্রভু যীশু! তোমাকে ধন্যবাদ। দরিদ্র ও নির্ব্বাসিত আমাদের প্রতি করুণায় তুমি তোমার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়া আমাদিগকে শান্তি দান করিয়াছ, এবং তোমার নিজমুখে "তোমরা যাহারা কর্মের ফলে খুব ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার কাছে এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করিব"[১]— এই বলিয়া গূঢ়তত্ত্ব সকল গ্রহণ করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ।

## টিপ্পনী

১ সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি শুচঃ ॥

—গীতা ১৮।৬৬

[সকলপ্রকার ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ পূর্বক গর্ভ, জন্ম, জরা ও মৃত্যু বর্জিত পরমেশ্বর রূপ একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা

হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু নাই, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে সদা স্মরণ কর। তুমি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত ও স্মরণশীল হইলে তোমার নিকট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করিয়া সকল ধর্মাধর্মরূপ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব, অতএব শোক করিওনা।]

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম

শিষ্যেব উক্তি :—

নাথ ! তোমার করুণা ও কৃপার উপর বিশ্বাস পূর্ব্বক নিঃস্ব আমি চিকিৎসকের নিকট রোগীর ন্যায়, জীবনদাতার কাছে ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্তের মত, মহান্ রাজার নিকট হতভাগ্য দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায়, প্রভুর নিকট ভৃত্যের মত এবং স্রষ্টার নিকট জীবের ন্যায় আমার শান্তিদাতা করুণাময় তোমার কাছে আমি উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু, কী হেতু তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার কাছে আসিবে ? আমি এমন কে যে, তুমি নিজে আমার কাছে ধর্রা দিবে ? একজন পাপী কি করিয়া তোমার সম্মুখে আসিতে সাহস করিতে পারে ? এবং একজন পাপীর কাছেই বা তুমি কেমন প্রসন্ন হইয়া আগমন করিবে ? তুমি তোমার সেবককে জান, এবং যে গুণ থাকিলে সে তোমার কৃপালাভ করিতে পারে, তাহা যে তাহার নাই, তাহা তুমি ভালভাবেই জান।

সুতরাং, আমার নীচতার কথা স্বীকারপূর্ব্বক আমি আমার প্রতি তোমার করুণার কথা স্মরণ করিয়া আমি তোমার গুণকীর্তন করি এবং আমার প্রতি তোমার এই কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

কারণ, আমার কোন গুণের জন্য নয়, তুমি তোমার নিজগুণেই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাক। আমি যাহাতে তোমার সদাশয়তা আরও ভালরূপে বুঝিতে পারি তজ্জন্য তোমার স্নেহ আমার প্রতি আরও অধিক বর্ধিত হয় এবং তোমার অনুগ্রহ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং, যেহেতু ইহাতেই তোমার আনন্দ এবং তোমার ইচ্ছাতেই এইরূপ হয়, সেইহেতু আমার প্রতি এই প্রসন্নতাও আমার কাছে খুব আনন্দদায়ক; এবং দেখ— এই ক্ষেত্রে আমার পাপ কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না।

২। হে প্রিয়তম পরম করুণাময় প্রভু যীশু! তোমার যে-জীবনের মূল্য নিরূপণ করা অনিত্য মানুষের সাধ্যাতীত, সে-জীবন লাভ করিবার জন্য অনন্ত কাল ধরিয়া তোমার স্তুতি করিয়া তোমাকে কত শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত! হে প্রভু! তোমার প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার শক্তি আমার নাই, অথচ তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক আহ্বান না করিয়াও থাকিতে পারি না। এই অবস্থায় এই উৎসবে তোমার কাছে যাওয়ার আমি কি করিব? তোমার কাছে একান্তভাবে আমার দীনতা স্বীকার এবং তোমার অনন্ত করুণার মহিমাকীর্ত্তন করা ছাড়া অধিকতর ভাল ও কল্যাজনক আর কি চিন্তা করিতে পারি? হে ঈশ্বর! আমি তোমার স্তুতি করিতেছি, এবং পরেও চিরকাল তোমার গুণগান করিব। আমার নীচতায় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করিতেছি।

৩। দেখ, তুমি শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ পরমশুদ্ধ। আর আমি পাপীদের মধ্যে হীনতম! আরও দেখ, তোমার দিকে চাহিবার অধিকারও আমার নাই। তথাপি তুমি কৃপা করিয়া আগমন করিয়াছ। তুমি আমার কাছে,— আমার সঙ্গে থাকিবে এবং তোমার ভোজ-উৎসবে আমাকে নিমন্ত্রণ করিবে— ইহাই আমর বাসনা। দেবদূতগণের ভোগ্য স্বর্গীয় খাদ্য আমাকে প্রদান করিতে তোমার

আগ্রহ। এই খাদ্য বাস্তবিক পক্ষে সাক্ষাৎ তুমি ছাড়া আর কিছু নয়। জগতের হিতের[১] জন্য তুমি স্বর্গলোক হইতে আগমন করিয়া থাক।

৪। আহা! এই প্রেমের উৎস কোথায়? কী তোমার উজ্জ্বল করুণামাখা প্রসন্ন-দৃষ্টি! এই সকলেব জন্য কত শত ধন্যবাদ ও সাধুবাদ তোমার পাওয়া উচিত! সময়ে তোমার পরামর্শ কত হিতকারী— কত মূল্যবান! তুমি যখন নিজেগে আমাদের তৃপ্তির জন্য সমর্পণ কর, তখন এই উৎসব-অনুষ্ঠান কত সুন্দর— কত আনন্দদায়ক হয়! হে প্রভু! তোমার এই কর্ম্মপদ্ধতি কত প্রশংসনীয়, তোমার শক্তি কত প্রচণ্ড, এবং কী অনির্ব্বচনীয় তোমার তত্ত্ব! কারণ, তুমি বাণী উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তোমার ইচ্ছা[২] অনুসারেই ইহা হইয়াছে।

৫। হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! তুমিই বিশ্বেশ্বর, তুমিই অবতার। তুমিই একমাত্র স্তুতির পাত্র। তুমি মনুষ্যবুদ্ধির[৩] অগোচর। তুমি যে-খাদ্য ও পানীয়ের ভিতর দিয়া নিজেকে আমাদের কাছে সমর্পণ করিয়াছ, তাহাতেই আমাদের অক্ষয় প্রাণশক্তি আসিবে। তুমি বিশ্বের অধীশ্বর, তুমি অদ্বিতীয়।[৪] এই উৎসব-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মধ্যে বাস করিয়া থাক। তুমি আমার শরীর-মনকে এমনভাবে কলুষমুক্ত করিয়া রাখ যেন, আমি শুদ্ধ ও আনন্দিত মনে মাঝে মাঝে এইরূপ উৎসব করিয়া শাশ্বত জীবন লাভ করতঃ তোমার নিজের মহিমা ও অক্ষয়-স্মৃতি প্রকাশক গূঢ় তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিতে পারি।

৬। হে আমার মন, এই মর্ত্তলোকে তুমি যে অমূল্য শান্তি লাভ করিলে— এইরূপ মহান্ বস্তু লাভ করিলে, তাহার জন্য আনন্দ করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। কারণ, যতবার তুমি এই তত্ত্বকে চিন্তা করিয়া যীশুর জীবন-আদর্শ অনুসরণ কর, ততবারই তুমি

মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার আনন্দের অংশ লাভ করিয়া থাক। যীশুর প্রতি প্রেম কখনও নষ্ট হয় না, এবং তাঁহার মহিমা কীর্ত্তনেরও কদাপি অন্ত নাই। সুতরাং, অনবরত তোমর মনকে নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত করিয়া নিজেকে সাধনে প্রবৃত্ত করতঃ মুক্তিলাভের মহান্ ও গূঢ় তত্ত্বসমূহের প্রতি মনোযোগের সহিত গুরুত্ব প্রদান করা তোমার উচিত।

তুমি যখন কোনদিন প্রার্থনা-উৎসব অথবা এই সকল ধর্ম্মীয় নাটকে অংশ গ্রহণ করিবে, তখন ঐ সব অনুষ্ঠান মহত্ত্বে, নূতনত্বে ও আনন্দ-প্রদানে এমন অভিনব হওয়া উচিত— যেন তোমার মনে হয়— সত্য-সত্যই ঐ দিনে যীশু অবতরণ পূর্ব্বক পবিত্র কুমারীর গর্ভে মনুষ্যজীবন গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা মানবজাতির কল্যাণের জন্য যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন।

## টিপ্পনী

১ পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
—গীতা ৪।৮

[সাধুগণের রক্ষণার্থ, দুষ্কর্ম্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।]

২ "In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the Waters. And God said, Let there be light: and there was light." etc.
Genesis 1,14

[আদিতে ঈশ্বর দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীর তখন কোন আকার ছিল না, উহা শূন্য ছিল এবং অতল সমুদ্রের উপর সর্ব্বত্র অন্ধকার ছিল, এবং ঈশ্বরের শক্তি বারি-সমুদ্রের উপর সঞ্চরণ করিত। ঈশ্বর কহিলেন— আলো হউক; অমনি আলো হইল, ইত্যাদি।]

"And God said, Let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast of the earth after his kind; and it was so."

Genesis 1,24

[পরে ঈশ্বর কহিলেন, পৃথিবী নানা জাতির প্রাণী, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু সৃষ্টি করুক, এবং তাহাতে সেইরূপ হইল।]

(২) আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
তত স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসী তমোনুদঃ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥

—মনুসংহিতা ১।৫-৮

[এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক সময়ে গাঢ় তমসাবৃত ছিল; সেই সময়ের অবস্থা প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নহে; কোন লক্ষণদ্বারা অনুমান করা যায় না; তখন উহা তর্ক ও জ্ঞানের অতীতরূপে সর্ব্বপ্রকারে যেন প্রগাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল। অনন্তর স্বয়ম্ভু অব্যক্ত ভগবান

মহাভূতাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া এই সমগ্র জগৎকে ক্রমে ক্রমে প্রকটিত করিয়া প্রকৃতি প্রেবকরূপে তমোভূত অবস্থার বিনাশক হইয়া প্রকাশিত হলেন। যিনি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, সূক্ষ্মতম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, সেই অচিন্ত্য পুরুষ (পরমাত্মা) স্বয়ংই প্রথমে শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সেই পরমাত্মা স্বীয় দেহ হইতে নর, তির্য্যগাদি বহুবিধ প্রজাসৃষ্টির অভিলাষ করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে উৎপাদক বীজ অর্পণ করিলেন।]

(৩) তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তস্মাদ্ যত্র ক্ব চ শোচতি স্বেদতে বা পুরুষস্তেজস এব তদধ্যাপো জায়ন্তে॥

—ছান্দোগ্যপনিষৎ ৬।২।৩

সৃষ্টি প্রক্রিয়া :—

[সেই পূর্ব্বোক্ত সৎ ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন (আলোচনা) করিলেন— আমি বুহু হইব— জন্মিব। (অতঃপর) তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন; সেই তেজ আবার ঈক্ষণ করিলেন— আমি বহু হইব— জন্মিব; (অনন্তর) সেই তেজই জল সৃষ্টি করিল। সেই হেতুই পুরুষ (প্রাণী) যে কোনও স্থানে শোক করে বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, সেইখানেই তেজ (শারীর উষ্মা) হইতে অধিক পরিমাণে জল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।]

(৪) নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুস্তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি।

সোঽর্চ্চন্নচরৎ তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্তার্চ্চতে বৈ মে কমভূদিতি তদেবার্কস্যার্কত্বং কং হ বা অস্মৈ ভবতি, য এবমেতদর্কস্যার্কত্বং বেদ॥

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ—১।২।১

[সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সংসারমণ্ডলে কিছুই ছিল না; এই জগৎ ভোজনেচ্ছারূপ মৃত্যুরই দ্বাবা আবৃত ছিল; কারণ বুভূক্ষাই মৃত্যু। "আমি সমনস্ক হইব", এইরূপ উদ্দেশ্যযুক্ত হইয়া ঐ মৃত্যু কার্য্যপর্য্যালোচনাক্ষম মনেব সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপনাকে পূজা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন অর্চ্চনাবত ছিলেন, তখন উদক উৎপন্ন হইল। (প্রজাপতি যেহেতু চিন্তা করিয়াছিলেন) "আমি যখন অর্চ্চনানিরত ছিলাম, তখন 'ক' অর্থাৎ উদক হইল।" অতএব ইহাই অর্কের (অর্থাৎ অগ্নির) অর্কত্ব। যিনি এইরূপে অগ্নির অর্কত্ব জানেন, তাঁহার জন্য অবশ্যই জল সমাগম হয়।]

৩ (১) "মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৯

(২) নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

—কঠোপনিষৎ ১।২।২৩

[এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ত করার ফলে, অথবা ধারণাশক্তিসহায়ে; কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। যাঁহার প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন, তাঁহার সকাশেই এই আত্মা স্বীয় রূপ প্রকটিত করেন।]

(৩) ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর॥

—গীতা ১১।৪৮

[হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান বা দান অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া অথবা চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যার দ্বারাও আমার এই বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন এই মনুষ্যলোকে কেহই দর্শন করিতে পারে নাই।]

৪ (ক) দেব্যুবাচ—৪
একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৪-৫

[দেবী বলিলেন— একমাত্র আমিই এই জগতে বিরাজিতা। আমি ভিন্ন আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে? রে দুষ্ট, এই সকল আমারই অভিন্না বিভূতি। এই দেখ্ উহারা আমাতেই বিলীন হইতেছে।]

(খ) প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্

—দক্ষিণকালিকাস্তোত্রম্-১২

[হে মাতঃ, তুমি জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদন কর ও পালন কর এবং প্রলয়কালে পৃথিব্যাদি সমস্তই সংহার কর। সুতরাং, অহো, তুমিই

ব্রহ্মা, তুমিই ত্রিভুবনপতি বিষ্ণু এবং তুমিই রুদ্র; তুমিই এই সমস্ত হইয়াছ। তোমাকে আমি কী স্তব করিব?]

(গ)　অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥

—গীতা ১১।১৬

[হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! আমি অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নয়নবিশিষ্ট অনন্তরূপ তোমাকে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি, কিন্তু তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি না।]

(ঘ)　ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥

—গীতা ১১।১৮

[তুমি পরম ব্রহ্ম ও মোক্ষার্থীর তুমিই জ্ঞাতব্য। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয় ও তুমি এই শাশ্বত সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, তুমিই সনাতন পুরুষ বলিয়া আমার মনে হইতেছে।]

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রার্থনা

শিষ্যেব উক্তি :

হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! তুমি কৃপায় নিঃস্বদের জন্য তোমার এই পবিত্র ভোজ-উৎসবের ব্যবস্থা করিয়াছ বলিয়াই আমিও উত্তম বস্তু লাভ করিয়া আনন্দ করিবাব জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি। দেখ প্রভু! আমার যাহা কিছু লাভ করিবার আছে, বা যাহা কিছু আমার আকাঙ্ক্ষা করা উচিত, তাহার সবই তোমার কাছে আছে। তুমি আমার মুক্তি, আমার আশা, আমার শক্তি, আমার মান-যশ— সব। সুতরাং, অদ্যকার দিনে তুমি তোমার সেবককে আনন্দ দান কর। হে প্রভু যীশু! আমি তোমার শবণ গ্রহণ করিল া। ভক্তি এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তোমাকে বরণ কবিবার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি। আমি যাহাতে জ্যাকাসেসের ন্যায় তোমার আশীর্বাদ লাভের অধিকারী বলিয়া গণ্য হইতে পারি এবং আব্রাহামের সন্তানগণের মধ্যে আমারও স্থান হয়, তাহার জন্য আমি তোমাকে আমার গৃহে আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি। তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার প্রাণ হাহাকার করিতেছে; তোমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া আছে।

২। তুমি আমার নিকট নিজেকে ধরা দাও; তাহা হইলেই যথেষ্ট। তোমাকে ছাড়িয়া কোন সুখই লাভ হইবে না। তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিব না, তোমার দর্শনলাভ ব্যতীত বাঁচিবার আমার কোন শক্তি নাই। কখনও কখনও স্বর্গীয় আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত হইলেও যাহাতে আমি সাধনায় উৎসাহহীন হইয়া না পড়ি, তাহার জন্য মাঝে মাঝে তোমার সান্নিধ্যলাভের দ্বারা আমার মুক্তির পাথেয়

সংগ্রহেব জন্যই তোমাকে বরণ করা আমার প্রয়োজন। ও গো কৃপাময় যীশু ! লোকশিক্ষা-দানের সময় বিভিন্ন ব্যাধি নিরাময় করিয়া তুমি এক সময় বলিয়াছিলে— "মুক্তির সাধনপথে তাহারা যাহাতে উদ্যমহীন হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য আমি তাহাদিগকে দর্শনের আনন্দলাভ না করাইয়া ছাড়িব না।" সুতরাং, তুমি এখন আমাকে কৃপা কর। বিশ্বাসী ভক্তদের অন্তরে শান্তি দান করিবার জন্য তুমি কৃপা করিয়া উৎসবে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছ। মনের পরমশান্তির বিষয় তুমিই। যিনি যথার্থরূপে তোমাকে বরণ করেন, তিনিই শাশ্বত গৌরবের অংশীদার হইয়া উহার উত্তরাধিকার লাভ করেন। যে-আমি প্রায়ই ভুল করি, অন্যায় করি এবং তাড়াতাড়ি উদ্যমশূন্য ও শক্তিহীন হইয়া পড়ি, সেই-আমি পাছে দীর্ঘকাল উপাসনায় বিরত থাকাহেতু আমার শুভ সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, সেইজন্য মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতঃ নিজের দোষ স্বীকারপূর্ব্বক তোমার জীবন-আদর্শ চিন্তা করিয়া আবার আমার নূতনভাবে সংকল্প গ্রহণপূর্ব্বক নিজেকে শুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন।

৩। শৈশবকাল হইতেই সাধারণতঃ মানুষের চিন্তাধারা নিম্নমুখী হইয়া থাকে। সুতরাং, কোন প্রকার দৈবকৃপার সহায়তা না পাইলে সে ক্রমে ক্রমে আরও অধিক অধোগতি লাভ করে। এই পবিত্র প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের দ্বারা আমরা মন্দ কাজ হইতে বিরত হইয়া শুভকর্মের জন্য শান্তিলাভ করিয়া থাকি। প্রার্থনা বা উৎসবাদির সময় যদি প্রায়ই আমরা এইরূপ উদ্যম হারাইয়া কর্ত্তব্যকর্মে উদাসীন হইয়া পড়ি, তাহা হইলে এইরূপ প্রার্থনার দ্বারা দৈবের কৃপা ভিক্ষা না করিলে আমাদের কী অবস্থা হইবে ? প্রত্যহ প্রার্থনা-অনুষ্ঠান করিবার জন্য উপযুক্ত সময় না পাইলেও বা উহার জন্য প্রস্তুত না থাকিলেও দৈব গূঢ় তত্ত্বসকল বুঝিবার চেষ্টা করিয়া ঈশ্বর-কৃপা লাভের জন্য যত্ন করিব। ভক্তগণের ইহাই একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় যে, ভক্তির সহিত ঈশ্বরচিন্তা করিলে প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করা যায়।

৪। হে প্রভু! ঈশ্বর! স্রষ্টা ও সকলের জীবনদাতা তোমার কী অত্যাশ্চর্য্য করুণা! কারণ, কৃপা করিয়া তুমি এই দীনজনকে দর্শন দাও, এবং তোমাব পূর্ণত্ব, তোমার দেবত্ব প্রদান করিয়া তাহার কাতরপ্রাণে তুমি শান্তি প্রদান করিয়া থাক। আহা! যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার আরাধনা করিয়া সুকৃতির বলে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া পারমার্থিক আনন্দে পূর্ণ হইয়াছেন, তাঁহারা কত সুখী— কত ভাগ্যবান্! আহা! কী মহান্ প্রভুকেই না তাঁহারা বরণ করিয়াছেন! কেমন প্রিয়তম অতিথিকেই না তাঁহারা আশ্রয় দিয়াছেন। কেমন আনন্দদায়ক বন্ধুকেই না তাঁহারা লাভ করিয়াছেন! কী বিশ্বস্ত বন্ধুকেই না স্বাগত জানাইয়াছেন! কেমন মনোরম ও শ্রেষ্ঠ বরকে আলিঙ্গন করিয়াছেন! সকল ভালবাসার ঊর্দ্ধে একমাত্র এই সৌম্যমূর্ত্তিকেই ভালবাসা উচিত। ইহা ছাড়া, অপর সকল কামনা ত্যাগ করিয়া ইঁহাকেই একমাত্র কামনা করা উচিত।

ও গো আমার প্রিয়তম আনন্দময়! তোমার সম্মুখে স্বর্গ-মর্ত্ত এবং তাহাদের সকল রকম সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যাক। কারণ, তাহাদের যাহা কিছু সুখ্যাতি ও সৌন্দর্য্য সে-সবই তোমার অনুগ্রহের ফল। সুতরাং, ধারণাতীত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ তোমার নাম ও কৃপার সঙ্গে স্বর্গ-মর্ত্তের কোন কিছুরই যশ ও সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে না।

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## ঈশ্বর-আরাধনার ফল

শিষ্যের উক্তি :

হে প্রভু, আমার ঈশ্বর! আমি যাহাতে তোমার মহান্ যজ্ঞে উত্তমরূপে এবং ভক্তিভরে যোগদান করিবার অধিকারী হইতে পারি, তজ্জন্য তোমার মাধুর্য্যরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া এই সেবককে পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত করিয়া লও। তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার অন্তঃকরণকে উদ্বুদ্ধ কর এবং অত্যধিক জড়তার হাত হইতে আমাকে মুক্ত কর। মুক্তিলাভের যে মাধুর্য্য এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে অফুরন্ত উৎসরূপে নিহিত আছে, সেই মাধুর্য্য আমি যাহাতে বোধে বোধ করিতে পাবি, তাহার জন্য তুমি আমাকে দর্শন দিয়া তাহার উপায় বলিয়া দাও।

এই মহান্ তত্ত্ব দর্শন করিবার জন্য তুমি আমাকে জ্ঞানচক্ষু দান কর, এবং উহাকে ধারণা করিবার জন্য অবিচলিত বিশ্বাস প্রদান করিয়া আমাকে শক্তিশালী করিয়া তোল। ইহা একমাত্র তোমারই কাজ, মানুষের নয়। ইহা তোমারই পবিত্র বিধি ; মানুষের চিন্তার বিষয় নহে। এই সকল পরমার্থতত্ত্ব দেবদূতগণেরও বুদ্ধির অগম্য ; মানুষ নিজের শক্তিতে উহাকে বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। অপদার্থ পাপী আমি ; ভস্ম ও ধূলার সমান যে, তাঁহার এত মহান্ ও পবিত্র তত্ত্বের কতটুকু অনুসন্ধান এবং ধারণা করিবার শক্তি আছে ?

২। নাথ! সরল মনে, যথার্থ দৃঢ়বিশ্বাসে আশা এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমি তোমার আদেশ অনুসারে তোমার কাছে উপস্থিত হইয়াছি ; এবং আমি সত্য-সত্যই বিশ্বাস করি— এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে

তুমি গুরু এবং ভগবান এই উভয় রূপে বর্তমান রহিয়াছ। সুতরাং, ভক্তিপূর্ব্বক আমি তোমাকে বরণ করিয়া তোমার সহিত মিলিত হই—ইহাই তোমার ইচ্ছা। অতএব, এই উদ্দেশ্যে আমি তোমার কৃপা ভিক্ষা করি এবং তোমার বিশেষ করুণা লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি। আরও, আমি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রেমবিগলিত চিত্তে তোমার প্রতি অগ্রসর হই এবং ভবিষ্যতে তোমাকে ছাড়িয়া অপর কিছুতেই শান্তির জন্য অনুসন্ধান না করি, তাহার জন্য আমি তোমার কৃপা বিশেষভাবে প্রার্থনা করি। কারণ, এই মহান্ এবং অমূল্য পারমার্থিক অনুষ্ঠানের দ্বারা শরীর ও মন—উভয়েরই উন্নতি হয়। উহা ঈশ্বরলাভের পথে সর্ব্বপ্রকার অবসাদের ঔষধস্বরূপ। এই অনুষ্ঠানের দ্বারাই আমি পাপমুক্ত হই, আমার ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসকল দমিত থাকে, প্রলোভনসমূহ পরাজিত হয়, অথবা তাহা না হইলেও অন্ততঃ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, আমি আরও অধিক কৃপা লাভ করি, আমার ধর্ম্মজীবন আরও উন্নত হয়, ঈশ্বর-বিশ্বাস দৃঢ় হয়, তাঁহাকে লাভ করিবার আশাও বলবতী হয়, এবং তাঁহার প্রতি ভালবাসা আসিয়া উহা বৃদ্ধি পায়।

৩। হে আমার ঈশ্বর! আমার ত্রাতা, মানবের দুর্ব্বলতানাশক এবং পরমশান্তিদাতা। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া অনেক বস্তু প্রদান করিয়াছ এবং এখনও মাঝে মাঝে ঐরূপ দান করিয়া থাক। যাঁহারা প্রথম প্রথম তোমার মহাযজ্ঞের সম্মুখে বিব্রতবোধ করেন তাঁহারা যাহাতে স্বর্গীয় খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিয়া অধিকতর উন্নত বোধ করেন, তাহার জন্য তুমি, তাঁহাদের যে-কোন দুঃখ-কষ্ট আসুক না কেন, তাহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহাদিগকে খুব সান্ত্বনা দিয়া থাক, হতাশারূপ গহ্বর হইতে উঠাইয়া তাঁহাদিগকে তোমার চরণে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার কর এবং আবার নূতনভাবে কৃপাদৃষ্টির দ্বারা তাঁহাদের অন্তরকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া থাক।

মুক্তি দিবার জন্য তুমি যাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত কর তাঁহাদের অপরাধ কত বড় এবং তোমাব কাছ হইতে তাঁহারা কিরূপ সদাশয়তা ও কৃপা লাভ করেন, সেইসব যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, সেইরূপ ভাবেই তুমি তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাক। তাঁহারা স্বভাবতঃ জড় প্রকৃতির এবং উৎসাহ ও ভক্তিহীন ; তোমার কৃপাতেই তাঁহারা উৎসাহ্ লাভ করিয়া আনন্দময় ও ভক্তিমান্ হন। কারণ, এমন কে আছেন যিনি বিনীতভাবে মাধুর্য্যের উৎসস্বরূপ তোমার শরণাপন্ন হওয়ার পর অন্ততঃ কিছু মাধুর্য্য লাভ না করিয়া বৃথা ফিরিয়া যান ? অথবা কে বৃহৎ অগ্নির সন্নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও উহা হইতে সামান্যতম উত্তাপও গ্রহণ না করেন ? তুমি যে-উৎস, তাহা তো সর্ব্বদাই পূর্ণ। তুমি যে-অগ্নি, তাহাতো চিরপ্রজ্জ্বলিত— উহা তো কখনও নিভিয়া যায় না।

৪। সুতরাং, সেই উৎসস্বরূপকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য অধিকার আমি যদি না-ও পাই, অথবা যদি আমি পরিতৃপ্তি সহকারে ঐ অমৃত পান করিবার অধিকার লাভ না করি, তাহা হইলেও যাহাতে আমি পিপাসায় সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া না যাই, তাহার জন্য এই স্বর্গীয় নালার মুখে আমার মুখ লাগাইয়া অন্তত উহার কয়েক ফোঁটা গ্রহণ করিয়া সতেজ হইতে পারি। এবং যদিও আমি এখন পূর্ণ দেবত্ব লাভ করিতে পারিব না, অথবা দেবদূত-সঙ্ঘের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা দ্বিতীয় জনের মত ততটা অনুপ্রাণিত হইতে পারিব নণ্ঢ়া তথাপি শক্তিসঞ্চারকারী এই পারমার্থিক অনুষ্ঠানকে বিনম্রভাবে পালন করিয়া যাহাতে সেই দিব্য অগ্নিশিখার সামান্য অংশও লাভ করিবার জন্য আমার অন্তরকে প্রস্তুত করিতে পারি, তাহার জন্য আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি।

কিন্তু হে দয়াময় পরিত্রাতা প্রভু যীশু! যেহেতু তুমি কৃপা করিয়া "তোমরা যাহারা কর্মফলে ভারাক্রান্ত, তাহারা আমার কাছে এস, আমি তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিব"[১]— বলিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছ, সেইহেতু আমার যাহা কিছু অভাব আছে তাহা তুমি কৃপা করিয়া প্রচুর পরিমাণে আমাকে প্রদান কর।

৫। আমি সত্য-সত্যই মাথাব ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করি; অন্তরের বেদনায় আমি ব্যথিত; পাপভারে আমি মুহ্যমান, প্রলোভনের দ্বারা আমি বিপর্য্যস্ত এবং বহু রকম কু-বাসনার দাস হইয়া উৎপীড়িত। হে প্রভু! আমার ত্রাণকর্ত্তা! তুমি ছাড়া আমাকে সাহায্য করিবার ও বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিবার দ্বিতীয় কেহ নাই। সেইজন্য যত্নপূর্ব্বক আমাকে নিরাপদে শাশ্বত জীবন লাভ করাইয়া দিবার জন্য আমি নিজেকে তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম।[২]

আমার জীবন গঠন করিবার জন্য তুমি নিজের জীবনকে গঠন করিয়াছ। তোমার নামের গৌরব ও সম্মান রক্ষার জন্য আমাকে গ্রহণ কর। হে প্রভু! আমার ত্রাতা! মাঝে মাঝে তোমার তত্ত্ব উপলব্ধির দ্বারা যাহাতে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পায় সেইরূপ বর তুমি আমাকে প্রদান কর।

## টিপ্পনী

১ (ক) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

গীতা ১৮।৬৬

[সকল ধর্মাধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্ভ, জন্ম, জরা ও মৃত্যুবর্জিত পরমেশ্বররূপ একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমা হইতে অতিরক্তি কোন বস্তুই নাই— এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে সর্বদা স্মরণ কর। তুমি এইরূপ নিশ্চিতবুদ্ধি ও স্মরণশীল হইলে তোমার নিকাট আমি স্বাত্মভাব প্রকটিত করিয়া সকল ধর্মাধর্ম বন্ধনরূপ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত করিব। অতএব, শোক করিওনা।। ]

(খ) দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।।

—গীতা ৭।১৪

[কারণ, আমার এই ত্রিগুণাত্মিকা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া অতিক্রম করা অতিশয় কষ্টকর। কিন্তু, যাঁহারা ধর্মাধর্ম পরিত্যাগাপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয় করেন এবং অন্য প্রকার সাধনের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। ]

---

# পঞ্চম অধ্যায়

## মহাভিষেক ও ব্রতানুষ্ঠানের মাহাত্ম্য

প্রিয়তমেব উক্তি :

দেবদূত এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের দীক্ষাগুরু সাধু যোহনেব তুল্য পবিত্রতা অর্জ্জন কবিলেও তুমি নিজে এই মহাভিষেক গ্রহণ কবিতে বা অপরকে উহা প্রদান কবিবার অধিকারী হইবে না। প্রভু যীশুব এই মহাভিষেক নিজে পবিচালনা কবা এবং অপবকে প্রদান কবিয়া দেবদূতগণের প্রাপ্য বস্তুকে লাভ কবার যোগ্যতা মানুষের নাই। মহান্ এই তত্ত্ব। যাহা দেবদূতেরাও লাভ করিবাব অধিকার পান না, তাহা যে-সকল আচার্য্যকে প্রদান করা হয়, তাঁহাদের পদমর্য্যাদা আরও মহান্। কারণ, যাঁহারা গীর্জ্জায বিধিসঙ্গতভাবে আচার্য্যের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, একমাত্র তাঁহাবা ছাড়া অপর কাহারও যীশুর মহাভিষেক-উৎসব এবং তাঁহাব প্রতিকৃতি উৎসর্গ করিবার অধিকার নাই।

ঈশ্ববেব বাণী ও আদেশ পালনকাবী এই সকল আচার্য্যগণ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্ববেবই প্রতিনিধিস্বরূপ[1]। তাহা হইলেও, ঈশ্বরই সর্ব্বে-সর্ব্বা কর্ত্তা এবং সকল কর্ম্মের অদৃশ্য অনুষ্ঠাতা। আচার্য্যগণের সকল ইচ্ছা ও আদেশ ঈশ্বরেরই অধীন।

২। সুতরাং, এই শুভ ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে নিজের বুদ্ধি বা দৃশ্যমান প্রতীকেব উপর নির্ভব না করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরেই আস্থা স্থাপন করা তোমার উচিত। অতএব, তোমার কর্ত্তব্য— শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা। আচার্য্য তাঁহার হস্তের স্পর্শদ্বারা তোমাকে যে-বস্তু প্রদান করেন, তুমি নিজের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়া তাহা লক্ষ্য কর। দেখ, তুমি আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছ এবং প্রভুব কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য তোমার জীবন উৎসর্গীকৃত

হইয়াছে। যথাযথরূপে এবং ভক্তিপূর্ব্বক তুমি যাহাতে ঈশ্বরের উপাসনা পরিচালনা করিতে পার, এবং সকল সময় প্রস্তুত থাকিয়া নিজেকে অনিন্দনীয়রূপে পরিচালনা করিতে পার, সেই দিকে মনোযোগ দাও।

আচার্য্যরূপে তোমার জীবনের বোঝা কমিয়া যায় নাই, বরং সুশৃঙ্খলার সংকীর্ণ বেড়াজালে বদ্ধ হইলে; এবং আরও অধিক পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিবার জন্য বাধ্য রহিলে। যিনি আচার্য্য[২] হইবেন, তাঁহার সকল রকম গুণ থাকিতে হইবে এবং অপরের সন্মুখে সুন্দর আদর্শ জীবন দেখাইতে হইবে। তাঁহার জীবনযাত্রা-প্রণালী এবং কথাবার্ত্তা গতানুগতিক সাধারণ মানুষের মত হইলে চলিবে না; উপরন্তু স্বর্গে দেবদূত বা মর্ত্তে সাধু মহাত্মাদের মত হইতে হইবে।

৩। শুদ্ধ পরিচ্ছদ-পরিহিত আচার্য্য প্রভু যীশুর প্রতিনিধি। তিনি নিজের জন্য এবং বিশ্বের সমগ্র মানবজাতির জন্য অহংকার শূন্য হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বর-আরাধনা করিবেন। যতদিন না তিনি মুক্তি এবং ঈশ্বর-কৃপা লাভ করিবার পথে বিশেষ শক্তি অর্জ্জন করিবেন, ততদিন তাঁহার প্রার্থনা ও পবিত্র ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা চলিবে না। আচার্য্য উপাসনা করিলে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়, দেবদূতেরা আনন্দ লাভ করেন, গীর্জ্জার পারমার্থিক উন্নতি হয়, সাধারণ লোক প্রেরণা লাভ করে, পরলোকগত যাহারা, তাহারা তৃপ্তি পায় এবং তিনি নিজে সকল বিষয়ের অধিকার অর্জ্জন করেন।

## টিপ্পনী

১ (ক) আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।১৭।২৭

[ভগবান উদ্ধবকে কহিলেন, হে উদ্ধব— গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য বুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।]

(খ) গুরু, কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

* * *

শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা ১ম অধ্যায়, ২৭-২৮

(গ) নৈবোপয়ন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১১।২৯।৬

[হে ঈশ! ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দদ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হয় না। যেহেতু তুমি অপার কৃপাবশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ, ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অর্ন্তযামীরূপে অবস্থিত আছ।]

(ঘ) গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—গুরুস্তোত্রম্ ১

[গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুই দেব মহেশ্বর, গুরুই পরব্রহ্ম; সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।]

(ঙ) "গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১।২।৮

"এক সচ্চিদানন্দ বই গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগবেব কাণ্ডাবী।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ১।১২।৮

২ ।(ক) আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যাপ।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্তিতঃ॥

—বায়ুপুরাণ

[শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌রূপে সংগ্রহ্ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশমত আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ "আচার্য্য" নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।]

(খ) আপনে আচরে, কেহো না করে প্রচার।
প্রচার করয়ে কেহো, না করে আচার।
আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্বগুরু, সর্ব জগতের আর্য্য॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪।৯৭-৯৮

আপনি আচরি ধর্ম শিখাইমু সবারে॥

আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ৩।১৮-১৯

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সাধনা

শিষ্যেব উক্তি :

হে প্রভু! আমি যখন আমাব যোগ্যতা, আমাব নীচতা বিচাব কবিয়া দেখি, তখন আমি ভয়ে কাঁপি এবং হতভম্ব হইয়া পড়ি। কাবণ, আমি যদি তোমার কাছে না আসি, তবে আমাব জীবন ব্যর্থ হইযা যায়। আবার যোগ্যতাশূন্য অবস্থায় অনাহূত হইয়া আসিলে তোমাব বিবক্তিভাজন হইতে হয়। সুতবাং, হে প্রভু! আমার ঈশ্বব! আমাব সহায় এবং সর্ব্বাবস্থায় আমাব উপদেষ্টা! এই অবস্থায় আমাব কী কবা কর্ত্তব্য?

২। আমাকে যথার্থ পথ বলিয়া দাও; এই পবিত্র ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানের উপযোগী সামান্যরকম কিছু কর্ম্ম কবিবার অধিকাব আমাকে দাও। আমাব পাবমার্থিক উন্নতিকল্পে মহাভিষেকরূপ এই ব্রত গ্রহণের জন্য, অথবা এই মহান্ দিব্য অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য আমাব অন্তঃকরণকে কতখানি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রস্তুত করা উচিত, তাহা জানিয়া লওয়া আমার পক্ষে কল্যাণজনক।

---

# সপ্তম অধ্যায়

## আত্ম-সংশোধন

প্রিয়তমের উক্তি :

সর্ব্বোপরি, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ আচার্য্য-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাব অত্যন্ত বিনম্রচিত্তে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভগবৎপ্রীতির জন্য যথার্থ নিষ্ঠার সহিত এই ব্রত উদ্‌যাপন করা কর্ত্তব্য। যাহাতে তোমার কাছে ভার বলিয়া কিছুই না থাকে, অথবা বিবেকের দংশনজনিত যাহাতে বিষণ্ণ অবস্থা না আসে, এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের পথে তোমার কোনো বাধা উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য তোমার মনকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা কর এবং অনুশোচনা করতঃ দোষ স্বীকারপূর্ব্বক মনকে শুদ্ধ রাখ।

সাধারণভাবে তোমার সকল অপরাধের কথা দুঃখের সহিত চিন্তা করিবে, কিন্তু নিত্যকার জীবনে কর্ত্তব্যচ্যুতির জন্য বিশেষভাবে মনোবেদনা অনুভব করিয়া দুঃখ করিবে এবং যদি সময় পাও, তবে নির্জ্জনে অসংযত ইন্দ্রিয়বৃত্তির হীনতার জন্য ঈশ্বরের কাছে দোষ স্বীকার করিবে।

২। তুমি যে এখনও এত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও বিষয়াসক্ত, এত অসংযতবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়লালসাপূর্ণ, তাহার জন্য দুঃখ বোধ করিবে। বহিরিন্দ্রিয়-দমন ব্যাপারে তুমি যে এত অসতর্ক এবং অনিত্য মনোহর বিষয়ে প্রায়ই যে এত আসক্ত হইয়া পড়, তাহার জন্যও তুমি দুঃখ অনুভব করিবে। তোমার এত অধিক বহির্মুখী স্বভাবের জন্য এবং আভ্যন্তরিন পারমার্থিক বিষয়ে মনোযোগশূন্যতার জন্যও তোমার বেদনা অনুভব করা উচিত। উচ্চহাসি ও অসংযত উল্লাসে তুমি যে এতটা মাতিয়া ওঠ, এবং তামসিক বৃত্তির জন্য দুঃখে অনুতাপে

চক্ষের জলে ভাসিতে তোমার যে প্রবৃত্তি হয় না, তাহার জন্যও তোমার কষ্ট অনুভব করা উচিত।

দৈহিক সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগের প্রতি তোমাব অত্যন্ত লালসা এবং অপর দিকে জীবনকে সংযমেব সুশৃঙ্খলে পবিচালনা করিবার পথে উদ্যমহীনতার জন্য দুঃখ অনুভব কবিবে। নূতন কিছু শুনিবার জন্য ও সুন্দর কিছু দেখিবার নিমিত্ত তোমাব এত কৌতূহল, অপর দিকে ঈশ্বরীয় বিষয়কে বরণের ব্যাপারে তোমার অত্যধিক উদাসীনতার জন্যও যাতনা বোধ করিবে। তোমাব সঞ্চয়ের প্রবণতা, দানে কার্পণ্য ও সংরক্ষণের প্রতি খুব বেশী মনোযোগেব জন্যও তোমার মনোবদেনা অনুভব করা উচিত। তোমাব অবিবেচনা-প্রসূত কথা বলিবার স্বভাবের জন্য এবং মৌনতা অবলম্বনে উদাসীনতাব জন্যও তুমি দুঃখ অনুভব করিবে।

তোমার কথাবার্ত্তা যে এত অশোভন এবং তোমার আচরণ যে খিট্‌খিটে তাহার জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত। আহারাদি বিষয়ে তোমার এত লোভ অথচ ঈশ্বরের শিক্ষা অনুসারে জীবনযাপন করিতে তুমি এত উদাসীন! এইজন্যও তোমার মনোবেদনা উপলব্ধি করা উচিত। বিশ্রাম গ্রহণের জন্য এত ব্যাকুলতা, কিন্তু পরিশ্রমের ব্যাপারে গরিমসির জন্যও তোমার বেদনা অনুভব করা উচিত।

গল্প-গুজব করিবার দিকে তোমার এতটা মনোযোগ, অপর দিকে পবিত্র ঈশ্বর-আরাধনার বিষয়ে অত্যধিক অলসতার কথা মনে করিয়া তুমি দুঃখ অনুভব করিবে। ঈশ্বরের উপাসনা তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া তোমার ঘুরিয়া বেড়ানো স্বভাবের জন্য এবং কর্ত্তব্যপালনে মনোযোগহীনতার জন্য তোমার যাতনা বোধ করা উচিত। প্রার্থনা ও ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে তোমার অত্যধিক গাফিলতি ও উৎসাহ-হীনতার জন্য এবং উপদেশ-গ্রহণ বিষয়ে তোমার এতটা অনিচ্ছা ও আন্তরিকতার অভাবের জন্যও তুমি দুঃখ অনুভব করিবে।

তুমি এত শীঘ্র বিচলিত হইয়া পড় এবং আত্মস্থ হইবার জন্যও তোমার যে প্রচেষ্টা নাই— এই সকলের জন্য তোমার দুঃখিত হওয়া উচিত। তোমার অত্যধিক ক্রোধ এবং সেই সঙ্গে কাহারও প্রতি অসন্তোষের ভাব সহজে ত্যাগ করিতে না-পারার জন্য তোমার দুঃখ অনুভব করা উচিত। ইহা ছাড়া, তড়িৎ-ঘড়িৎ অপরকে বিচার ও তিরস্কার করিবার দিকে তোমার যে এতটা প্রবণতা তাহার জন্য তুমি দুঃখ অনুভব করিবে।

আবার তুমি যে সম্পৎসময়ে বেশী উল্লসিত হও এবং বিপদে অধৈর্য্য হইয়া পড়---- তাহার জন্য তোমার দুঃখ অনুভব করা উচিত। এই সকল ছাড়া, খুব ঘন ঘন সৎ-সংকল্প গ্রহণ করিয়া কাজের বেলায় অতি সামান্যও না করিবার যে স্বভাব তোমার দেখা যায়— তাহার জন্যও অত্যন্ত বেদনা অনুভব করা কর্ত্তব্য।

৩। এই সমস্ত এবং অপর আরও সব দোষ স্বীকারপূর্ব্বক উহার জন্য ব্যথিত হইয়া এবং তোমার চিত্তের অস্থিরতার জন্য খুব দুঃখ করিয়া সর্ব্বদা নিজেকে সংশোধনের জন্য এবং যাহা কিছু ভাল, তাহা জীবনে রূপায়িত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ কর।

তারপর, সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছাকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক আমার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তোমার হৃদয়পীঠে প্রজ্জ্বলিত অনির্ব্বাণ শাশ্বত দীপরূপে বর্ত্তমান আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমার সব, এমন কি তোমার শরীর-মনকে পর্য্যন্ত আমাকে সমর্পণ করিয়া দাও। এইরূপ করিলেই তুমি ঈশ্বরের উপাসনার্থ নৈশ ভোজ-উৎসব পালন করিবার অধিকারী হইবে এবং আমার জীবন-আদর্শ গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

৪। কারণ, ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ করিয়া প্রভু যীশুর পবিত্র জীবন-আদর্শ গ্রহণ করা ব্যতীত অধিক মঙ্গলজনক ধর্ম্মকর্ম্ম নাই, বা নিজের পাপরাশিকে নষ্ট করিবারও উন্নততর উপায় নাই।

প্রভু বলিয়াছেন— "মানুষ যখন তাহাব সাধ্যেব সবটাই সম্পাদন কবে এবং যথার্থ অনুতপ্ত হয়, এবং যখনই হউক, আমাব নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করতঃ কৃপা ভিক্ষা কবে ; এবং পাপীব মত মৃত্যু ববণ না কবিয়া বরং উন্নত জীবনযাপনেব ব্রত গ্রহণ কবিয়া বাঁচিতে চায়, তখনই আমি তাহার পাপেব কথা আব মনে না বাখিয়া তাহাকে ক্ষমা করি।"

---

# অষ্টম অধ্যায়

## যীশুর আত্মোৎসর্গ ও সাধকের আত্মসমর্পণ

প্রিয়তমের উক্তি :

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমাব আত্মোৎসর্গব্রতের যেন কিছু বাকী না থাকে, তাহার জন্য আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের পাপেব জন্য ক্রুশকাষ্ঠে আমার হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক দেহকে উলঙ্গ করত বেত্রাঘাত করিয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমি নিজেকে আমার ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলাম।

সেইরূপ তোমাদেরও স্বেচ্ছায় প্রত্যহ প্রার্থনাকালে সাধ্যানুসারে অনুরাগের সহিত নিজেদের জীবনকে শুদ্ধ নৈবেদ্যরূপে আমার নিকট সমর্পণ করা উচিত।

তুমি আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চেষ্টা কর— ইহা ছাড়া আর অধিক তোমার কাছে আমার কি প্রয়োজন আছে ? তুমি তোমার নিজেকে ছাড়া আর যাহাই দান কর না কেন, আমার নিকট তাহার

মূল্যই নাই। কারণ, আমি তোমার উপহার চাই না, তোমাকেই চাই।

২। আমাকে ছাড়িয়া আর অপর কোন কিছুতেই যেমন তুমি সন্তুষ্ট হইবে না, তেমনই আত্মসমর্পণ না করিয়া আমাকে আর যাহা কিছু দান কর না কেন, আমি তাহাতে প্রীত হইব না। নিজেকে আমার নিকট— ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ কর, তাহা হইলেই তোমার দান গৃহীত হইবে। দেখ, আমি তোমাদের জন্য নিজেকে আমার পরম পিতার নিকট সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছিলাম। তোমরা যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে সম্যগ্‌রূপে লাভ করিতে পার, এবং আমিও যাহাতে তোমাদিগকে ঐরূপ পাইতে পারি, তজ্জন্য আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছি।

কিন্তু, তুমি যদি নিজের ভাবে নিজে স্থির থাক এবং আমার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ না কর, তাহা হইলে তোমার পূজার নৈবেদ্য পূর্ণ হইবে না, এবং তোমার-আমার মধ্যে সম্পূর্ণ মিলনও হইবে না। সুতরাং, যদি তুমি মুক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপা কামনা কর তাহা হইলে তোমার সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে নিজেকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া দাও। সম্পূর্ণরূপে নিজেদের অহংকার ত্যাগ করিতে পার না বলিয়া খুব কম সাধকই জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন। সব কিছু ত্যাগ না করিলে কোন সাধক আমার শিষ্য হইবার অধিকার পাইবে না— ইহাই আমার শেষ কথা।

---

# নবম অধ্যায়

## আত্মসমর্পণ ও প্রার্থনা

শিষ্যের উক্তি :

হে প্রভু! স্বর্গে মর্ত্তে যাহা কিছু আছে— সবই তুমি।[১] আমি তোমাব কাছে নিজেকে স্বেচ্ছায় নৈবেদ্যরূপে দান করিয়া চিরকাল তোমার হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। নাথ! আজ আমি বিনীত ও অনুগত সেবকরূপে চিরকাল তোমার গুণগান করিবার জন্য সরল মনে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করিতেছি। আজ আমি অদৃশ্য দেবদূতগণের উপস্থিতিতে নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ কবিতেছি। তোমার এই মহামূল্য পবিত্র দেহনৈবেদ্যের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ কর। ইহার দ্বারা আমার এবং তোমার অপর সেবকদের মুক্তি ত্বরান্বিত হউক।

২। হে প্রভু! যখন হইতে আমার দ্বারা পাপকার্য্য করা সম্ভব, তখন হইতে অদ্য এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে সব অন্যায় কবিয়াছি, তোমার প্রেমরূপ অগ্নিতে তাহাদের প্রত্যেকটি দগ্ধ করিয়া বিনাশ করতঃ পাপের কলঙ্ক মুছিয়া আমার মনকে সকল রকম দোষমুক্ত করিয়া শুদ্ধ করিবার জন্য এবং অন্যায় কর্ম্ম করিয়া আমি যে ভগবৎকরুণা হারাইয়াছি, তাহা ফিরাইয়া আনিয়া আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করতঃ কৃপা করিয়া আমাকে শান্তিদান করিবার জন্য তোমার এই উপাসনা-বেদীতে আমার সমস্ত পাপ ও অপরাধ সমর্পণ করিতেছি।

৩। বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহার জন্য বিলাপ এবং অনবরত তোমার সন্তুষ্টির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আমার পাপের সম্বন্ধে আর কী করিতে পারি? আমার ঈশ্বর তোমার কাছে দাঁড়াইয়া আমি যখন প্রার্থনা করিব, তখন তুমি প্রসন্ন হইয়া উহা শুনিও।

আমার সব পাপ তোমাব কাছে অত্যন্ত কষ্টকর। আর কখনও ঐরূপ করিব না ; কিন্তু তাহার জন্য দুঃখ করিব, যতকাল বাঁচিয়া থাকিব, ততকাল করিব এবং বিনষ্ট ধর্ম্মভাব পুনরুদ্ধারেব জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করিব।

হে আমাব ঈশ্বব! আমাকে ক্ষমা কর, তোমার পবিত্র নামের মহিমা প্রকাশেব জন্য আমাকে ক্ষমা কর, তুমি যাহাকে তোমার মহামূল্য জীবনীশক্তি দান কবিযা পুনরুদ্ধার করিয়াছ, সেই আমাকে ক্ষমা কব। হে প্রভু! আমি তোমাব কৃপালাভেব আশায় তোমাব হস্তে আমাকে সমর্পণ কবিতেছি। পাপী এবং অপরাধীরূপে আমাকে না দেখিয়া তোমাব সদাশয়তার গুণেব জন্যই আমার সঙ্গে ব্যবহার কব।

৪। সংশোধিত ও শুদ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমার সন্নিধানে গমনের অধিকার লাভের জন্য, আমার চরিত্রকে আরও অধিক নিখুঁত করিয়া গড়িবার জন্য এবং আমার মত জড় ও অকর্ম্মণ্য জঘন্য জীবের ভবিষ্যৎকে শুভ আনন্দময় করিবার জন্য আমার যাহা কিছু ভাল তাহা যত অল্প এবং ত্রুটিপূর্ণই হউক না কেন, তৎসমস্তই তোমাকে অর্পণ কবিতেছি।

৫। অধিকন্তু, আমি তোমাব কাছে ভক্তিমান্ লোকদের শুভবাসনা সমূহ, আমার পিতামাতা, বন্ধু, প্রতিবেশী, ভাই-ভগিনী এবং আমাব অপর যে সকল প্রিয় বন্ধুগণ আমার জন্য অথবা তোমার প্রীতির জন্য সৎকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাদের সকলের আবশ্যকীয় সব সফল হইবার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাইতেছি।

এবং যাহারা আমাকে তাহাদের জন্য এবং তাহাদের বন্ধুদের নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা জানাইতে বলিয়াছেন, আমি তাহাদের জন্যও তোমার কাছে এই বলিয়া প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তাহারা সকলেই যেন তোমার কৃপার সাক্ষাৎস্পর্শ, শান্তি ও দুঃখ হইতে

পরিত্রাণ লাভ করেন এবং বিপন্মুক্ত হইয়া সানন্দে তোমাকে খুব সাধুবাদ প্রদান করেন।

৬। যাহারা আমাকে যে কোনও ব্যাপারে আঘাত করিয়াছে, দুঃখ দিয়াছে, অথবা আমাকে দোষী মনে করিয়াছে, অথবা আমার কোন ক্ষতি করিয়াছে বা কষ্ট দিয়াছে, তাহাদের সকলের কল্যাণের জন্য আমি তোমাব উপাসনাবেদীব সম্মুখে প্রার্থনা জানাইতেছি। আবার, আমি যাহাদিগকে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কখনও বিরক্ত করিয়াছি, কষ্ট দিযাছি, পীড়ন করিয়াছি, কথা বা কাজের দ্বারা আঘাত করিয়াছি তাহাদের সেইসবের জন্যও এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদের সকলের পাপ, এবং আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপবাধ মার্জ্জনা কর।

হে প্রভু! তুমি আমাদের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সংশয়, ঘৃণাজাত রোষ, ক্রোধ, বিবাদ প্রভৃতি যাহা কিছু ভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রীতির হানিকর, সেই সবকে দূর করিয়া দাও। ইহা ছাড়া, হে নাথ! যাহারা তোমার করুণা ভিক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে ক্ষমা কর, যাহারা অমৃতত্ত্বলাভের অধিকারী, তাহাদিগকে তাহা দান কর, এবং আমাদিগকে এমন ভাবে গঠন কর যেন আমরা তোমার কৃপালাভের উপযুক্ত হই, এবং শাশ্বত-জীবন লাভের দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## টিপ্পনী

১ (ক) দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাঽদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥

—গীতা ১১।২০

[হে মহাত্মন্! একমাত্র আপনি স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়েব মধ্যভাগ এবং দশদিকে ব্যাপ্ত হইয়া বহিয়াছেন। আপনাব এই অদ্ভুত উগ্র ৰূপ দেখিয়া লোকত্রয ভীত হইতেছে।]

(খ) যস্মাৎ পরং নাপবমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্॥

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-৩।৯

[যাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নাই, যাঁহা হইতে অণুতর বা মহত্তব কেহই নাই, যে অদ্বিতীয় পবমাত্মা বৃক্ষেব ন্যায নিশ্চলভাবে নিজ প্রকাশত্মক মহিমায় বিরাজিত, সেই পুরুযেবই দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।]

(গ) (১) হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
র্ন জ্ঞায়সে হরিহবাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী-৪।৭

[আপনি সমস্ত জগতের মূল কারণ। আপনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী হইলেও রাগদ্বেষাদি দোষযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে জানিতে পারে না। আপনি বিষ্ণু ও শিবাদি দেবগণেরও অজ্ঞাত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্য্যন্ত এই অখিল বিশ্ব আপনার অংশভূত। কারণ, আপনিই সকলের আশ্রয়স্বরূপা। আপনি ষড়্বিকাররহিতা, পরমা আদ্যা প্রকৃতি।]

(২) দেব্যুবাচ—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

* * *

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০।৪, ১০।৭

[দেবী বলিলেন— একমাত্র আমিই এই জগতে বিবাজিতা। আমি ভিন্ন আমার সহায়ভূতা অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে ? ...(মায়াশক্তির দ্বারা) আমিই যে বহুরূপে অবস্থান করিতেছিলাম।]

---

## দশম অধ্যায়

## যীশুখ্রীষ্টের ভোজ-উৎসব

প্রিয়তমের উক্তি :

তুমি যাহাতে পাপ ও কামনার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পার এবং সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন ও দানবের প্রতারণার বিরুদ্ধে অধিক বলশালী ও সতর্ক হইতে পার, তাহার জন্য তোমার মাঝে মাঝে দৈবকৃপা, মঙ্গল ও পবিত্রতা প্রভৃতির যিনি উৎসস্বরূপ, তাঁহার শরণ গ্রহণ করা উচিত।

যীশুখ্রীষ্টের ভোজ সম্বন্ধীয় পবিত্র উৎসব প্রতিপালনের দ্বারা যে অশেষ মঙ্গল ও রিপুকে দমন করিবার শক্তি লাভ হয়, তাহা জানিয়াই রিপুসকল নিষ্ঠাবান্ ভক্তদিগকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিয়া

পশ্চাতে টানিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় ও সুযোগের অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

২। এইরূপেই কেহ কেহ পবিত্র ভোজ-উৎসব পালন করিয়া নিজদিগকে গঠন করিতে থাকাকালীন শয়তানের দ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে।

এই রিপুসকল তাহাদের স্বাভাবিক দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর-ভক্তগণকে কষ্ট দিবার জন্য ভীতি ও উদ্বেগ সৃষ্টি করতঃ তাঁহাদের ঈশ্বরানুরাগ অথবা বিশ্বাস নষ্ট করিয়া দিয়া শেষে যাহাতে সুযোগমত তাঁহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, অথবা প্রার্থনা হইতে নিরস্ত করিতে পারে, অথবা অন্ততঃ তাঁহাদের উদ্যম কমাইয়া দিতে পারে, তাহার জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

এই সকল ছলনাময় ও মনোরম ইঙ্গিত কখনও ততটা নোংড়া ও ভয়ানক না হইলেও উহাদের দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া তো উচিত নয়ই, বরং এই সকল অলীক কল্পনারাশিকে শয়তানের নিজের মস্তকে নিক্ষেপ করা উচিত। শয়তানের ঐ সকল অলীক চিন্তারাশিকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করাই কর্ত্তব্য। উহার আক্রমণের ভয়ে অথবা সে তোমার অন্তরে যে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তাহার ভয়ে যীশুর পবিত্র ভোজ-উৎসব-পালনকরার ব্রত হইতে বিরত থাকা উচিত নয়।

৩। ইহা ছাড়া, শয়তান ভক্তির একটি বিশেষ অবস্থা লাভের জন্য উগ্র প্রচেষ্টার সৃষ্টি করিয়া এবং পাপস্বীকার করিবার জন্য ব্যস্ততা বা অপর কিছু উদ্ভাবন করিয়া সাধককে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করতঃ তাঁহার সাধনার বিঘ্ন ঘটায়। এই সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানিগণের উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং দুশ্চিন্তা ও অতিব্যস্ততার ভাব ত্যাগ করিবে। কারণ, উহার দ্বারা ঈশ্বরের কৃপালাভে বিলম্ব হয় এবং ভক্তিরও হানি হয়।

সামান্য একটু দুশ্চিন্তা ও কষ্টের কারণেই ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান-পালন পরিত্যাগ করিও না, বরং অবিলম্বে তোমার পাপস্বীকার কর, এবং হাসিমুখে তোমার প্রতি অপরের দোষ মার্জ্জনা কর। এবং তুমি যদি কাহারও কোন অন্যায় করিয়া থাক, তবে বিনীতভাবে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এইরূপ করিলে দেখিতে পাইবে— ভগবান সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ক্ষমা করিবেন।

৪। তোমার অপরাধ-স্বীকারকরণে, অথবা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান-পালনে বিলম্ব করিবার কি সার্থকতা আছে? যত শীঘ্র পার নিজেকে শুদ্ধ কর; খুব তাড়াতাড়ি বিষকে ঝাড়িয়া ফেল। আত্মসংশোধনরূপ এই পরম ফলপ্রদ ব্যবস্থা শীঘ্র প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাইবে— দীর্ঘকাল ধরিয়া ঝুলাইয়া না রাখিয়া শীঘ্র করিলে তোমার অধিকতর কল্যাণ হইবে। যদি তুমি কোন কারণে উহা বাদ দাও, আগামী কল্য উহা অপেক্ষাও বড় কিছু তোমার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং, এইরূপে তুমি ঈশ্বর-উপাসনা হইতে বহুকাল বঞ্চিত থাকিতে পার এবং ক্রমে ক্রমে তোমার যোগ্যতা আরও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

সুতরাং, যত তাড়াতাড়ি পার, তোমার বর্ত্তমান বিষণ্ণভাব ও অলসতা ঝাড়িয়া ফেল। কারণ, দীর্ঘকাল উৎকণ্ঠিত বা অশান্ত মনে থাকিয়া নিত্যকার প্রতিবন্ধকের জন্য ঈশ্বর-উপাসনা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবার কোন সার্থকতা নাই। কেবল তাহাই নয়; দীর্ঘকাল ধরিয়া উপাসনা হইতে ক্ষান্ত থাকা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, উহার দ্বারা সাধারণতঃ খুব আধ্যাত্মিক অধোগতি হইয়া থাকে। উদ্যমশূন্য ও অসংযত কেহ কেহ যে নিজেদের প্রতি অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার ভয়ে ইচ্ছা করিয়াই অপরাধ-স্বীকারে বিলম্ব করিয়া উপাসনায় গরিমসি করিয়া থাকে, তাহা বড়ই দুঃখের কথা।

৫। যাহারা অতি অল্পতেই উপাসনা ত্যাগ করে, তাহাদের অনুরাগ কত কম ও নিম্ন থাকের, এবং তাহাদের ভক্তিই বা কত কাঁচা! কিন্তু, যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধ্যানুসারে উপাসনার জন্য বেশ ভালভাবে প্রস্তুত থাকিবার জন্য নিজের জীবনকে সুশৃঙ্খলভাবে চালনা করেন, এবং মনকে কৌশলপূর্ব্বক বশে রাখেন, তিনি কেমন সুখী, এবং ঈশ্বরের তিনি কত প্রিয়! যদি কেহ কোন ন্যায্য কারণে কুণ্ঠার সহিত উপাসনা হইতে বিরত থাকে, তবে তাহাকে অপরাধী বলা যায় না। কারণ, উপাসনা হইতে ক্ষান্ত থাকিবার পশ্চাতে তাহার অশ্রদ্ধা নাই।

কিন্তু যদি তাহার সাধনায় অবসাদ আসে, তবে উহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সাধ্যানুসারে সাধনা করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ঐরূপ করিলে ঈশ্বর তাহার শুভবাসনা পূর্ণ কবিবেন। কারণ, ঈশ্বরের চক্ষে এইরূপ প্রচেষ্টা খুব প্রশংসনীয়।

৬। কিন্তু, ন্যায়সঙ্গত কোন বাধা উপস্থিত হওযা সত্ত্বেও যাঁহার সর্ব্বদা শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং যিনি উপাসনা করিবার জন্য একটা সদিচ্ছা পোষণ করেন, উপাসনায় বাধা আসিলেও তিনি উহার শুভফল হইতে বঞ্চিত হইবেন না। কারণ, প্রত্যহ এবং প্রতি ঘণ্টায় যে কোন ভক্তসাধক নিরন্তর যীশুর চিন্তা করিয়া বিনা বাধায় বেশ ভালভাবেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলেও নিজের সুখ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কোন দিন এবং নির্দিষ্ট সময়ে মুক্তিদাতা যীশুর জীবনাদর্শ অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিন্তা করিয়া ঈশ্বরের মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা কর্ত্তব্য। কারণ, যত বেশী তিনি ভক্তিপূর্ব্বক অবতার যীশুর গূঢ় তত্ত্ব ও তাঁহার আত্মত্যাগের কথা চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রেমে অনুরক্ত হন, তত বেশী তিনি যীশুর ভাবতন্ময়তা লাভ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রশান্তি লাভ করেন।

৭। কোনও উৎসব নিকটবর্ত্তী না হওয়া পর্যন্ত যে নিজেকে প্রস্তুত করে না, বা সমাজেব কোন বিধিব চাপে পডিযা মাত্র নিজেকে প্রস্তুত কবে, তাহাকে প্রাযই অপ্রস্তুত অবস্থায দেখিতে পাওযা যায। যিনি যত বেশী নিজে উপাসনা কবিযা বা অপবকে উপাসনা কবাইযা প্রভুব সম্মুখে সদা প্রজ্জ্বলিত দীপ-রূপ অর্ঘ্যেব ন্যায নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ কবেন, তিনিই ধন্য। তুমি যাঁহাদেব সঙ্গে বাস কব, তাঁহাবা যে বীতিতে উপাসনা কবেন, সেই বীতি অনুসবণ কবা ছাডা তোমাব উপাসনা খুব বেশী ধীবে বা খুব বেশী তাডাতাডি কবা উচিত হয। গুরুজনদেব নির্দ্দেশ অনুসাবে প্রচলিত বিধিব অনুসবণ কবাই ববং ভাল ; কিন্তু তথাপি তোমাব নিজে বিবক্তি বোধ কবা এবং অন্যেবও বিবক্তিব হেতু হওযা উচিত নয। নিজেব ইচ্ছা বা ভাব বিসর্জ্জন দিযা অপবেব উপদেশেব কাছে নতি স্বীকাব কবাই শ্রেয।

---

# একাদশ অধ্যায়

## যীশুর জীবন-আদর্শ ও শাস্ত্র

**শিষ্যেব উক্তি :**

**পবম পবিত্র প্রভু যীশু ! তোমাব যে-ভোজসভায অন্তবেব সকল বকম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়েব মধ্যে একমাত্র তুমিই ববণীয, এবং যথায় তোমাব জীবন-আদর্শ গ্রহণ কবা ছাড়া আব কিছুই নাই, সেইখানে যে-ভক্ত তোমাব সান্নিধ্যে থাকিয়া তোমাব সেই আদর্শ গ্রহণ কবেন, তাঁহাব ভাগ্য কত ভাল। তোমাব সম্মুখে হৃদযেব আবেগে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পবমা ভাগ্যবতী ম্যাগ্-ডোলিনেব অনুকবণে অশ্রুতে তোমাব**

চরণ ধৌত করিলেও আমার পক্ষে উহা সৌভাগ্যের কথা হইত। কিন্তু, এখন কোথায় সেই ভক্তি? ভাবাবেগে অনুরাগ-অশ্রুর সেই প্লাবনই বা কোথায়? তোমাকে এবং তোমার শুদ্ধাত্মা দেবদূতদিগকে দর্শন করতঃ অনুপ্রাণিত অন্তরে আনন্দে ক্রন্দন করা উচিত। কারণ, এই উপাসনা-অনুষ্ঠানে তোমার প্রকৃত নাম প্রকাশিত না থাকিলেও আমি তোমাকে উপস্থিত দেখিতে পাই।

২। তোমার দিব্যরূপের উজ্জ্বলতা সহ্য করা আমার চক্ষুর পক্ষে তো দূরের কথা, সমগ্র জগৎও উহা সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং, এই উপাসনা-প্রতীকের অন্তরালে তোমার নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তুমি আমার এই দর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়াছ। স্বর্গে দেবদূতেরা যাঁহাকে কোনরূপ প্রতীকের সাহায্য না লইয়া সাক্ষাৎভাবেই পূজা করেন, আমি তাঁহাকেই আপাততঃ কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাসের দ্বারা লাভ কবি এবং পূজা করি।

যতদিন না মায়ার অন্ধকাব দূরীভূত হইয়া শাশ্বত জ্ঞানালোক ফুটিয়া ওঠে, ততদিন আমার পক্ষে বিশ্বাসরূপ আলোর সাহায্যেই পথ চলা উচিত। কিন্তু, আমার কাছে সত্যস্বরূপের প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সব অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা থাকিবে। কারণ, পরম পবিত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে অপর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। কারণ, ঈশ্বরের সম্মুখে তাঁহারা তাঁহার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কেবল আনন্দই করেন, এবং ক্রমশঃ আরও অধিক দেবত্ব লাভ করিয়া এবং এমনকি বুদ্ধির অগম্য ঈশ্বরের সত্ত্বা অর্জ্জন করতঃ নরশরীরধারী ঈশ্বরের আদি-অন্তহীনতার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে থাকেন।

৩। যখন আমি এই সব অত্যাশ্চর্য্য বিষয়সমূহ চিন্তা করি, তখন যে-কোন প্রকারের পারমার্থিক সুখ আমার কাছে ভারস্বরূপ ও বিরক্তিকর মনে হয়। কারণ, যতক্ষণ না আমি মহা মহিমময় আমার

প্রভুকে প্রত্যক্ষ কবিতে পাবিতেছি, ততক্ষণ আমি এই জগতে যাহা কিছু দর্শন বা শ্রবণ কবি না কেন, তাহা সব অসাব বলিয়া বোধ হয। হে ভগবান! তুমি জান যে, অনন্তকাল ধবিযা ধ্যান কবিবাব জন্য আমি যাঁহাকে আকাঙ্ক্ষা কবি, আমাব সেই ঈশ্বব তুমি ছাডা অপব কোন বস্তু বা প্রাণীই আমাকে শান্তি দিতে পাবে না। কিন্তু, যতকাল আমি এই মবদেহ নিযে আছি, ততকাল ইহা সম্ভব নয। সুতবাং, আমাকে ধৈর্য্যেব সহিত প্রত্যেক বিষযেই তোমাব নিকট আত্মসমর্পণ কবিতে হইবে।

কাবণ, হে প্রভু! তোমাব যে সকল পার্ষদেবা স্বর্গলোকে তোমাকে লইয়া আনন্দ কবিতেছেন, তাঁহাবাও এই মর্ত্তলোকে জীবিত থাকাকালীন বিশ্বাস এবং ধৈর্য্যেব সহিত তোমাব আবির্ভাবেব জন্য অপেক্ষা কবিযাছিলেন। তাঁহাবা যাহা বিশ্বাস কবিতেন, আমিও তাহা কবি। তাঁহাবা যাহা আশা কবিতেন, আমিও সেইরূপ আশা কবি। তোমাব কৃপায তাঁহাবা যাহা লাভ কবিয়াছিলেন, আমি বিশ্বাস কবি —আমিও তাহা লাভ কবিব। ইত্যবসবে মহাত্মাদেব আদর্শেব দ্বাবা অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্বাসেব সহিত আমি অগ্রসব হইতে থাকিব। আমিও আত্মপবীক্ষা ও শান্তিলাভেব জন্য শাস্ত্র পাঠ কবিব। উহাব জন্য— একমাত্র উপায় এবং আশ্রযস্থলরূপে তোমাব উত্তম পবিত্র জীবন আদর্শ যে আমাব কাছে আছে— তাহাই সর্বাপেক্ষা বড় কথা!

৪। কাবণ, এই জীবনে আমি বিশেষভাবে দুইটি বিষযেব প্রয়োজন উপলব্ধি কবি। উহা না পাইলে এই দুঃখময জীবন আমাব কাছে অসহ্য হইবে। যতকাল আমি এই দেহকাবাগাবে আবদ্ধ আছি, ততকাল যে দুইটি বিষয়েব প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে কবি, তাহা হইতেছে— খাদ্য ও আলো। সুতবাং, এমন দুর্বল ও অসহায় আমার শবীর ও মনকে সতেজ রাখিবার জন্য তোমার পবিত্র দেহেব

তপস্যারূপ খাদ্য এবং সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য তোমার বাণীরূপ আলো আমাকে প্রদান করিয়াছ। এই দুইটি ব্যতীত সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ঈশ্বরের বাণীই আমার আলো এবং তোমার ভোজউৎসব পালন করা আমার খাদ্য। গীর্জায় অবস্থিত গুপ্তধন ও রত্নাগার— এই দুইয়ের টেবিলের সহিত উক্ত দুইটি বিষয়ের তুলনা করা যায়। একটি টেবিল হইতেছে— পবিত্র বেদী। সেখানে শুদ্ধ খাদ্য অর্থাৎ প্রভু যীশুর মহামূল্য প্রতিমূর্ত্তি আছে। অপরটি হইতেছে—শুদ্ধ বিধিসম্বলিত স্বর্গীয় শাস্ত্রের। মানুষের, যথার্থ ধর্ম-বিশ্বাস জন্মাইয়া প্রতীক অবলম্বনে তাহাকে ঈশ্বরের দিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর করাইবার জন্য স্বর্গীয় বিধিসম্বলিত এই শাস্ত্র।

শাশ্বত জ্যোতির পথে আলোস্বরূপ হে প্রভু যীশু! ধর্ম্মবক্তা, দ্বাদশ জন পার্ষদ্ ও অন্যান্য ধর্ম্মাচার্য প্রভৃতি যাঁহারা তোমার সেবক, তাঁহাদের দ্বারা প্রণীত আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য পবিত্র বিধিসম্বলিত শাস্ত্র রাখিবার জন্য তুমি যে টেবিল নির্মাণ করাইয়াছ, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৫। তুমি বিশ্বের স্রষ্টা ও মানবজাতির মুক্তিদাতা। তোমাকে ধন্যবাদ। সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেম প্রদর্শনের জন্য তুমি এই মহান্ ভোজের আয়োজন করিয়াছ। ভক্তজনের আহারের জন্য কোনও মেষশাবক প্রদান না করিয়া তোমার শুদ্ধদেহ ও শোণিতরূপ জীবন-আদর্শ প্রদান করিয়াছ এবং এই পবিত্র ভোজসভার দ্বারা নিষ্ঠাবান সাধকদিগকে আপ্যায়িত করতঃ মোক্ষপাত্র পান করাইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণত্ব প্রদান করিয়াছ। এই ভোজসভায় স্বর্গীয় সব কিছুই আছে। এখানে পবিত্র দেবদূতেরা আমাদের সঙ্গে আরও অধিক আনন্দ সহকারে তোমার জীবন আদর্শরূপ আহার গ্রহণ করেন।

৬। অহো, যে-সকল আচার্যগণকে শুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা মহিমময় ঈশ্বরের প্রতীক উৎসর্গ বা স্থাপনে , ওষ্ঠাধরে আশীর্বাদ, হস্তে শাসন, মুখভঙ্গীতে ভাবগ্রহণ ও প্রদান করিবার অধিকার প্রদান করা হয়, সেই সকল আচার্যগণের কর্তব্য কত মহান্ ও সম্মানজনক ! অহো, পবিত্রতাস্বরূপ ঈশ্বর যে-আধারে প্রকাশিত হন, সেই আধারের হস্তদ্বয়, মুখ, দেহ ও অন্তঃকরণ কেমন শুদ্ধ হওয়া উচিত ! যিনি আচার্য, যিনি প্রায়ই যীশুর উপাসনা করেন, তাঁহার মুখ হইতে সৎ ও কল্যাণজনক বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৭। যে নেত্রদ্বয় প্রভুর মূর্ত্তিদর্শনে অভ্যস্ত, সেই নেত্রদ্বয় শুদ্ধ—পবিত্র হওয়াই উচিত। যাঁহার হস্তদ্বয় স্বর্গ-মর্ত্তের স্রষ্টাকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তাহাও পবিত্র এবং দিব্যধামের দিকেই উত্তোলিত থাকা বাঞ্ছনীয়। শাস্ত্রে আচার্যগণের প্রতি বিশেষভাবে এই নির্দেশ দেওয়া আছে— "যেহেতু তোমার ঈশ্বর আমি শুদ্ধ, সেইহেতু তোমাকেও তদ্রূপ হইতে হইবে।" যেরূপ নির্দোষভাবে আমাদের জীবনযাপন করা উচিত, সেইরূপভাবে না করিতে পারার অপরাধের জন্য অনুতাপ করিবার এবং ভবিষ্যতে বিনম্রভাবে অধিকতর আন্তরিকতার সহিত তোমার সেবা করিবার শক্তি আমাদিগকে প্রদান কর।

---

# দ্বাদশ অধ্যায়
## যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকামীর জীবন

প্রিয়তমের উক্তি :

আমি পবিত্রতাকে ভালবাসি, এবং আমিই সর্বপ্রকার পবিত্রতা দান করি। আমি শুদ্ধ অন্তঃকরণই অনুসন্ধান করি; শুদ্ধমনেই আমার অধিষ্ঠান। "আমার জন্য উপরতলার একটি বৃহৎ প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত রাখ; আমি সেখানে আমার পার্ষদ্‌গণকে লইয়া উৎসব করিব।" যদি তুমি আমার আগমন ও তোমার সঙ্গে আমার বসবাস আকাঙ্ক্ষা কব, তবে পুরাতন দোষসমূহ দূর করিয়া দিয়া তোমার হৃদয়মন্দিরকে শুদ্ধ কর। অনিত্য বিষয়সকল ও পাপকণ্টক দূর করিয়া দিয়া গৃহশীর্ষে চড়ুই পাখীর মত একাকী বস এবং অত্যন্ত মনোবেদনার সহিত তোমার অপরাধের কথা চিন্তা কর। যিনি প্রেমিক, তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের জন্য উত্তম ও সুন্দরতম স্থানই প্রস্তুত করিবেন। কারণ, উহার দ্বারাই প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকের অনুরাগ বুঝা যায়।

২। যতই তুমি অনন্যমন হইয়া সমগ্র বৎসর ধরিয়া নিজেকে প্রস্তুত কর না কেন, তথাপি ইহা জানিও যে, তোমার নিজের যে কোনও উত্তম প্রচেষ্টা এই প্রস্তুতি-করণে যথেষ্ট নয়। কেবল আমারই গুণে ও অনুগ্রহে তুমি আমার কাছে আসিবার অধিকার পাইয়াছ। ধনবান্ লোকের ভোজসভায় নিমন্ত্রিত ভিক্ষুকের পক্ষে তৎকর্তৃক প্রাপ্ত উপকারের পরিবর্তে যেমন দীনতা স্বীকার ও ধন্যবাদ প্রদান করা ছাড়া অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা নাই, তোমার অবস্থাও সেইরূপ।

তোমার যেরূপ সামর্থ্য আছে, সেইরূপই কর, এবং নিষ্ঠার সহিত উহা কর। কোন রীতির জন্য নয়, কোন প্রয়োজনের জন্যও নয়,

পারি, তাহার জন্যই প্রার্থনা করি ; —তাহার জন্যই আমি আশা করিয়া আছি আহা ! হে প্রভু ! কবে আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া তোমার অঙ্গে মিশিয়া গিয়া নিঃশেষে নিজেকে ভুলিয়া যাইব ? 'তুমি আমাতে এবং আমি তোমাতে'— আমরা দুইজনে যাহাতে একত্র মিলিয়া থাকিতে পারি— তাহারই বর দাও।

২। সত্যই তুমি আমার প্রিয়তম, সহস্র সহস্রের মধ্যে প্রধানতম ! জীবন ভরিয়া তোমাকে লইয়া ঘর করিতে পারিলেই আমি খুব সুখী। তুমি সত্য-সত্যই আমার শান্তিদাতা। তোমার উপরই মোক্ষ এবং যথার্থ শান্তি নির্ভর করে। তোমাকে ছাড়িয়া কেবল যন্ত্রণা— কেবল অশান্তি। হে প্রভু! তুমি সত্যই এমন একজন যে নিজেকে লুকাইয়া রাখে। দুষ্টপ্রকৃতি লোকেরই সঙ্গে তুমি কথা বল না, কিন্তু বিনয়ী ও সরলমন লোকের সঙ্গে কথা বলিয়া থাক।

আহা ! তোমার তত্ত্ব কি মধুর ! হে প্রভু ! তুমি ইচ্ছা করিলে পরিণামে তোমার সন্তানগণকে তোমার মাধুর্য্য দেখাইতে পার। সুতরাং, কৃপা করিয়া তাহাদিগকে এবং এমনকি স্বর্গলোক হইতে যাহাদের পতন হইয়াছে, তাহাদিগকেও তোমার মাধুর্য্যরূপ খাদ্য প্রদান করিয়া সতেজ করিয়া তোল।

তুমি যেমন তোমার একনিষ্ঠ সেবকদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে প্রতিদিনের সুখ দান করিয়া থাক, তাহাদের মনকে স্বর্গলোকের দিকে ঘুরাইয়া দাও এবং আনন্দ করিবার জন্য তোমার নিজের জীবনকেই প্রদান করিয়া থাক, নিশ্চয়ই তেমন মহান্ ও ঘনিষ্ঠতর দেবতা জগতের অপর কোন জাতির মধ্যে নাই।

৩। খ্রীষ্টানদের মত অপর আর কোন্ জাতি এতটা খ্যাতি লাভ করিয়াছে ? অথবা যাহাদের মধ্যে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার মহান্ জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহারা ছাড়া জগতে আর কাহারা তাঁহার প্রিয় ও ভক্ত !

আহা কী অনির্ব্বচনীয় করুণা— কী অনবদ্য প্রসন্নতা! কী অন্তহীন প্রেম, বিশেষ করিয়া মানব-জাতির প্রতি!

কিন্তু, এই করুণার বিনিময়ে, অত সাধারণ দানেব বিনিময়ে প্রভুকে আমার কি দিবার আছে? আমাব ঈশ্ববের নিকট আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে তাঁহাব সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া তাঁহার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অন্য কিছু প্রদানেব সামর্থ্য আমার নাই। যখন আমার অন্তরাত্মা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবে, তখনই আমাব সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। তখনই তিনি আমাকে বলিবেন— "যদি তুমি আমাব সঙ্গে মিলিতে চাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে মিলিতে চাই।" এবং আমিও উত্তর করিব— "প্রভু! কৃপা করিয়া আমাব সঙ্গে অবস্থান কর। আমি আনন্দের সহিত তোমার সঙ্গে থাকিব।" তোমার সঙ্গে যেন আমার মিলন ঘটে— ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

---

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

## যীশুর ভক্ত

শিষ্যের উক্তি :

প্রভু! যাঁহারা তোমাকে ভয় করেন, তাঁহাদের প্রতি তুমি কত বেশী সুপ্রসন্ন। হে প্রভু! যে-সকল ভক্ত অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক ও অনুরাগের সহিত তোমার উপাসনা-অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, তাঁহাদের কথা আমি যখন চিন্তা করি, তখন তোমার উপাসনাবেদী ও পবিত্র প্রার্থনাসভায় উপস্থিতির ব্যাপারে আমার উৎসাহহীনতা

ও জড়তার কথা ভাবিয়া প্রায়ই আমি লজ্জিত হইয়া পড়ি এবং তখন লজ্জায় আমার মুখ লাল হইয়া যায়।

প্রাণের উৎসস্বরূপ হে ভগবান! যেখানে বহু ভক্ত তোমার সহিত কথা বলিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষাবশতঃ আকুল ক্রন্দনবেগকে রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া দেহ-মন দ্বারা সর্বতোভাবে অন্তরের অন্তস্তল হইতে তোমাকে কামনা করিত এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার রূপকে বরণ করিতে না পারা পর্যন্ত যে কালে কোন উপায়েই নিজেদের পারমার্থিক ক্ষুধা প্রশমিত বা চরিতার্থ করিতে সমর্থন হন নাই, সেইকালে আমার হৃদয়ের এতটা জড়তা ও অনুরাগশূন্যতার জন্য এবং তোমার উপস্থিতির দ্বারাও যে আমি প্রেরণালাভ করতঃ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছি না, তাহার জন্য আমার দুঃখ হয়।

২। আহা! তোমার পবিত্র সান্নিধ্যে পৌঁছিবার সহায়ক তাঁহাদের বিশ্বাস কি জ্বলন্ত! যাঁহাদের অন্তরে এমন জ্বলন্ত বিশ্বাস, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুকে রুটি-বণ্টনের সময় যথার্থই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তুমিও —হে মাধুর্য্যমণ্ডিত যীশু! তাঁহাদের সঙ্গে বিহার করিয়াছিলে ও কথা বলিয়াছিলে। ইহার তুল্য অনুরাগ ও ভক্তি, এত গভীর ভালবাসা ও আগ্রহ অর্জন করিতে আমার এখনও অনেক দেরি।

হে কৃপাময় মধুর ও মহান্ যীশু! আমার প্রতি তুমি সদয় হও। আমার মত তোমার এই হতভাগ্য নিঃস্ব জীবকে মাঝে মাঝে— অন্ততঃ এই পবিত্র উপাসনা অনুষ্ঠানে তোমার গভীর ও আন্তরিক প্রেমের সামান্য অংশমাত্র উপলব্ধি করিবার জন্য এমন শক্তি দাও যেন, তোমার করুণা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার আরও বৃদ্ধি পায় এবং এই স্বর্গীয় অমৃত আস্বাদানের পর আমার মধ্যে যে ভক্তি একবার সম্যগ্রূপে উথলিয়া উঠিবে, তাহা যেন আর কখনও স্তিমিত হইয়া না যায়।

৩। যাহা হউক, আমি যেই-কৃপা লাভ করিবাব জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি, তুমি কৃপা করিয়া তাহাই প্রদান করিতে সমর্থ। এবং তোমাব ইচ্ছানুসাবে যে কোন দিবসে অত্যন্ত সদয়ভাবে অনুভূতিব শক্তি দিয়া আমাকে দর্শন দান করিবার শক্তিও তোমার আছে।

যদিও তোমার ঐরূপ বিশিষ্ট ভক্তদের মত তীব্র ব্যাকুলতার অগ্নিতে আমি দগ্ধ হইতেছি না, তথাপি তোমার কৃপায় এইরূপ জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষালাভের জন্য আমি লালায়িত হইয়া আকুল আগ্রহে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন আমি এই সকল যথার্থ ঈশ্বরপ্রেমিকদেব সঙ্গে অংশ গ্রহণ কবিয়া তাঁহাদেব সৎসঙ্ঘেরই একজন বলিযা গণ্য হইতে পারি।

---

# পঞ্চদশ অধ্যায়

## ভক্তিলাভের উপায়

প্রিয়তমের উক্তি :

**ভক্তিলাভের জন্য আকুল প্রাণে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা কবিয়া অপেক্ষা কর এবং ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে, নিষ্ঠার সহিত অনুরাগ নিয়া সাধন করিও এবং যতদিন না তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে দর্শন দান করেন, ততদিন তুমি দর্শনাদির জন্য তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকিও।**

**তুমি যখনই অন্তরে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের অভাব বোধ করিবে, তখনই বিশেষভাবে দীনভাব অবলম্বন করিও, কিন্তু অনুরাগের অভাবের জন্য হতাশ হইও না, বা দুঃখিতও হইও না।**

প্রায়ই দেখা যায়— অনেকদিন ধরিয়া প্রার্থনা করিয়াও যাহা ঈশ্বরের কাছে পাওয়া যায় না, তাহাই আবার হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার কাছে পাওয়া যায়। প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যাহা দেন না, তাহাই অনেক সময় — শেষে দিয়া থাকেন।

২। যদি প্রার্থনাব সঙ্গে সঙ্গে অথবা ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যাইত, তবে দুর্বল-প্রকৃতির লোকেরা উহা ঠিক ঠিক ধারণা করিতে পারিত না। সুতরাং, ঈশ্বরের অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য খুব আশা ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া অপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু, ঐরূপভাবে অপেক্ষা কবা সত্ত্বেও যখন ঈশ্বরের কৃপা পাইবে না, অথবা আস্তে আস্তে উহা হইতে বঞ্চিত হইবে, তখন তোমার নিজের কুসংস্কারের উপরই দোষাবোপ করিবে।

কখন কখন দেখা যায় যে, খুব সামান্য কোন কারণে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয় না। এমন মহদ্বস্তুলাভের পথে যাহা বাধার সৃষ্টি করে, তাহা গুরুতর ব্যাপার না হইলেও সামান্য বলিতে যাহা বুঝায়, অন্ততঃ তাহাই। এবং ইহা বড়ই হউক, কি ক্ষুদ্রই হউক, তুমি তাহা দূর করিয়া সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারিলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

৩। কারণ, আর দেরি না করিয়া যত শীঘ্র তুমি অন্তর থেকে নিজেকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করিবে এবং নিজের ইচ্ছা বা কামনা কিছুই রাখিবে না, বরং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, তত শীঘ্র তুমি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া শান্তি লাভ করিবে। কারণ, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার মত আর কিছুই এত তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে না।

সুতরাং, যে কেহ অনন্যচিত্তে ঈশ্বরের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বলি দিয়া যে কোন বিষয় সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অপরিমিত পছন্দ বা

অপছন্দ হইতে মুক্ত থাকিবে, সে-ই ঈশ্বরলাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ ভক্তিলাভের অধিকারী হইবে। কারণ, ঈশ্বর অধিকারী দর্শন করিলেই কৃপা করিয়া থাকেন। যে-কেহ যত সুষ্ঠুভাবে এই সকল হীন বিষয় ত্যাগ করিয়া দীনভাব অবলম্বন করিবে এবং অহংকার বিসর্জনপূর্বক মৃতবৎ নির্বিকারভাবে অবস্থান করিবে, তত শীঘ্র ঈশ্বরকৃপা তাহার জীবনকে আরও অধিক উন্নত করিয়া তুলিবে।

৪। তখনই তাহার ধারণাশক্তি আসিবে, খুব দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকিবে, এবং সে বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া যাইবে। এবং তাঁহার অন্তরটা যেন প্রসারিত হইয়াছে— এরূপ বোধ হইবে। কারণ, ঈশ্বর তাঁহার সহায় এবং তিনি নিঃশেষে চিরকালের জন্য নিজেকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন। দেখ, এইরূপেই যিনি বৃথা নিজের অহং-এর প্রতিষ্ঠা কামনা না করিয়া সমগ্র অন্তর দিয়া একমাত্র ঈশ্বরকেই চাহিবেন, তিনিই সুখী হইবেন। এইরূপ ব্যক্তি প্রভু যীশুর পবিত্র নৈশ ভোজ-উৎসবে যোগদান করিয়া ত্রিমূর্তির* বিশেষ কৃপা লাভ করেন। কারণ, তিনি ভক্তিনিষ্ঠ জীবন যাপন পূর্বক শান্তিলাভের দিকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া ঈশ্বরের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন বলিয়াই উহা লাভ করেন।

---

* পরম পিতা ঈশ্বর, পুত্র যীশু ও দিব্যাত্মা (Trinity)।

# ষোড়শ অধ্যায়
## প্রভুযীশুর কৃপাপ্রার্থনা

শিষ্যের উক্তি :

আনন্দদায়ক স্নেহময় প্রভু! এখন আমি তোমাকে একান্তভাবে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার যে-সব দোষ আছে ও আমার যাহা যাহা অভাব আছে, তাহা সবই তুমি জান। ইহা ছাড়াও কত বড় বড় অন্যায় ও জঘন্য কর্মে আমি জড়িত আছি, কেমন মাঝে মাঝে আমি তাহাদের দ্বারা প্রলুব্ধ, বিব্রত ও পরাভূত হইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি, —তাহার সবই তুমি জান। এই সকলের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়া শান্তি ও সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি।

তুমি সর্বজ্ঞ; তুমি আমার অন্তরের সকল চিন্তাই ধরিতে পার। একমাত্র তুমিই আমাকে যথার্থ শান্তি দিতে ও সাহায্য করিতে পার বলিয়া আমি তোমার কাছে ঐ সকল প্রকাশ করিতেছি। কোন্ গুণে গুণবান হওয়া আমার প্রয়োজন এবং আধ্যাত্মিকতায় আমি কত নীচে আছি প্রভৃতি সকলই তুমি জান।

২। দেখ প্রভু! তোমার কৃপা লাভের জন্য তোমার সম্মুখে আমি নিঃস্ব ও উলঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছি। তোমার এই অকিঞ্চন ভক্তকে ভক্তি দান করিয়া সতেজ কর; তোমার প্রেমাগ্নির তাপে জড়তাপ্রাপ্ত তোমার এই ভক্তকে উদ্দীপিত কর, এবং তোমার দর্শনরূপ প্রভার দ্বারা তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দাও। আমার কাছে ঐহিক সব বিষয়কে তিক্ত করিয়া তোল, এবং দুঃখজনক ও প্রতিকূল

বিষয়সমূহে যাহাতে ধৈর্য্য অবলম্বন কবিতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও, এবং সকল প্রকাব অসার অনিত্য বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞানে ভুলাইয়া দাও।

দিব্যধামে অবস্থিত তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমার মনকে উন্নত করিয়া তোল ; উহাকে জগতে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দিও না। এখন হইতে চিরকালের জন্য তুমিই একমাত্র আমাব প্রিয়পাত্র হও। কারণ, তুমিই একমাত্র আমার খাদ্য ও পানীয়, আমাব ভালবাসা ও আনন্দ এবং আমাব মাধুর্য্য ও ভাল বলিতে যাহা আছে, সেই সকলও তুমি।

৩। তোমাকে ভালবাসিয়া আমি যাহাতে তোমার সঙ্গে মিলিত হইতে পারি এবং আমার ও তোমার সত্ত্বা এক হইয়া যায়, তাহার জন্য হে প্রভু! তুমি আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্দীপিত ও গ্রাস করিয়া তোমার সত্ত্বায় পরিণত কর। অতৃপ্ত ও নীরস অবস্থায় আমাকে তোমার কাছ হইতে তাড়াইয়া না দিয়া তোমার সাধু-ভক্তদের সঙ্গে তুমি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, সেইরূপ সদয় ব্যবহার আমার সঙ্গেও কর। তোমার দ্বারা আমি যদি একান্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ অহংশূন্য হই, তাহা হইলে কেমন আনন্দের বিষয় হয়! তুমি চির প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। তোমার ক্ষয় নাই কখনও। তুমি পবিত্রতা বিধায়ক। বোধশক্তির প্রেরণাদাতা যে প্রেম, তাহাও তুমি।

---

# সপ্তদশ অধ্যায়

## ঈশ্বরানুরাগ

শিষ্যের উক্তি :

হে প্রভু ! তোমার ভোজসভায় যোগদানকারী অনেক সাধু মহাজন ও ভক্ত যেমন তোমাকে লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং যে-সকল ভক্তজনের পবিত্রতায় তুমি মুগ্ধ হইয়াছিলে, আমি তাহাদেরই মত গভীব ভক্তি, জ্বলন্ত প্রেম ও অন্তরের সমগ্র অনুরাগে তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করি। শাশ্বত প্রেমস্বরূপ; মঙ্গলময় ও অনন্ত সুখস্বরূপ হে ঈশ্বর ! যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তোমার পার্ষদগণের জীবনে সম্ভব, আমি সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্তরের অন্তরতম অনুরাগেব সহিত তোমাকে লাভ করিবার কামনা করি।

২। যদিও আমি ঐ সকল অনুভূতি উপলব্ধি করিবার অধিকারী নহি, তথাপি ঐ সকল অতীব সুন্দর ও জ্বলন্ত অনুরাগ তোমাব জন্য একমাত্র আমারই আছে মনে করিয়া অন্তরের সকল ভালবাসা তোমাতে অর্পণ করিতেছি। কেবল তাহাই নহে ; একজন নিষ্ঠাবান্ সাধক যতটা ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন, আমি গভীরতম শ্রদ্ধা এবং অন্তরের অন্তরতম অনুরাগ লইয়া ততটা শ্রদ্ধা-ভক্তি তোমাকে নৈবেদ্যরূপে নিবেদন করিতেছি।

আমি আমার বলিতে আর কিছু রাখিতে চাহি না। বরং, সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া আনন্দের সঙ্গে নিজেকে এবং নিজের বলিতে যাহা বুঝায়— সবই তোমাকে সমর্পণ করিতে চাই। হে প্রভু! আমার ঈশ্বর, আমার স্রষ্টা ও আমার মুক্তিদাতা! অদ্যকার দিবসে এইরূপ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা লইয়া গুণকীর্তন করিতে করিতে সম্মানের সহিত তোমাকে বরণ করিতে আমি ইচ্ছা করি। এইরূপ কৃতজ্ঞতা, যোগ্যতা

ও ভালবাসার সহিত তোমাকে লাভ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা। যে বিশ্বাস ও পবিত্রতার বলে তোমার মহিমময়ী জননী শুদ্ধাত্মা কুমারী তোমাকে জানিতে পারিয়া এবং তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া ঈশ্বর-অবতরণের নিগূঢ় শুভ সংবাদ-প্রকাশককে যেমন দীনতা ও ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন— "দেখ, আমি প্রভুর দাসী। প্রভু! তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তুমি আমার কাছে আগমন কর"— আমিও তদ্রূপ বিশ্বাস, আশা ও পবিত্র অন্তঃকরণ লইয়া অদ্যকাব দিবসে তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করি।

৩। এবং, যেমন তোমার অগ্রগামী দূত উত্তম সাধু ধর্ম্মাচার্য্য যোহন তোমার আবির্ভাবে সুখী হইয়া মনেব আনন্দে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই নৃত্য করিয়াছিলেন এবং পরে জনগণের মধ্যে তোমাকে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে ভক্তিপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "বরের বন্ধু যেমন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বরের কথা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার কথা শ্রবণের অধিকার পাইয়া খুব আনন্দ করেন, আমিও সেইরূপ তোমাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধ কামনার দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া আমার সমগ্র অন্তর দিয়া নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি! এবং আরও, আমার এবং যে-সব ভক্তজনের প্রশংসা প্রার্থনাকালে আমার কাছে করা হইয়াছে, তাঁহাদের জন্য— উচ্ছ্বসিত আনন্দ, তীব্র অনুরাগ, সমাধি, অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সকল ভক্তজনের হৃদয়ে অনুভূত স্বর্গীয় দর্শনাদি এবং স্বর্গমর্ত্তবাসিগণকর্ত্তৃক কৃত ও করণীয় স্তব প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে তোমার স্তুতি ও মহিমাকীর্ত্তন যথাযোগ্যভাবে চিরকাল করা হয়, তাহার জন্য ঐ সকল তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

৪। হে প্রভু! আমার ঈশ্বর! তোমার অনির্ব্বচনীয় মহিমার জন্য যে অনন্ত স্তুতি এবং ধন্যবাদ তোমার পাওয়া উচিত, সেইভাবে তোমাকে স্তুতি এবং ধন্যবাদ প্রদান করিবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষাকে

তুমি পূর্ণ করিয়া দাও। এই সকল স্তুতি আমি তোমাকে করিতেছি এবং প্রতিদিন প্রতি মহূর্ত্তে ঐরূপ করিবার আমার বাসনা। ইহা ছাড়া, স্বর্গবাসী সকল মহাপুরুষ এবং তোমার অপর সকল নিষ্ঠাবান্ লোকদিগকেও আমার সঙ্গে তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান ও তোমার গুণকীর্ত্তনের জন্য সানুনয় প্রার্থনাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

৫। সকল ভাষার, সকল জাতির, সকল লোকই পরম আহ্লাদে এবং ভক্তির তীব্র আবেগে তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া তোমার পবিত্র ও মধুর নামের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করুক। যাঁহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তোমার মহান্ ব্রত-গ্রহণ-অনুষ্ঠান পালন করিয়া সমগ্র বিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করেন, তাঁহারা তোমার কৃপালাভের যোগ্যতা লাভ করুন এবং আমার মত অধমের কল্যাণের জন্য তোমার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করুন। এবং যখন তাঁহারা তাঁহাদের অভিলষিত ভক্তি ও আনন্দপূর্ণ তোমার সাযুজ্য লাভপূর্ব্বক বেশ স্বস্তি ও শান্তি লাভ করিয়া মুক্ত হইবেন, তখন তাঁহারা আমার মত হতভাগ্যকে যেন স্মরণ করেন।

---

# অষ্টাদশ অধ্যায়

## যীশুর অনুসরণ

প্রিয়তমের উক্তি :

**সংশয়ের গভীর কূপে পতন হইতে যদি বাঁচিতে চাও, তবে এই ধর্ম্মীয় নৈতিক অনুষ্ঠান-বিষয়ে অযথা কৌতূহলী হইও না। "যিনি আমাকে কামনা করেন, তিনি আমার মহত্বে অভিভূত হইবেন"।**

ঈশ্বরের কর্ম্ম মানুষের অনধিগম্য। যদি শিক্ষা লাভ করিবার বাসনা লইয়া গুরুজনের উপদেশমত জীবন যাপন করিতে চাও, তবে সত্য অনুসন্ধানের জন্য একনিষ্ঠ বিনম্র জিজ্ঞাসায় কোন দোষ নাই।

২। যিনি প্রশ্ন ও বিতর্কের কঠিন পথ ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যথার্থ ও সরল পথে জীবনযাপন করেন, তিনিই ভাগ্যবান। অনেকেই সাধ্যের অতীত উচ্চতত্ত্বের সাধন করিতে যাইয়া ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি হারাইয়াছেন। তোমার যাহা প্রয়োজন তাহা হইতেছে— ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া সরলভাবে জীবনযাপন করা। উচ্চ বোধশক্তি বা ঈশ্বরের গভীর তত্ত্ব জানা কোনটিরই তোমার দরকার নাই। তোমার সাধ্যের বিষয় যদি তুমি বুঝিতে বা ধারণা করিতে না পার, তবে তোমার সাধ্যাতীত বিষয় কী করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে ? ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বিনম্রভাবে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহা হইলেই তোমার পক্ষে হিতকর ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আলো তোমাকে প্রদান করা হইবে।

৩। কেহ কেহ ধর্ম্মে বিশ্বাস ও ব্রতানুষ্ঠানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রলোভনের যে তীব্রতা বোধ করেন, সেই তীব্রতার দ্বারা বিচলিত না হইয়া উহাকে রিপুদমনের দিকে মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া উচিত। এইসকল ব্যাপারে খুব ব্যস্ত হইও না। নিজের চিন্তা লইয়া আলোড়ন বা দানবের ইঙ্গিতে সংশয়েরও প্রশ্রয় দিও না। একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহার বাণী, তাঁহার পার্ষদ্‌ ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদের উপর বিশ্বাস রাখ। তাহা হইলেই অনিষ্টকারী রিপুগণ তোমার কাছ হইতে দূরে পলায়ন করিবে।

যাঁহারা ঈশ্বরের সেবক, তাঁহারা যদি এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে পারেন, তবে উহা প্রায়ই তাঁহাদের পক্ষে কল্যাণজনক হয়। কারণ, রিপুগণকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই কবলিত অবিশ্বাসী ও পাপাচরণকারীরা উহাদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয় না, কিন্তু ধার্ম্মিক ভক্তজনেরা উহার দ্বারা নানাভাবে প্রলুব্ধ হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন।

৪। সুতরাং, সরল ও সংশয়শূন্য বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হও, এবং প্রার্থীর উপযোগী শ্রদ্ধাসহ ধর্ম্মীয় ব্রতানুষ্ঠানে যোগদান কর, এবং যাহা তুমি বুঝিতে পার না, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট নিঃসন্দেহে নিবেদন কর। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে প্রতারণা করিবেন না, বরং যিনি নিজের অহং-বুদ্ধির উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করেন, তিনিই প্রতারিত হইয়া থাকেন।

সরলমন[১] ব্যক্তিদের প্রতি ঈশ্বর সহায়। যাঁহারা বিনম্র, তাঁহাদের কাছেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। যাঁহারা শিশুবৎ সরল, তাঁহাদিগকেই তিনি ধারণাশক্তি প্রদান করেন; এবং যাঁহারা পবিত্র, তাহাদের বিচারশক্তিই তিনি খুলিয়া দেন।[২] যাঁহারা অসঙ্গত বিষয়ে কৌতূহলী ও অহংকারী, ঈশ্বর তাহাদের নিকট হইতে দূরে। মানুষের বিচারশক্তি দুর্ব্বল, এবং উহার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৫। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া বিচার করিবার এবং জানিবার ইচ্ছা থাকা ভাল, বিশ্বাসশূন্য হইয়া উহা করা উচিত নয়। কারণ, এই পবিত্র, মহান ও সুন্দর ব্রত উদ্‌যাপনে ঈশ্বরবিশ্বাস[২] ও প্রেমই মুখ্য, এবং এই বিশ্বাস ও প্রেম লোকচক্ষুর অন্তরালে কার্য্য সাধনা করিয়া থাকে। অনির্ব্বচনীয়, অনন্তশক্তি ও সনাতন ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্তলোকে যে-কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা মহান্ এবং অনধিগম্য[৩]; এবং তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মের কোন হেতু পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কার্য্য যদি সহজেই মানুষের বিচারশক্তির দ্বারা ধারণা করা যাইত, তবে তাঁহার কার্য্যকে অনির্ব্বচনীয় বা বিস্ময়কর বলা হইত না।

**সমাপ্ত**

## টিপ্পনী

১। (ক) "সরল হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। সরল হ'লে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়। পাট করা জমি কাঁকর কিছু নাই, বীজ পড়লেই গাছ হয আব শীঘ্র ফল হয়।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ৪।১৪।১

(খ) "সবলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ***ছোকবাদেব অত ভালবাসি কেন, জান? ওরা খাঁটি দুধ, একটু ফুঁটিয়ে নিলেই হয—ঠাকুবসেবায় চলে। **ছোকরাবা যেন নূতন হাঁড়ি— পাত্র ভাল। দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। তাদের জ্ঞানোপদেশ দিলে শীঘ্র চৈতন্য হয়। বিষয়ী লোকদের শীঘ্র হয় না।"

—শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২৭।৪

২। "বালকেব মত বিশ্বাস করলে— ঈশ্বরলাভ হয়। বালকের কি বিশ্বাস! মা বলেছে, 'ও তোর দাদা হয়', অমনি জেনেছে, 'ও আমাব দাদা'। একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস! **মা বলেছে, ও ঘরে জুজু। তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে জুজু! এই বালকের বিশ্বাস; গুরুবাক্যে এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না বুদ্ধি, পাটোয়ারী বুদ্ধি, বিচাববুদ্ধি করলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাস আব সরল হওয়া, কপট হ'লে হবে না। সরলের কাছে তিনি খুব সহজ। কপট থেকে তিনি অনেক দূর।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।ক।৪

৩। **ঈশ্বর অনধিগম্য-মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। শরণাগতি।**

(ক) "তিনি একদুয়ের পার—বাক্য মনের অতীত। লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলায় আসা— এর নাম পাকাভক্তি"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৪।২২।৫

(খ) "তিনি নিরাকার-সাকার হ'য়ে আছেন। আরও কত কি! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। সেই বাক্যমনের অতীত যিনি, তিনি নানারূপ ধরে অবতীর্ণ হ'য়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হইতে 'ওঁ শিব', 'ওঁ কালী', 'ওঁ কৃষ্ণ' হয়েছেন।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।১৩।১

(গ) "ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার যো নাই! তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য! মানুষ মুখে কি বলবে। ***তাঁকে কি বোঝা যায়! তাই আমার বিড়ালের ছানার ভাব, মা যেখানে রেখে দেয়। আমি কিছু জানি না। ছোট ছেলে মার কত ঐশ্বর্য্য তা জানে না।"

* * * *

ওঁ মা! ওঁ মা! ওঁকার-রূপিণী! মা! এরা কত কি বলে মা—কিছু বুঝিতে পারি না! কিছু জানি না মা! শরণাগত, শরণাগত! কেবল এই ক'রো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় মা! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ ক'রো না, মা!

শরণাগত! শরণাগত!"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫।৯।২

হবিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে প্রকাশিত
স্বামী সচ্চিদানন্দকৃত পুস্তক-পুস্তিকার তালিকা:

টমাস্-এ কেম্পিসের The Imitation of Christ এর
প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ টিপ্পনীসহ
ঈশানুসরণ (১ম ও ২য় খণ্ডে সম্পূর্ণ)
(৩য় সংস্করণ)

প্রামাণিক উপাদান অবলম্বনে সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় রচিত
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পুণ্য জীবনকথা
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী (দ্বিতীয় সং)
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী (চরিতাভাস ও বাণী)
পকেট সংস্করণ
শরণাগতি (প্রবন্ধ) পুস্তিকা
স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায়
চরিত্রগঠনে পিতামাতার ভূমিকা (দ্বিতীয় সং)

মূল বিক্রয়কেন্দ্র:
হবিবপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম,
মদনগোপালমন্দিরতলা, পো: গ্রাম—হবিবপুর

অপর প্রাপ্তিস্থান:
(১) সারদাপীঠশোরুম, বেলুড়মঠ, হাওড়া
(২) শ্রীমাতৃমন্দির, জয়রামবাটী, জেলা—বাঁকুড়া

## পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত

**ঈশানুসরণ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর পি. শেষাদ্রি মহোদয় কেরালা হইতে লিখিয়াছেন**

"I compared your excellent-translation with the original Latin work which I have with me here and I am very happy to find that your rendering is quite faithful to the spirit of the original. ...It reads like an original Bengali book. The style is simple, lucid and vigorous. The parallel quotations from our Shastras and and Dhammapada greatly enhance the usefulness of the work. You have rendered a great service to the Bengali reading public."

●

**'অমৃতবাজার' পত্রিকা লিখিয়াছেন**

"A brilliant translation into Bengali of Thomas A Kempis' The Imitation of Christ, which has been read by millions of readers in almost all languages of the world, has been done by Swami Satchidananda.

The philosophy of the Imitation of Christ is a philosophy of Light and philosophy of Life; the light of Truth and light of Grace. ... The one significant virtue of the present translation is that swami Satchidananda has given excellent commentaries on A Kempis illustrating in particular the various tenets of the Latin original with well-Chosen quotations from Hindu and the Buddhist scriptures, from the Bible, as well as the well-known aphoristic statemants of saints and savants from the body of the noblest Bengali religious poetry. Such illustrations aptly present a broad background of comparative study of the Great Universal divine which Kempis was."

●

'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকা লিখিয়াছেন

ঈশানুসরণ টমাস্ এ কেম্পিস্ রচিত মহামূল্য ইংরাজী ধর্মগ্রন্থ The Imitation of Christ-এর বঙ্গানুবাদ। কেবল মাত্র বঙ্গানুবাদ করেই অনুবাদক তাঁর কার্য্য সমাধা করেন নি, পরন্তু টীকাটিপ্পনী ও বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি সংযোজিত করে তিনি এই ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত অর্থ এবং আমাদের শাস্ত্র ও সাধক মহাত্মাগণের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ ও যাথার্থ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। ... এই গ্রন্থের

পরিচয় সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান কথা শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন তাঁর ভূমিকায় যা লিখেছেন তা হচ্ছে, "এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, সর্বদেশে, সকল ধর্মশাস্ত্রে এবং সমস্ত অবতার ও আচার্য্য মহাপুরুষদের বাণী অধ্যাত্মরাজ্যের একই মহান্ সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ছিল না। উদার অসীম আকাশের ন্যায় তাহা সমুজ্জ্বল ও অনন্ত বিস্তৃত।"

●

'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকা লিখিয়াছেন

টমাস্ এ কেম্পিস্ রচিত "দি ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট" ধর্মগ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন শুধু মিটেছে বললে ভুল হবে, বইটির এমন একটি বাংলা অনুবাদ আমরা পেলাম যা সত্যিই আশাতীত। স্বামী সচ্চিদানন্দ মূল গ্রন্থের বাণীগুলি যে কেবলমাত্র সুন্দর ভাষায় অনুবাদ করেছেন তা নয়। তিনি প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে গীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে অনুরূপ আধ্যাত্মিক চিন্তাসম্বলিত উদ্ধৃতি যোগ করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, এদেশের পাঠকের পক্ষে "ঈশানুসরণে"র ভাবধারা অনুধাবনে ওই সব উদ্ধৃতি খুবই সহায়ক হবে। এবং এই সত্যটি অনুবাদক প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মত ও পথ ভিন্ন হলেও আধ্যাত্মিক সাধনচিন্তা ও উপলব্ধি সর্বদেশের সর্বসাধকের অন্তরে একইরূপে প্রতিভাত হয়। তা-ছাড়া,

অনুবাদক "আদর্শ জীবন" অধ্যায়ের সঙ্গে ভগবান ঈশার বারোজন শিষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে পাঠকের উপকার করেছেন।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্ন্যাসী টমাস্ এ. কেম্পিসের জীবনকথা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। যাঁর গ্রন্থ তথা বাণী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা পৃথিবীতে বহু সাধককে ঈশ্বরলাভের পথে অনুপ্রাণিত করেছে সেই মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী এদেশের অনেক পাঠকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি থেকে টমাস্ এ কেম্পিসের প্রতিটি কথা উৎসারিত। তাই "দি ইমিটেশন অব্ ক্রাইষ্ট" বা 'ঈশানুসরণ' যুগ যুগ ধরে ধর্মপ্রাণ মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে। ঈশাভক্তদের কাছে বাইবেলের পরেই এই গ্রন্থের স্থান। ভিন্ন ধর্মের সাধকের কাছেও গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।। স্বামী বিবেকানন্দ —"ইমিটেশন অব ক্রাইষ্ট" ভক্তিভরে পাঠ করতেন, এই বই পাঠের জন্য অনেককেই তিনি উপদেশ দিতেন।

●

সুপণ্ডিত ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য মহারাজ লিখিয়াছেন :

টমাস্-এ কেম্পিসরচিত "The Imitation of Christ" নামক পুস্তকখানা জগতে অতিশয় পবিত্র ও ধর্মার্থীদের অমৃতস্বরূপ। ইহার তুলনা বিরল। বিষয়বস্তু এতই হৃদয়স্পর্শী যে, পড়িতে আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ আরও পড়িবার আকাঙ্ক্ষা

বাড়াইয়া দেয়। স্বামী সচ্চিদানন্দ ইহার বাংলা অনুবাদ প্রাণের সহিত এমনভাবে করিয়াছেন যে, ইহা সত্যসত্যই মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। স্থলে স্থলে শাস্ত্রের উদ্ধৃতি স্বামিজীকর্তৃক সম্পাদিত হওয়ায় উহা আমার স্বাধ্যায়রূপে নিত্যপাঠ্য হইয়াছে। ... ইহার অবশিষ্টাংশ বাংলাভাষায় অনূদিত হইলে বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে মনে করি।"

●

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্যজীবনকথা

**শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী**

(প্রামাণিক জীবনচরিত)

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলার সঙ্গে আছে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, লক্ষ্মীদিদি, গৌরী মা, গোপালের মা (দেবী অঘোরমণি) প্রভৃতি সহচরী মহীয়সী নারীবৃন্দের জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীশ্রীমায়ের মহিমাপ্রসঙ্গে ঠাকুর ও স্বামিজী প্রভৃতি পার্ষদ্ এবং ভগিনী নিবেদিতার সুস্পষ্ট অভিমত। বর্ণনানৈপুণ্যে ও ভাষার মাধুর্যে শ্রীশ্রীমায়ের ভাবমূর্তি পুস্তকে জীবন্তরূপ পরিগ্রহকরিয়াছে।

●

**"'উদ্বোধন' পত্রিকা বলিয়াছেন**

"পুণ্য জীবনচরিত রচনার সর্বাপেক্ষা বড় জিনিস হইল

চরিত্রানুধ্যান। শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবন অধ্যয়ন ও অনুধ্যানের নিদর্শন লেখকের রচনায় বিদ্যমান। ইতিপূর্বে প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে আকর গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে আলোচ্য পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত। আঠারোটি অধ্যায়ের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব, পিতৃগৃহে ও দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান, সাধনভজন, তপস্যা, তীর্থদর্শন, মহিমা প্রভৃতি বর্ণিত। ...পুস্তকখানিপাঠে ভক্তবৃন্দ আনন্দ পাইবেন।"

●

**'বিশ্ববাণী'** পত্রিকায় প্রকাশিত

অভিমত :

"স্বামী সচ্চিদানন্দ-প্রণীত আলোচ্য "শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী" উক্ত শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে গ্রন্থগুলির মধ্যে অভিনব সংযোজন। ...ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ। ...বর্তমান যুগসংকটকালে, বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে এ জাতীয় পুস্তক যত প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।"

●

**"উজ্জীবন"** পত্রিকায় প্রকাশিত

অভিমত :

"আলোচ্য গ্রন্থে এই মহীয়সী জননীর জীবনচরিতের বিভিন্ন দিক্—দুহিতারূপে, কুলবধূরূপে, সাধিকারূপে, জ্ঞানদায়িনী গুরুরূপে, সংঘজননীরূপে প্রভৃতি আঠারোটি

অধ্যায়ের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। বর্ণনাভঙ্গী সহজ, সরল গতিশীল ও চিত্তাকর্ষক।"

●

"দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় প্রকাশিত
অভিমত :

"স্বামিজী শ্রীশ্রীমার সর্বাঙ্গীণ রূপ যে প্রাণস্পর্শী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সত্যকে যে যুক্তি ও ভক্তিসহযোগে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তার তুলনা হয় না।"

●

'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত

"শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চরিতকথা নিয়ে অনেকেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। পূত-পবিত্র, সহজ সরল একটি জীবনকে লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা দুরূহ কাজ। এই কাজে যারা অগ্রসর হন তাঁদের অন্তত এটুকু পরিতৃপ্তি থাকে যে, আলোর দিশারীকে তাঁরা সাধারণের মানসগোচর করবার ব্রত পালন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক স্বামী সচ্চিদানন্দ তেমনই শ্রদ্ধাবনতচিত্তে এই কর্তব্যটি পালন করেছেন। তারই ফলে সূর্য্যের মত স্বচ্ছ, চাঁদের মত স্নিগ্ধ ও বাতাসের মত সহজ শ্রীশ্রীমায়ের জীবন এই পুস্তকের আঠারোটি অধ্যায়ে যেন ফুলের সুষমা নিয়ে ফুটে উঠেছে।"

●

**স্বামী সচ্চিদানান্দ-প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাভাবনায় চরিত্রগঠনে পিতামাতার ভূমিকা।"**

মাসিক পত্রিকা "বিশ্ববাণী", অগ্রহায়ণ,

প্রকৃত শিক্ষা হ'ল চরিত্রগঠন। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন। চরিত্রগৌরবের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মাহাত্ম্য। সৎশিক্ষা সততই সদ্‌গুণের আধার। কারো সদ্‌গুণ লক্ষ্য করলে স্বভাবতই তার প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হয়, আবার অনুরাগ থেকেই সঙ্গলাভের বাসনা উৎপন্ন হয়। এইভাবে মানবসমাজে এক জনের প্রতি অন্য জনের শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হয়ে থাকে। এইগুলি মানুষের চারিত্রিক গুণ-গরিমা। যথার্থ শিক্ষার ঔজ্জ্বল্যে চারিত্রিক গুণগরিমার প্রকাশ ও বিকাশ। তাই চরিত্রগঠনের কাজে সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন মানবসমাজে অনস্বীকার্য্য।

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতায় শিক্ষা ও চরিত্র সম্পর্কে যে বাণী ও উপদেশগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি অধ্যাত্মভাবুকতায় উদ্‌গত মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ উদ্দেশ্যে প্রচারিত। সহজ সরলভাষায় এই নীতি-নির্দেশগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর বিশিষ্টতার দ্যোতক এবং সর্বজনের কাছে আলোকবর্তিকাস্বরূপ।

"গ্রন্থকার স্বামী সচ্চিদানন্দজী, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ-প্রচারিত শিক্ষানীতিকে উপজীব্য ক'রে এক একটি পর্য্যায়ে মূলবিষয়টি আলোচনা করেছেন তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থটিতে। সন্তানের চরিত্রগঠনে পিতামাতার প্রয়োজনীয় ভূমিকা এবং প্রাথমিকস্তরে শিক্ষার রীতি, প্রকরণ ইত্যাদি অতি সুন্দর এবং সুনিপুণভাবে আলোচিত হয়েছে। ধর্ম ও কর্মনীতির গূঢ়তত্ত্বের আধারে লিখিত আলোচ্য বস্তুগুলি নিঃসন্দেহে মনোজ্ঞ। গ্রন্থটি সেইহেতু সকলের কাছে প্রেরণাপ্রদ হবে আশা করি। মূল বিষয়টি কয়েকটি পর্বে সম্প্রসারিত এবং প্রত্যেকটি পর্বের আলোচনা সুবিন্যস্ত এবং সৌকর্যের পরিচয়ে উজ্জ্বল।

"গ্রন্থকারের রচনাভঙ্গী প্রশংশনীয়। এখানে মৌলিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। স্বল্পায়তনে উপস্থাপনার ভঙ্গী ও ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা গ্রন্থিটিকে এক বিশেষ মর্য্যাদায় ভূষিত করেছে।

রচনাটি মণিখণ্ডের মতোই আদরণীয়। এর বহুল প্রচার ও সমাদর অকুণ্ঠচিত্তে কামনা করি।"

●